উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,২৬৫.৩২ (+১৫৮.৫১)

নিফটি : ২৬,০৩৩.৭৫ (+৪৭.৭৫)

বিএলও'র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্য
এসআইআর-এর কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত।
» ১০

ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ
রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এরাজ্যেই প্রথম এমন উদ্যোগ।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

গম্ভীর, কোহলির প্রতি কৃতজ্ঞ রুতুরাজ
» ১১

শিলিগুড়ি ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 5 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 196

অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল থাকায় স্বস্তির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগে রাজ্যের অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালতের মত

- মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে
- মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না
- মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না
- রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী

শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ করতে চেয়ে ১৬০০ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রায় ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এই মামলারই বাকি বিষয়ের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '২০১৯ সালে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ২০২২ সালে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল, যা বৈধ নয়। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনায় রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী।'

বিচারপতির মন্তব্য, 'মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' যদিও একক বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, 'এদের ধর্না মঞ্চে গিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন বিরোধিতা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীনও অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হত।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার খোঁচা, 'আমরা জানতাম, আদালত এটা বাতিল করবে। অতিরিক্ত শূন্যপদ সৃষ্টি করে দলের কর্মীদের নিয়োগের চক্রান্ত আদালত বাতিল করায় আমরা খুশি।'

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সরকার স্বীকৃত, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেইসঙ্গে ২০২২ সালের ১৯ মে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অসফল চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হোক। এদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে ওই বছরেরই ১৪ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। দুটি বিজ্ঞপ্তিই এদিন খারিজ করেছেন বিচারপতি।

এরপর আটের পাতায়

ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ড

বিমানবন্দর থেকে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নিজের বাসভবনে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

জোড়া কাঁটায় বিদ্ধ এনবিইউ

বন্ধ হয়ে যেতে পারে যাবতীয় পরীক্ষা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : উপাচার্য নেই। প্রশাসনিক অচলাবস্থার জেরে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার বকেয়া প্রায় তিন কোটি টাকা মেটানো হয়নি। বন্ধ হয়ে যেতে পারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা। সেই সমস্যা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস। এরমধ্যেই বেতন বৃদ্ধির পুরোনো দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলনে নেমেছে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। পরীক্ষা সমস্যার সমাধান খুঁজতে এদিন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক, অর্থ আধিকারিককে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন ভাস্কর। সেইসময় দাবি আদায়ে বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের বেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা-কর্মীরা। দাবি না মানা হলে সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

সারা বাংলা শিক্ষাবন্ধু সমিতির অবস্থান আন্দোলন।

জোড়া সমস্যা কীভাবে মিটবে আপাতত তার কোনও দিশা দেখতে পাচ্ছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা। শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রণজিৎ রায়ের কথা, 'নূপুর দাস ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার থাকাকালীন আমরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলাম। সেইসময় বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের দাবি পূরণ করবেন। কিন্তু চেয়ারে বসেই তিনি ভোল পালটেছেন। নানা অজুহাতে আমাদের বেতন বৃদ্ধির রাস্তা বন্ধ করতে চাইছেন।' ভাস্কর অবশ্য এসবের কোনও উত্তর দেননি। তিনি জানিয়েছেন, সমস্যা মেটাতে এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'আন্দোলনকারীদের সমস্যা মেটাতে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের
» দশের পাতায়

ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার
» বারোর পাতায়

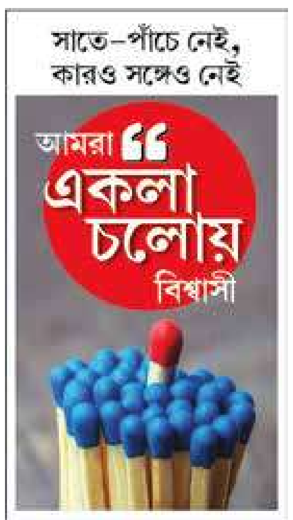

সাসপেন্ড হুমায়ুন, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

পরাগ মজুমদার ও নয়নিকা নিয়োগী

ভরতপুর ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহরমপুরের জনসভায় এসে ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানতে পারলেন, দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে 'দলবিরোধী কাজ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি'-র অভিযোগে মেয়র ফিরহাদ হাকিম হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করলেন। রাগে গড়গড় করতে করতে সভা থেকে বেরিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুসলিম বিরোধী' বলে দেগে দিয়ে হুমায়ুনের কটাক্ষ, 'এরকম আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে সরাসরি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব। দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়ার সঙ্গে জগন্নাথধাম তৈরি করে মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার জন্য বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণের মতো ঘটনা কতদিন মুখ্যমন্ত্রী চালান আমিও দেখব।' ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবসে বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে কোনওরকমভাবে বাধা দিয়েও কোনও লাভ নেই বলে হুমায়ুন স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ঘোষণা, শুক্রবার বা সোমবারই দল থেকে ইস্তফা দিয়ে চলতি মাসের ২২ তারিখ তিনি নিজের দলের সূচনা করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ুন কবীর।

এর আগে বহরমপুরের সভায় হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে রীতিমতো তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

এরপর আটের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির অর্চনা ঝা বা লক্ষ্মী শর্মারা আজকের ভারতে কোথাও যেন এক হয়ে যাচ্ছেন বীরভূমের গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের সঙ্গে। সোনালিকে প্রবল লাঞ্ছনা করেছে দেশের সরকার। আর অর্চনা-লক্ষ্মীদের সঙ্গে ব্যাপক প্রবঞ্চনা করেছে তাঁদের পরিবার।

দুটো খবরই ভারতের পক্ষে তীব্র লজ্জার এবং অস্বস্তির।

জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় সোনালি নামটা এখন দেশে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে তিরস্কৃত। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্চনাদের অপমানের জন্য তাদের পরিবারকে তিরস্কৃত করবে কোন আদালত? কোন সমাজ?

উত্তরবঙ্গ সংবাদেই পড়লাম শিলিগুড়ির এই দুই তরুণীর চরম বঞ্চনার কথা। আরও খোঁজ নিয়ে যা জানা গেল, তা রীতিমতো ভয়ংকর। এক, শহরে নেপাল ও বিহার থেকে আসা তরুণীর সংখ্যা প্রচুর। দুই এবং সবচেয়ে ভয়াবহ, এঁদের সরকারি কাগজপত্র পরিবার থেকেই করে দেওয়া হয়নি, পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম চলে বলে।

ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করে দেওয়া হয়নি কেন? ধরে নেওয়া হয়েছে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে, ঘরের বাইরে যাবে না! এটাই যে চিরকালের নিয়ম! মেয়েদের এত কাগজপত্রের কী দরকার? কী দরকার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরির?

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য এসব দরকার? দরকার নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের! নারী তুমি পুরুষের পদদলিতই থাকো। তোমার টাকার দরকার হলে বাড়ির পুরুষই তো রয়েছে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এরপর আটের পাতায়

চিকেন নেকে বসছে নিউ ডিজাইন ফেন্সিং

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি করিডরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে বিএসএফ। চিকেন নেক সীমান্তে ৭৫ শতাংশ এলাকায় নিউ ডিজাইন ফেন্সিং লাগানো হয়েছে। স্টিলের ওই কাঁটাতার ১২ ফুট উঁচু। সেই ফেন্সিং কাটা যেমন শক্ত তেমনই তা টপকানো প্রায় অসম্ভব। বিএসএফের কদমতলা সদর কার্যালয়ে 'রাইজিং ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার যোগ দিয়ে একথা জানালেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগী। এদিন তিনি বলেন, 'সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে প্রচুর বুলেট ক্যামেরা লাগানো চলছে। যেখানে প্রয়োজন মনে হচ্ছে, সেখানে কাঁটাতারে সেন্সর লাগানো হচ্ছে।'

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে সেই জট কাটিয়ে কাঁটাতার লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে, ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বদলে উন্মুক্ত সীমান্তে 'নিউ ডিজাইন ফেন্সিং' লাগানো হচ্ছে।

ত্যাগী বলেন, 'জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে। কাঁটাতার দিতে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার এলাকায় জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যকে টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা আমরা অধিগ্রহণ করেছি। ২০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষের পথে। আরও জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।'

উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১০৪ কিলোমিটার এলাকায় উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। যার মধ্যে ৪৮ কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত নদীর তীরবর্তী হওয়ায় সেখানে কাঁটাতারের বেড়া লাগানো সম্ভব নয়। বাকি ৫৬ কিলোমিটার এলাকায় জমিজটের জেরে কাঁটাতার লাগানো যাচ্ছিল না। কেন্দ্রের তরফে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছিল, সীমান্তে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সহযোগিতা করছে না।

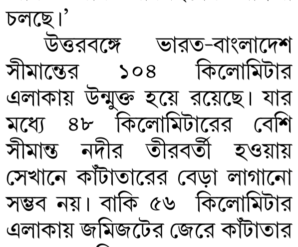

সাংবাদিক সম্মেলনে বিএসএফের আইজি মুকেশ ত্যাগী।

বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গের আইজি বলেন, 'আমরা দ্রুত উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার লাগাতে চাইছি। তবে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কারবার করতে হয়। সাধারণের দাবিদাওয়া মেটাতে রাজ্য সরকারের কিছুটা সময় লাগে।'

পুরোনো ত্রিস্তরীয় কাঁটাতার কেটে বা তা টপকে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা বিএসএফের নজরে এসেছে। বাহিনীর হিসাব বলছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে গোরু, মাদক, সোনা সহ বিভিন্ন সামগ্রী মিলিয়ে সাড়ে আট কোটি

এরপর আটের পাতায়

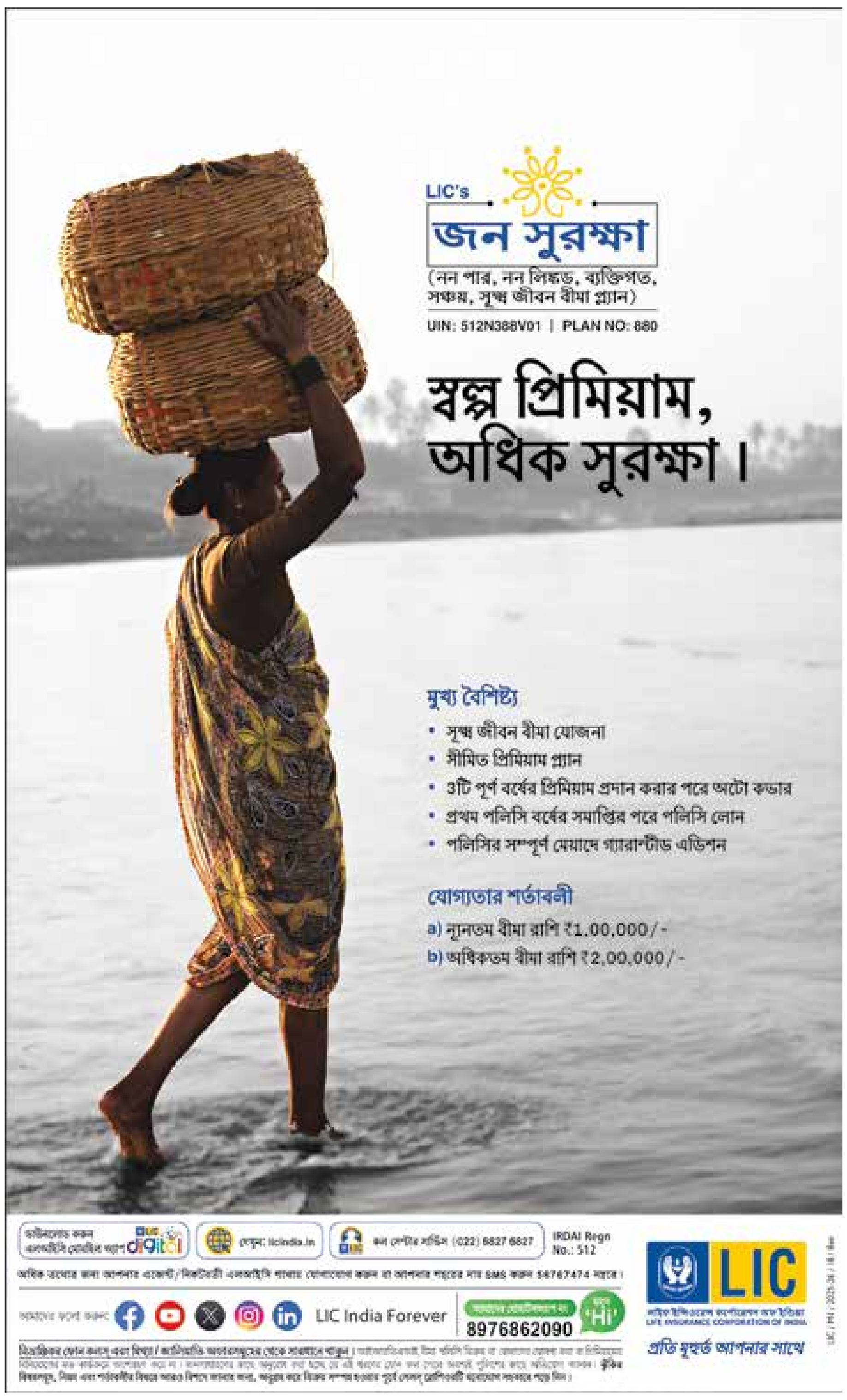

গ্রেপ্তার ১

জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর : চুরি যাওয়া বাইক সহ মণীশ এক্কা নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চারটি চোরাই বাইক মিলেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতের বিচারক তাকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

ডিসান-এর ক্যাম্প

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : গ্যাংটকে অবস্থিত সিকিম আর্মড পুলিশ হেড কোয়ার্টারস-এ সম্প্রতি স্পেশাল মেডিকেল ক্যাম্প করল ডিসান হসপিটাল। স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আলোচনাচক্রও হয়। ডাঃ কৈলাসকুমার গোয়েল (কার্ডিওলজি), ডাঃ সংকল্প কুমার (অর্থোপেডিক্স) সেখানে অংশ নেন। এই কর্মসূচি সিকিম পুলিশকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কেয়ার, প্রতিরোধমূলক সচেতনতা এবং সর্বোপরি উন্নত পরিষেবা নিয়ে ডিসান-এর দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ডিসান-কে সিকিম সরকার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এরই প্রমাণ। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন পুলিশ কমান্ডান্ট নোরবু শেরিং শেরপা, ডিসান-এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর অরিন্দম সামন্ত।

কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে রেল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শীতের এই মরশুমে কুয়াশাজনিত সমস্যা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করছে রেলমন্ত্রক। যার মধ্যে 'ফগ সেফ ডিভাইস' সহ নানা প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'কুয়াশার সময় নিরাপদে ট্রেন চালানোর জন্য একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও পেট্রলিং সহ অন্যান্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, জিপিএস সিস্টেমযুক্ত ফগ সেফ ডিভাইস প্রায় ৩০০ মিটার দূরের সিগন্যাল সম্পর্কে জানান দেয় লোকোপাইলটদের। এছাড়াও ডেটোনেটর স্থাপন করার কাজ চলছে। ডেটোনেটরের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে। সেটি রেল ট্র্যাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা ফেটে তীব্র শব্দ তৈরি করে। সেই শব্দের ধরন শুনেই কি নির্দেশ রয়েছে, তা লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলট বুঝতে পারেন এবং সেইমতো কাজ করেন। অন্যদিকে, স্টেশনমাস্টাররা কুয়াশার মাত্রা বুঝতে স্টেশনে ভিজিবিলিটি টেস্ট অবজেক্ট (ভিটিও) যাচাই করেন। ভিটিও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যবহার করা হয়। স্টেশন থেকে তা দেখা না গেলেই স্টেশনমাস্টার কুয়াশার মাত্রা কতটা তা বুঝতে পারেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

মূল ট্র্যাকের অবস্থান বুঝতে চুন দ্বারা চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। এছাড়াও সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে আলোকিত করতে স্ট্রিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রেনের পিছনের কোচগুলিতে এলইডি ফ্ল্যাশার টেল ল্যাম্প ব্যবহার করলে সহজেই ট্রেনের অবস্থান জানা যায়। কুয়াশাপ্রবণ এলাকায় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্টপ বোর্ড বসানো হচ্ছে। এছাড়াও কুয়াশার সময় রেল ট্র্যাকে হেঁটে পেট্রলিং হয়। কুয়াশার সময় কোন কোন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে ট্রেন চালাতে হবে, তা অবগত করতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. : এম-পিডি-ওটি-১১ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৬.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, দৃঢ় সঙ্গতি এবং যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ এজেন্সিসমূহ থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ১৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম ও অবস্থান :** নিউ ফারাক্কা ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ওয়েস্ট ওয়াটার রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট গড়ে তোলার জন্য চুক্তি। **কাজের টেন্ডার মূল্য :** ১৮% হারে জিএসটি সমেত ৬৫,৩৭,৭৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা :** ১,৩০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা :** এলওএ ইস্যু থেকে ০৯ মাস। **অনলাইন টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় :** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড :** ১. সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস; ২. এএমই/সিঅ্যান্ডডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/আইসি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। **দ্রষ্টব্য :** (১) ওয়েবসাইটে বিশদ বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে নেওয়ার জন্য টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনো ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না। (২) বিদ্যমান কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গল প্যাকেট ব্যবস্থায়। (৩) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (৪) বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন দপ্তর দ্বারা স্বীকৃত স্টার্টআপদের সুবিধা দেওয়া হবে। এইসব সংস্থাদের বিধিতে উল্লিখিত সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে। (৫) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী সকল টেন্ডারদাতাদের বিনামূল্যে ই-টেন্ডার বয়ান ইস্যু করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী টেন্ডার মূল্যের ২ শতাংশ হারে বায়না জমা রাশি প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী টেন্ডারদাতাদের দ্বারা জমা/আপলোড করা নথির সত্যতা/সঠিকতার অঙ্গীকারের বয়ান হবে। বিডার দ্বারা এই বয়ান জমা না হলে তাঁর বিডটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MLD-251/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা ও রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ

নোটিফিকেশন নং. ই/সিএমপি/এমএলডিটি/পিটি-III তারিখ : ০৪.১২.২০২৫

পূর্ব রেলওয়ের ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা এবং রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জের জন্য মালদা ডিভিসন কর্তৃপক্ষ চুক্তির ভিত্তিতে পূর্ণ সময়ের জেনারেল ডিউটি চিকিৎসক (সিএমপি) নিয়োগ করবেন। এই নিয়োগের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ থেকে এক বছর অথবা নিয়মিত চিকিৎসক (আইআরএইচএস) নিযুক্ত হওয়া - যেটি পূর্বে ঘটবে সেই পর্যন্ত হবে। যে সকল চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় বয়স, ডিগ্রি ও যোগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করবেন এবং এই নিযুক্তিতে ইচ্ছুক তাঁদের নিম্নলিখিত স্থানে ও সময়ে সকল মার্ক শীট, শংসাপত্র ও নথিপত্রাদি সহ রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **স্থান :** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২। **ইন্টারভিউ-এর তারিখ :** ২২.১২.২০২৫ (সোমবার)। **রিপোর্ট করার সময় :** সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। ● ইন্টারভিউ-তে যোগদানের সময়, প্রার্থীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অভিজ্ঞতার ইত্যাদির প্রমাণ হিসাবে শিক্ষাগত শংসাপত্রসমূহ, এমবিবিএস, এমএস/এমডি/পিজি ডিপ্লোমার সকল মার্কশীট, সকল অন্যান্য শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার প্রভৃতির মূল সহ সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত কপি তৎসহ ২টি পাসপোর্ট সাইজের ফটো আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এমবিবিএস/বিডিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বর, অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসমূহ যথা পিজি ডিগ্রি, পিজি ডিপ্লোমা, কাজের অভিজ্ঞতা এবং মৌখিক পরীক্ষা (পেশাগত জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি)-র ভিত্তিতে যোগ্যতামান বিচার করা হবে। কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত একটি চারিত্রিক এবং পূর্ববর্তী কাজের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। ● শূন্য পদের সংখ্যা, বয়সসীমা, পারিশ্রমিক এবং যোগ্যতার শর্তাবলি নিম্নরূপ :- **শ্রেণী :** চিকিৎসক (সিএমপি)। **শূন্য পদের সংখ্যা :** মালদা - ১, সাহেবগঞ্জ-১। **বয়স :** ০১.০১.২০২৫ তারিখে অনূর্ধ্ব ৫৩ বছর। **বেতন /ভাতা :** প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা (স্থায়ী)। **প্রয়োজনীয় যোগ্যতা :** এমবিবিএস, যে কোনো রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল-এর বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকতে হবে। মোট শূন্যপদের সংখ্যা দুইটি এবং মালদা ডিভিসনের যেকোনো হেল্থ ইউনিটে তাঁদের নিযুক্ত করা হতে পারে। প্রকাশিত তালিকা নিয়োগের অধিকার প্রদান করবে না। ● **নিয়ম ও শর্তাবলি :- নিয়োগের প্রকৃতি :** সম্পূর্ণরূপে চুক্তি ভিত্তিক। **পারিশ্রমিক :** (১) 'নো ওয়ার্ক নো পে' ভিত্তিতে যথাযথভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। (২) এনইএফটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য, ব্যাঙ্কের আইএফএসসি কোড সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রয়োজন হবে। **দ্রষ্টব্য :** ইন্টারভিউয়ের দিন অফিস থেকে আবেদনের বয়ান পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি এবং আবেদনের বয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে : **www.er.indianrailways.gov.in (Eastern Railway>> Division >> Malda Division>>Recruitment Page** দেখুন)।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Siliguri Jalpaiguri Development Authority

A Statutory Authority Under Department of UDMA
Himanchal Vihar, Near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010

NOTICE

Siliguri Jalpaiguri Development Authority invites applications from the EWS (Economically Weaker Section) applicants for allotment of 47 (Forty-seven) nos of Dwelling Units at Kawakhali, within Utsodhara Teesta Township, JL. No. 2, Mouza Dabgram, Each Dwelling units measuring about 440 sq. ft. built up area.

A. SALIENT FEATURES:
i. Total No of dwelling Units-47 (Forty-seven)
ii. Built up area of each Dwelling unit-440 sq ft

B. ELIGIBILITY CRITERIA:
i. The applicants should be EWS(Economically weaker Section) category.
ii. Monthly family income should be within Rs.18,000/- (Rupees Eighteen thousand) per month.
iii. The applicant/his/her family/ households should not own pucca house in any parts of the country either in his name/ her name or any of his /her family members' name.
iv. The property should be primarily owned/co-owned by a female member of the family. In case of absence of female member in the family it may be owned by male member.
v. Here family means Husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters.

C. INCOME CERTIFICATE:
Income certificate shall be issued by Sub-Divisional Officer for Municipality areas and Block Development Officer for Rural areas. Certificate issued after the date of Notification shall ONLY be considered to be valid.

D. MODE OF SUBMISSION OF APPLICATION:
i. Application to be submitted on plain paper mentioning name, residence, category (if any) etc.(sample application form has been provided hereunder).
ii. The application shall be only on off line mode i.e. the applicant has to submit the application by hand at the office of Siliguri Jalpaiguri Development Authority within the time schedule as mentioned in this notice. Late submission of the applications after last date shall not be entertained.
iii. Filled up application forms shall be received at SJDA office, at Himanchal Vihar (near Passport Laghu Sewa Kendra) & at Jalpaiguri Office of SJDA (near Jalpaiguri Sadar Hospital) from 11:00 a.m. to 05:30 p.m.
iv. Receipt of the application shall be issued with time stamp.
v. Last date of submission of application is 15.01.2026

SAMPLE APPLICATION FORM
Application for allotment of EWS Flats at Kawakhali by SJDA

i. Name :
ii. Name of Spouse :
iii. Fathers' Name :
iv. Date of Birth :
v. Occupation :
vi. Category (please specify) : General/ SC/ ST/ OBC /Differently-abled person/ Woman / Minority
vii. Monthly Family Income :
viii. Permanent Address :
ix. Village / Town :
x. Block Name/ Municipality :
xi. District Name (Darjeeling/ Jalpaiguri) :

Signature of applicant

E. LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION:
i. income certificate (in original)
ii. Voter card (copy)
iii. Ration card (copy)
iv. Aadhar card (copy)
v. Residential Certificate
vi. Caste Certificate SC/ST/OBC etc.(if applicable).
vii. Certificate of Person with Disability (if applicable)

F. However, in case the number of short listed applicants is more than the total number of EWS units in the project, the undersigned shall carry out a draw through a lottery system in a transparent manner to select the potential list of beneficiaries including an additional 15% to 20% for back up list (Reserve list)

CATEGORY WISE LIST OF AVAILABLE DWELLING UNITS ARE AS FOLLOWS:

Category	SMC (a)	Matigara Block (b)	Rajganj Block (c)	Kranti Block (d)	Mal Block (e)	Jalpaiguri Sadar Block (f)	Naxalbari Block (g)	Phansidewa Block (h)	Khoribari Block (i)	Jalpaiguri Municipality (j)	Mal Municipality (k)	Maynaguri Municipality (l)
General	13	02	...	...	...	01	04	...	02	02	...	01
SC	01	...	...	...	...	...	01	...	...	...	...	...
ST	02	...	...	01	02	...	...	...	...	...	...	...
Women	03	...	03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Minority	03	01	02	01	...	...	...	...	...	...	...	...
Transgender	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
OBC	...	...	...	01	...	...	...	...	...	...	...	...
PH	01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Senior Citizen	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	23	03	05	03	02	01	05	00	02	02	00	01

Total no. of Dwelling units- 47

H. MODE OF PAYMENT BY THE BENEFICIARIES AND POSSESSION :
a. The lease value of each dwelling Unit is fixed at Rs 3,00,000/- (Three Lakhs).
b. Possession shall be handed over only after receipt of entire lease value.

I. LOCKIN PERIOD
The beneficiary will NOT be able to sell/ rent/ lease the unit for a period of 10 (ten) years from the date of signing the sale/ assignment agreement.

Sd/-
Chief Executive Officer,
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
&
Member Convenor

NOTICE

E-Tender are invited for providing 01 (One) Vehicle on monthly hired basis Vide NIeT No. DH&FWS/14 of 2025-26. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

NOTICE INVITING-TENDER

N.I.T. NO.- KMG/BDO/18/25-26, KMG/BDO/19/2025-26, KMG/BDO/20/2025-26 (APAS), Dated : 04/12/2025
Last date of application 12/12/2025 at 2.00 pm
For details information please visit to the office of the undersigned

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

TENDER

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for Post DLP Maintenance Works through eMarg Module vide eNIT No. WBSRDA/PDLP/14 OF 2025-26 (1st Call). Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in.** on & from 05.12.2025 at 10:00 hours. Last date for e-submission stands 03.01.2026 up to 16.55 Hrs for the aforesaid NIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৪৪-এপি-১-২০২৫। কাজের নাম: "আলিপুরদুয়ার ডিভিশন - ৫ বছর সময়ের জন্য গ্রীস সরবরাহের সাথে ট্র্যাক ভিত্তিক গেজ ফেস লুব্রিকেটর (ইলেকট্রনিক টাইপ)-৮২ সেট (৩ ডিগ্রির উপরে) সরবরাহ এবং কমিশনিং।" টেন্ডার মূল্য: ৮,৮৪,৮৯,২৯৯.৬০ টাকা; বায়নার ধন: ৫,৯২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসি না থাকা একটি বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিইএম/২০২৫/বি/৬৯৫৭১৪১ তারিখ: ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: [illegible] টেন্ডার মূল্য: ১২,৩৫,৭৮৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২৪,৬৬০/- টাকা। [illegible] ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৬.০০ ঘণ্টা এবং খোলা হবে [illegible] ১৬.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিএমই/ক্যারিজ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: [illegible] তারিখ: [illegible]-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] ই-টেন্ডার রাশি: [illegible] টাকা। [illegible] ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট্রি), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৯/২০২৫-২৬, তারিখ: ০১-১২-২০২৫। [illegible] **বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০১-২০২৬।** [illegible] ... শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি অঞ্জন দাস, গ্রাম-ডোডেয়ারহাট, পো-খরিজা কাকড়িবাড়ী, থানা-পুণ্ডিবাড়ী, জেলা-কোচবিহার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB-63 2001 0868108, ভুলক্রমে পিতার নাম Surendra Chandra Das এর স্থলে S.C. Das নথিভুক্ত আছে। 20/11/2025 কোচবিহার সদর S.D.E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি Surendra Chandra Das ও S.C. Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

e-Tender Notice

Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-006/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 01:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e-Tender Notice

Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-005/2025-26 (3rd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 11:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/12/2025-2026. Dt. 28.11.2025. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and the office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar – I Dev. Block

W.B.C.A.D.C SILIGURI–NAXALBARI PROJECT

P.O. MATIGARA, DIST–DARJEELING
E-Tender Notice No. 01/2025-26 dt. 04.12.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for the following works: Construction of Care Taker Room cum Staff Quarter for WBCADC Guest House at Matigara. Tender ID : 2025_PRD_965900_1. The intending tenderers are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 06/12/2025.

Sd/- Officer-In-Charge
WBCADC S-N Project

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

সূত্রঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Abdul Haque, পিতা Nasiruddin, ঠিকানা - চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, ইসলামপুর মহকুমা আদালতের Affidavit দ্বারা Abdul Haque নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - 11AC 213061 Dated 26.11.25. Md Abdul Haque ও Abdul Haque একই ব্যক্তি। (C/119473)

●

আমি, Nur Islam Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Nurul Seikh থেকে Nur Islam Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

●

I, Labana Singh Parvin, W/o Md Afjal Hossain, D/o Bijoy Singh on 4/12/25 by affidavit at Alipurduar court it is declared that Labana Singh & Labana Singh Pravin is same & one identical person.

(C119483)

●

আমি, Faridul Hoque Patowary, ঠিকানা - Vill. Chhartondu, P.O.- Sulkapara, P.S.- Nagrakata, Dist. Jalpaiguri নিবাসী ঘোষণা করছি যে আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানরা আমাদের পূর্বের Haque Patowari উপাধি ব্যবহার ত্যাগ করছি। তার পরিবর্তে Hoque Patowary উপাধি গ্রহণ করছি। এখন থেকে আমার পদবি Haque Patowari নয়। Hoque Patowary উপাধি দ্বারাই পরিচিত হই। 17.11.2025 তারিখ EM, Mal কোর্টের আদেশাবলে এখন থেকে সকল রেকর্ডে, ঘোষণাপত্রে, লেখালেখিতে এবং সকল কাজে ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারিভাবে আমার পূর্বতন Faridul Haque Patowari পরিবর্তে Faridul Hoque Patowary ব্যবহৃত হবে। (C/119181)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিপুল কেশরী, পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, গ্রাম : দক্ষিণ জিৎপুর, পো : ভোলারডাবড়ি, জেলা : আলিপুরদুয়ার। তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম জিৎপুর মৌজার অন্তর্গত আমার পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, পিতা : রাইমোহন কেশরীর নামে জোত জমির একটি দলিল হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9153731588.

(C/118757)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ! বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি বাসিদের জন্য। 9163272406. (K)

●

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

Application are invited from the willing Graduate/12 class Passed along with degree/diploma in Special Education for recruitment & making panel of Special Teacher for Uttaran Special School within 10.12.2025 by E-mail nbhrsslg@gmail.com

ভাড়া

Rent for 1200 sq.ft & 900 sq.ft at Bidhan Road, Siliguri. (M) 9593449707. (C/119167)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Nur Hossain Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (আমি) Nur Hossain Sekh থেকে Nur Hossain Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
DHURANDHAR
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt & Others
Time : 1.00, 4.45 P.M.
(2 Shows daily)

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
*ing : Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshay Khanna, R Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun
Time : 11:30A.M., 3:15 & 7:00 P.M.
A.C/ Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
SHOW TIME 11.00 AM, 1.30 PM BENGALI (U/A)
TERE ISHK MEIN SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (A)

আজ টিভিতে

বিজিতের মুখোমুখি তটিনী ও পরশুরাম। প্রকাশ হতে চলেছে কোন শক্তি? **পরশুরাম-আজকের নায়ক** রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অমানুষ, দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মিস কল, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলব
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ অপরাধী, দুপুর ১২.৩০ জোশ, বিকেল ৩.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ বরকনে, দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.৩০ মঙ্গলদীপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তুফান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা
জি ক্লাসিক : সকাল ৯.২৮ কল আজ অওর কল, দুপুর ১২.৪৮ খানদান, বিকেল ৪.১৫ নফরত কি আঁধি, সন্ধে ৭.০০ কুলি, রাত ১০.৩৯ কবিলা
জি বলিউড : বেলা ১১.১০ খলনায়ক, দুপুর ২.২৩ রাজা কি আয়েগি বরাত, বিকেল ৫.০২ কোহরাম, রাত ৮.০০ নসীব, ১১.৩২ ইজ্জত
এমএনএক্স : দুপুর ২.০৮ দ্য ম্যাট্রিক্স রেজারেকশনস, বিকেল ৪.৩৩ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, রাত ৮.০২ হট টাব টাইম মেশিন, ১১.৫৩ থ্রি ডেজ টু কিল
রমেডি নাউ : বিকেল ৫.৪৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, সন্ধে ৭.৩২ ল' অফ অ্যাট্রাকশন, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, ১০.৩৮ ব্রেকিং আপ

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

কুলি সন্ধে ৭.০০
জি ক্লাসিক

সেভেন ওয়ান্ডার্স, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। প্রণয়ে জটিলতা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। অতি ভোজনে সমস্যা। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে মতান্তরে মন খারাপ। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অর্থাগমে খুশি। কর্কট : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি। সিংহ : পুরোনো সমস্যা ফিরে আসায় দুশ্চিন্তা। দাম্পত্যের অশান্তি বাইরের কাউকে বলে সমস্যায়। কন্যা : হঠাৎ কাজে বাধা পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সাফল্যে ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। বৃশ্চিক : মায়ের সঙ্গে মতান্তর ও মানসিক যন্ত্রণা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন মানুষের বাড়িতে আগমন। ধনু : জীবাণু সংক্রমণে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। মকর : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। কুম্ভ : কাজ করার ক্ষেত্রে আজ অনীহা আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ আনন্দ দেবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮ অঘোন, সংবৎ ১ পৌষ বদি, ১৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।৫৮। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১।৩১। সিদ্ধযোগ দিবা ১০।১০। বালবকরণ অপরাহ্ন ৪।৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৫৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।৩১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৪৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৫৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।৫৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৮ গতে ৯।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৩১ গতে যাত্রা শুভ, রাত্রি ১১।২২ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ২।৫৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যায়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৩১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।৩১ গতে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৯।৪৮ গতে ১২।১১ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।২১ গতে শেষরাত্রি ৬।৯ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

"Her gentle presence was our quiet strength, and her love will remain our guiding light."

With profound sorrow, we announce the demise of

Smt. Krishna Neotia

wife of **Late Shri Vinod Neotia** and

beloved mother of **Shri Harshavardhan Neotia**

Her kindness, warmth, and gentle presence shaped our lives with quiet grace, and her absence leaves a void that words cannot fill

The values she lived with, and the love she shared, will continue to guide us forever

In loving remembrance:

Gayatri Neotia
Harshavardhan & Madhu Neotia
Smriti & Gautam Morarka
Shraddha Neotia
Parthiv & Mallika, Paroma
Priyanka, Pranay, Ishani & Kartikeya
and the extended Ambuja Neotia Parivaar

Prayer Meet

7th December | 4:00–5:30 PM

Residence: 7/2 Queens Park, Ballygunge, Kolkata –700 019

In Loving Memory

SMT. KRISHNA NEOTIA

(24th January 1941 – 2nd December 2025)

AmbujaNeotia

ভোট গেলেই প্রতিশ্রুতি উধাও

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ভোট এলেই মেলে নানা প্রতিশ্রুতি আর ভোট মিটলেই প্রতিশ্রুতি উধাও হয়ে যায়। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া উত্তর একতিয়াশাল এলাকায় ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন এলেই জনপ্রতিনিধিরা নানা আশ্বাস নিয়ে হাজির হন। রাস্তা মেরামত থেকে নিকাশি ব্যবস্থা, এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পথবাতি বসানো সবকিছুই থাকে প্রতিশ্রুতির লম্বা তালিকায়। কিন্তু ভোট মিটলেই তাঁদের আর দেখা মেলে না।

ওই এলাকায় গিয়ে দেখা যায় এলাকার বেশিরভাগ রাস্তাই বেহাল। ড্রেনগুলিতে জমে রয়েছে বহুদিনের জমা জল, তাতে কিলবিল করছে মশার লার্ভা। এলাকার যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে আবর্জনা। এক মহিলা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'একদিকে ড্রেনের দুর্গন্ধ আর রাস্তায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা, নাকে রুমাল ছাড়া চলা দায়।' স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাঙাচোরা রাস্তার জন্য এলাকায় টোটো পর্যন্ত ঢুকতে চায় না।

> ভোটের সময় নেতারা এসে বলেছিলেন, নির্বাচনের পরেই রাস্তা তৈরি হবে। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও কোনও কাজ শুরু হয়নি।
>
> **সত্যেন বর্মন** *স্থানীয় বাসিন্দা*

এলাকার বাসিন্দা সত্যেন বর্মন বলেন, 'ভোটের সময় নেতারা এসে বলেছিলেন, নির্বাচনের পরেই রাস্তা তৈরি হবে। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও কোনও কাজ শুরু হয়নি। অল্প বৃষ্টিতেই এলাকায় জল দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়িঘরে নোংরা জল ঢুকে যাওয়ায় রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। বহুদিন ধরে এলাকার নর্দমাগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে না। বহুবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

ডাবগ্রাম-২'এর বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমি আমার পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতিটি পঞ্চায়েত সদস্যকে তাঁদের এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দ করে দিয়েছি। ইতিমধ্যে ওই এলাকায় একটি নতুন রাস্তা হয়েছে। বাকিটা ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জানেন। আমি তো জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিইনি। যিনি বা যে দলের লোক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরা জানেন।'

ওই এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা তিলোত্তমা রায় এদিন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর পরিবারের এক সদস্য জানান, তিনি পার্টির মিটিংয়ে গিয়েছেন। তিলোত্তমার ফোন নম্বর চাইলে তিনি জানান, তাঁর ফোন খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আয় সবে হাত ধরি।। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বিশেষজ্ঞ দল

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরি হয়েছে চার বছর আগে। কিন্তু এখানে এখনও পেডিয়াট্রিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, ক্যাথ ল্যাব, কার্ডিও থোরাসিক সার্জারির মতো সুপারস্পেশালিটি চিকিৎসা পরিষেবা বলতে কিছুই চালু হয়নি। বরং মেডিকেলের পুরানো ভবন থেকে একটি একটি করে বিভাগ তুলে নিয়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বসিয়ে সচল দেখানো হচ্ছে। মেডিকেলে কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসচিব সমস্ত স্তরের প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশের পরেও কেন সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলি চালু হচ্ছে না, মেডিকেলের চিকিৎসকরাই সেই প্রশ্ন তুলছেন। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি সুপারস্পেশালিটি ব্লক এবং ট্রমা কেয়ার ইউনিট পরিদর্শনে আসেন। সন্ধ্যায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ, পূর্ত দপ্তর সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকও করেন।

২০২১ সালে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শেষ করে মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এখানে ক্যাথ ল্যাব সহ প্রচুর চিকিৎসা সরঞ্জামই আসেনি। কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, বার্ন ইউনিট, পেডিয়াট্রিক সার্জারির মতো সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলিও চালু হয়নি। তবে এরই মধ্যে ছ'তলা ভবনের সব তলার ফলস সিলিং খুলে পড়েছে। ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। একাধিক দেওয়াল নষ্ট হওয়ার মুখে। বর্তমানে এখানে চলছে ইউরোলজি, সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সহ একাধিক বহির্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, এমআরআইয়ের মতো বিভাগগুলি। অথচ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে এমন অনেক বিভাগই থাকার কথা নয়। অথচ পুরানো ভবন সংস্কারের নামে সেখানকার একের পর এক বিভাগ এই নতুন ভবনে নিয়ে আসা হচ্ছে।

পরিদর্শনের পর বৈঠকে বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার।

রিপোর্ট তলব

- চার বছরেও চালু হয়নি পেডিয়াট্রিক সার্জারির মতো একাধিক সুপারস্পেশালিটি বিভাগ
- যদিও সুপারস্পেশালিটি ব্লকে রয়েছে ইউরোলজির মতো বিভাগগুলি
- সুপারস্পেশালিটি ব্লক পরিদর্শন, সমস্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলের

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে ডাঃ শুভ্র ভট্টাচার্য এবং ডাঃ রজত চৌধুরী সুপারস্পেশালিটি ব্লক ঘুরে দেখেন। তাঁরা মেডিকেলের পুরানো ভবনে থাকা ট্রমা কেয়ার ইউনিটের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেছেন। সন্ধ্যায় কলেজ অধ্যক্ষের অফিসের সভাকক্ষে বৈঠকে বসেন। সুপারস্পেশালিটি ব্লক পুরোদমে চালু করতে কী কী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, সেসব বিষয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট নেন। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'ক্যাথ ল্যাব নেই। ফলস সিলিং মেরামতির জন্য পর্যাপ্ত টাকা নেই। সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নেই। ট্রমা কেয়ার ইউনিটেও একই পরিস্থিতি। সেখানেও ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়ার মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। সমস্তটাই ওই প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়েছে। তাঁরা সমস্ত রিপোর্ট নিয়েছেন। আশা করছি এবার কাজ হবে।'

চিতাবাঘের সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি

বাগডোগরা, ৪ ডিসেম্বর : প্রায় এক মাস হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চিতাবাঘের কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এদিকে, স্থানীয়দের মধ্যে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াতেই বন বিভাগের তরফে খাঁচা পাতা হয়েছিল। যদিও চিতাবাঘ সেই খাঁচায় ধরা পড়েনি। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে আদৌ চিতাবাঘ রয়েছে কি না, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালান। পটকা ফাটিয়ে ক্যাম্পাসে থাকা চা বাগানে তল্লাশি চালিয়েও চিতাবাঘের কোনও হদিস মেলেনি।

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'ক্যাম্পাসের চা বাগানে তল্লাশি চালিয়েছি। কোথাও চিতাবাঘের খোঁজ মেলেনি।' তিনি জানান, অনুমান করা হচ্ছে চিতাবাঘটি পাশের নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে অথবা উত্তরা টাউনশিপে চলে গিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া গোঁসাইপুর লালমনজোতে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেখানেও চিতাবাঘের খোঁজ চলছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চা বাগানের জঙ্গল নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন সোনম। তাঁর কথায়, 'ক্যাম্পাসে চা বাগানে জঙ্গল থাকা মানে, বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো।' ক্যাম্পাসে থাকা চা বাগানটি পরিচর্যা না হওয়ায় সেখানকার গাছগুলি প্রায় ১০ থেকে ১২ ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বনকর্মীরা জানান, এই জঙ্গলে চিতাবাঘ কেন, হাতি ঢুকলেও বোঝার কোনও উপায় নেই।

৩২টি মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ডিসেম্বর : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট থেকে সন্দেহজনক দুটি লরি আটক করে পুলিশ। সেগুলিতে তল্লাশি চালাতেই ১৬টি করে মোট ৩২টি মোষ উদ্ধার হয়। লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় দুটি লরির চালককেই গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রঞ্জিতপ্রসাদ গুপ্ত এবং রাজ গুপ্ত মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা। লরি দুটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, এদিনই ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

ভোটের আগে সতর্ক অনীতরা

'একলা চলো'র বার্তা পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে 'জল মেপে পা ফেলতে' চাইছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)! একাধিকবার এনিয়ে গুঞ্জন থাকলেও, বৃহস্পতিবার মিরিকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিদর্শনে গিয়ে অনীত থাপা যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে 'একলা চলো'র বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। কেননা অনীতের এদিনের মন্তব্য থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, জোটে থাকলেও ভোটের আগে তৃণমূলের সঙ্গে প্রকাশ্যে দূরত্ব বাড়াতে চাইছে বিজেপিএম। সমতলের কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়লে পাহাড়ের মানুষ যে ভোট দেবেন না, সেটা ২০১৯ সাল থেকে একের পর এক ভোটে ভরাডুবির পর এটা বেশ বুঝছেন অনীতরা। আর সেই কারণের পাহাড়ের মানুষের মন ফের জয় করতে ভোটের কয়েকমাস আগে থেকেই একলা চলার বার্তা দিচ্ছেন অনীত।

এদিন অনীত বলেন, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা পাহাড়ের তিনটি আসনে একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার পাহাড়ের তিনটি আসনেই জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। গত পঞ্চায়েত, জিটিএ ভোটেও একাই লড়ে জয়ী হয়েছি। তাই বিধানসভা ভোটেও একাই লড়ব।'

২০১৭ সালে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলের হাত ধরে পাহাড়ের শাসন ক্ষমতার দখল নিয়েছিলেন বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা। পরে ২০১৯ সালে দার্জিলিং বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থনে প্রার্থী হন বিনয়। সেই ভোটে বিজেপি প্রার্থীর কাছে তিনি বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। ওই বছর লোকসভা ভোটেও দার্জিলিং আসনে তৃণমূলের প্রতীকে বিনয়-অনীতের পছন্দের অমরসিং রাই প্রার্থী হন। যদিও পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা আসনে বিজেপির চেয়ে অনেক কম ভোট পেয়েছিলেন এই প্রার্থী। তারপরে ২০২১ সালে বিনয়-অনীত জুটি তৃণমূলের সঙ্গে থেকেই পাহাড়ে প্রার্থী দিয়েছিল। পাহাড়ের তিনটি আসনেই তৃণমূল এই জুটিকে সমর্থন করে কোনও প্রার্থী দেয়নি। কিন্তু সেবার কালিম্পংয়ে জিতলেও বাকি দুটি বিধানসভায় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি এই জুটি। ২০২৪ লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের প্রতীকে প্রার্থী হওয়ায় গোপাল লামাকে পাহাড়ের মানুষ ভোট দেননি।

> আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা পাহাড়ের তিনটি আসনে একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার পাহাড়ের তিনটি আসনেই জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। গত পঞ্চায়েত, জিটিএ ভোটেও একাই লড়ে জয়ী হয়েছি। তাই বিধানসভা ভোটেও একাই লড়ব।
>
> **অনীত থাপা**

তাই এবার আগে থেকেই সতর্ক অনীত। কয়েকদিন আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা পাহাড়ের তিনটি আসনে 'মোমবাতি' প্রতীকে লড়বেন। দু'দিন আগে কলকাতা থেকে ফেরেন অনীত। রাজনৈতিক কারণে তাঁর এই সফর ছিল কি না, এই বিষয়ে প্রশ্ন করতেই অনীতের জবাব, 'পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। পাহাড়ের মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' যদিও অনীতের একলা চলার বার্তার পরেও আগামী বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে ঠিক কোন সমীকরণ কাজ করে, সে দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

ভোট বয়কটের হুমকি পাহাড়ের গাড়িচালকদের

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : পাহাড়ে যানজট সমস্যা মেটানো সহ অন্য দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়ায় '২৬-এর বিধানসভা ভোট বয়কটের হুমকি দিল পরিবহণ মালিক ও চালকদের সংগঠন। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে একটি বৈঠক শেষে সংগঠনগুলির যুক্ত মঞ্চের আহ্বায়ক পাসাং শেরপা ভোট বয়কটের বিষয়টি জানান।

তাঁর কথায়, 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) দেড় বছর আগে পাহাড়ের যানজট সমস্যা মেটাতে ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটি তৈরি করেছে। কিন্তু সেই কমিটি গঠনের পর থেকে একটিও বৈঠক হয়নি। দার্জিলিং সহ পাহাড়ের যানজট সমস্যা মেটাতে কোনও পদক্ষেপ হয়নি।' তিনি আরও জানান, গাড়িচালকদের সমস্যাগুলিও যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গিয়েছে। বাইরের গাড়ি পাহাড়ে চষে বেড়ানোয় এখানকার পরিবহণকর্মীদের ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম। সমস্যা না মিটলে আগামী ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যদিও সংগঠনের এমন বক্তব্য মানতে নারাজ জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। তাঁর পালটা বক্তব্য, 'পরিবহণকর্মীদের দাবিদাওয়া একদিনে পূরণ করা সম্ভব নয়, এর জন্য সময় দিতে হবে।' আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এই সমস্যা মিটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বেশ কয়েকদিন ধরে পাহাড়-সমতলের গাড়িচালকদের মধ্যে চাপানউতোর চলছে। গত শনিবার এনজেপি স্টেশনের বাইরে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমতলের পরিবহণ এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলিও একজোট হয়ে বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে। তারা জানিয়েছে, ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা না করলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

এর পরেই বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলন (জিডিএনএস) সভাকক্ষে পাহাড়ের সমস্ত গাড়িচালক ও মালিক সংগঠন বৈঠকে বসে। সেখানে দার্জিলিংয়ের ১০০টিরও বেশি পরিবহণ সিন্ডিকেটের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। এই বৈঠক শেষে সংগঠনগুলির যুক্ত মঞ্চের আহ্বায়ক পাসাং শেরপা দাবি করেছেন, 'পাহাড়ের সমস্ত দর্শনীয় স্থানে শুধুমাত্র স্থানীয় গাড়িগুলিকেই ছাড়পত্র দিতে হবে। বাইরের কোনও গাড়িকে দর্শনীয় স্থানগুলিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।'

পাহাড়ের গাড়িচালক সংগঠনের অভিযোগ, দার্জিলিং, ঘুম, জোড়বাংলো, সোনাদা সহ গোটা পাহাড়েই যানজট তীব্র সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে। এর জেরে পর্যটনের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া রোহিণী রোড দু'মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। সেই রাস্তা দ্রুত চালু করার কোনও চেষ্টাই হচ্ছে না। সব বিষয়গুলি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডে অস্বাস্থ্যকর ছবি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের মধ্যে থাকা জলাধারের নীচের জায়গাটিতে একসময় সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে সেই জায়গাটি আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সেখানে ভাঙা নির্মাণসামগ্রীও ফেলা হচ্ছে। অভিযোগ, সব দেখেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

তবে এখানেই শেষ নয়, সুযোগ বুঝে অনেকেই ওই জায়গাটি শৌচকর্মের জন্য ব্যবহার করছেন। ফলে সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এমনকি ওই অংশে একসময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তরফে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা লাগানো হয়েছিল। এখন সেগুলিও সব উধাও হয়ে গিয়েছে।

টার্মিনাসের একেবারে মধ্যিখানে থাকা জলাধারের নীচের জায়গায় এধরনের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন টার্মিনাসে আসা মানুষজন। বুধবার জলাধারের নীচের ওই জায়গায় যেতেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। এ নিয়ে টার্মিনাসে আসা অঞ্জনা দাস বললেন, 'টার্মিনাসে প্রচুর মানুষের যাতায়াত। সরকারের তরফে যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলা হচ্ছে, তখন টার্মিনাসের এই জায়গাটি এমন অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে।' একই কথা বলছিলেন টার্মিনাসে আসা আর এক যাত্রী বিপ্লব দাস। তাঁর বক্তব্য, 'জলাধারের আশপাশে বসার জায়গা থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে বসার কোনও উপায় নেই। সারাক্ষণ মশা-মাছি ঘুরে বেড়ায়। পরিষ্কার করতেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না।'

যাত্রীদের অভিযোগ, অনেক সময় আশপাশের ব্যবসায়ীরাও এই জায়গায় এসে আবর্জনা ফেলে দিয়ে যান। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বললেন, 'আবর্জনা ফেলার প্রবণতার বিষয়টা আমাদেরও নজরে এসেছে। আমরা বিষয়টা দেখছি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ট্যাংকারে আগুন

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : নেপালের একটি তেলের ট্যাংকারে আগুন লাগার ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়াল এনজেপি সংলগ্ন আইওসি এলাকায়। আইওসি গেটের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাংকারে আগুন দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েলের কর্মীরা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নিয়ে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও দমকল আসার আগেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আগুন। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

স্থানীয়রা জানান, ট্যাংকারের পেছনের চাকা খোলা হচ্ছিল, সেই সময়ই হঠাৎ করে তা ফেটে গিয়ে আগুন লাগে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

পুরোনোরাই 'নতুন' চেয়ারে

হলদিবাড়ি পুরসভায় বিদ্রোহ

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : দলের নির্দেশ অমান্য করে হলদিবাড়ি পুরসভার নতুন বোর্ডে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে ফের শপথ নিলেন বিদায়ি চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস। এই ঘটনায় কোচবিহার জেলা তৃণমূলে হইচই পড়ে গিয়েছে। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী জানিয়েছেন, হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান দলের নির্দেশ অমান্য করেছেন। দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যের অন্য পুরসভার মতো হলদিবাড়িতেও নতুন পুর বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে। বহু টালবাহানার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাঁরা পদত্যাগ করেন। গত মাসের ২০ তারিখ বোর্ডের সভায় সকলের উপস্থিতিতে পুরসভার এগজিকিউটিভ রঞ্জিত দাসের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তাঁরা। সেই অনুযায়ী ১৪ দিনের মাথায়, বৃহস্পতিবার নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে আগের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানই আবার ওই দুটি পদে শপথ নেওয়ায় হইচই পড়ে যায় হলদিবাড়িতে। তৃণমূলের অন্দরেও ব্যাপক কানাঘুষো শুরু হয়।

এদিন পুরসভার চেয়ারম্যানের ঘরে নতুন বোর্ড গঠনের সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে হেড ক্লার্ক ইন্দ্রজিৎ সিনহা ও এগজিকিউটিভ রঞ্জিত দাস ও সাতজন কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। গরহাজির ছিলেন সৌরভ ও পপি এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পূরবী চক্রবর্তী। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিখিল দত্ত শংকরকে চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব দেন। এরপর শংকর নিজে অমিতাভকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সকলে তাতে সম্মতি জানান। ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিশেষ কাজের জন্য সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ফোনে নিজের সমর্থন জানান। ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুমি দে চেয়ারম্যান পদে শংকরকে এবং শংকর ভাইস চেয়ারম্যান পদে অমিতাভকে শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হতেই হইচই পড়ে যায় পুরসভা থেকে তৃণমূলের অন্দরে। দলবিরোধী কাজের অভিযোগ তোলা হয় চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। সভায় উপস্থিত পুরসভার কাউন্সিলাররা অবশ্য দাবি করেছেন, পুরসভা ও দলের স্বার্থেই তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সরকার

এক ফ্রেমে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান।

ও নিখিল দত্ত জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পরিবর্তন করা হলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে পুর এলাকার ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

চেয়ারম্যান পদে শপথ নেওয়ার পর শংকর নির্দেশ অমান্যের প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন, 'অধিকাংশ কাউন্সিলারের সিদ্ধান্তের কারণেই আমি আবার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছি। সকলকে নিয়েই পুর এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি সংগঠন বাড়াতে গুরুত্ব দেব।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দল বেঁধে।। নকশালবাড়িতে মেচির পাড়ে অচিন্ত্য গুপ্তের ক্যামেরায়।

স্কুলে ঢুকে ছাত্র পেটাল বহিরাগতরা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করার প্রতিবাদ জানানো এবং তার জেরে দুই ছাত্রের বিরোধে উত্তেজনা ছড়াল ওকরাবাড়ি আলাবকস হাইস্কুলে। শুধু তাই নয়, নবম ও দশম শ্রেণির দুই ছাত্রের কথা কাটাকাটি এবং হাতাহাতির ঘটনায় বহিরাগতরা স্কুলে ঢুকে এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করে। স্কুলে মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের সময় শিক্ষকদের সামনে এমন ঘটনা ঘটলেও তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। এমনকি, স্কুলের তরফে পরবর্তীতে ঘটনাটি 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে জানানো হয়েছে।

ওই ঘটনায় বহিরাগতদের মারে জখম দশম শ্রেণির ছাত্র দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলে মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের সময় সেখানে শিক্ষকদের উপস্থিত থাকার কথা। তাঁদের সামনে এমন ঘটনার সময় তাঁদের ভূমিকা কী ছিল? শুধু তাই নয়, স্কুলে এভাবে বহিরাগতরা ঢোকায় ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাই বা কোথায়?

ছাত্রছাত্রীদের থেকেই জানা গিয়েছে, এদিন বিদ্যালয়ে ফর্ম ফিলআপ চলছিল। সেইমতো বিদ্যালয়ে এসেছিল নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। অভিযোগ, ওই সময় দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করে নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র। দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র তার তীব্র প্রতিবাদ করলে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। একসময় তা হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। গোলমাল চলাকালীনই নবম শ্রেণির এক ছাত্র বাইরে থেকে কয়েকজনকে ডেকে আনে। তারা এসে দশম শ্রেণির ছাত্রদের উপর চড়াও হয়। তাদের মারেই জখম হয় দশম শ্রেণির ছাত্রটি।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে আহত ছাত্র। বৃহস্পতিবার।

এদিন স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির ফর্ম ফিলআপ ও অন্য ক্লাসের পরীক্ষা চলছিল। সেখানে শিক্ষকরা গার্ড দিচ্ছিলেন। তবে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলে সেই সময় ছিলেন না। প্রধান শিক্ষক পরে দেড়টা নাগাদ স্কুলে আসেন। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেবের কথায়, 'সেরকম বড় কিছু ঘটেনি। শুনেছি দুজন ছাত্রের মধ্যে মারপিট হয়েছে। যদিও এনিয়ে কেউই আমার কাছে লিখিত অভিযোগ করেনি। করলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্কুলে থাকা শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষককে কেন ঘটনার কথা জানাননি, এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, হাসপাতালে ভর্তি ওই ছাত্র জানায়, এদিন নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি হয়েছিল। ওই ছাত্র বাইরে থেকে কয়েকজন বহিরাগত নিয়ে এসে আমাকে মারধর করে। ওদের হাতে ব্লেডও ছিল। তবে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রের নাম আমার জানা নেই।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দশম শ্রেণির এক ছাত্র জানায়, কথা কাটাকাটির মাঝেই বহিরাগতরা স্কুলের মধ্যে ঢুকে তাদের মারধর করে। শিক্ষকরা সামনে থেকে সব দেখলেও পদক্ষেপ করেননি।

আহত ছাত্রের কাকা নারায়ণ বর্মন বলেন, 'আমরা প্রধান শিক্ষককে বললেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখেননি। আমার ভাইপো এক ছাত্রীকে কটূক্তি করার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তার জন্য বহিরাগতরা স্কুলে ঢুকে তাকে মারধর করবে? '

কম্পনে সর্বোচ্চ ঝুঁকি উত্তরে

পাহাড় মূলত ডালিং ও দামুদা সিরিজের হয়। ডালিং অর্থাৎ নবীন, ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু পাথর দিয়ে তৈরি পাহাড়। এগুলো প্রতিনিয়ত নিজের উচ্চতা পরিবর্তন করছে। হিমালয় পাহাড় এর অধীনেই পড়ছে, যা ইন্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটের ওপর দাঁড়িয়ে। এই প্লেট প্রতিবছর ইউরেশিয়ান প্লেটকে ধাক্কা মারছে।

যথেচ্ছ নির্মাণ ও বৃক্ষচ্ছেদনে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গ। যেন ঢেলে সাজানো হয়েছে ডুয়ার্স, পাহাড়কে। সেই জনপদের শিয়রে এবার নতুন শঙ্কা।

ভারতীয় মান নির্ণায়ক সূচক (বিআইএস)-এর সাম্প্রতিক ঘোষিত ‘সিসমিক জোন’ (ভূমিকম্পপ্রবণ)-এর ম্যাপে ‘সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ (জোন ৬) হিসেবে চিহ্নিত হল তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও কালিম্পংকে। একই তালিকায় নাম লিখিয়েছে সিকিমও। এই জায়গাগুলো আগে সিসমিক জোনের ম্যাপে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে ছিল। নয়া ম্যাপ প্রকাশ হতেই উদ্বেগের সুর শোনা যাচ্ছে পরিবেশবিদ, ভূবিজ্ঞানীদের গলায়। বিষয়টিকে রেড অ্যালার্ট হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাপের যে জোনে ওই এলাকা অন্তর্ভুক্ত, রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে, এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে প্রশাসনকে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেশি হতে পারে। অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এ রাজ্যের কালিম্পং ও পড়শি সিকিমের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো। পাহাড়ে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে আরও সাবধানী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বলছেন, নির্মাণের জন্য আরও কঠোরভাবে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া উচিত এখনই।

পদ্মশ্রীপ্রাপক পরিবেশবিদ শিলিগুড়ির একলব্য শর্মার বক্তব্য, ‘আমি বিআইএসের রিপোর্টটি দেখেছি। অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন। পাহাড় ও তরাইয়ে চারতলার বেশি উঁচু ভবন নির্মাণ করা যাবে না। উন্নয়নমূলক কাজ যেন নিয়ম মেনে প্রযুক্তির সাহায্যে হয়। আমাদের পাহাড়ে এখনও প্রচুর গাছ রয়েছে, কিছুটা হলেও সেটা ভূমিধস রোধে সহযোগিতা করবে। তবে, বৃক্ষচ্ছেদন রুখতে হবে অবিলম্বে।’

ছয়টি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করে ২৪ নভেম্বর বিআইএস সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, তরাই ও ডুয়ার্সকে ‘সিসমিক জোন ৬’ হিসেবে ঘোষণা করে। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, সেটা বদলে হয়েছে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। যে ছয়টি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে তালিকাটি তৈরি হয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম পাহাড়ে মাথা তোলা উঁচু বিল্ডিং, পাহাড় কেটে একের পর এক নির্মাণ, ঝোরা ও পাহাড়ি নদীর গতিপথ পরিবর্তন। পরিবেশবিদরা মনে করছেন, সিকিম-রংপো রেলপ্রকল্প যদি ভূমিকম্পরোধক প্রযুক্তি মেনে তৈরি না হয়ে থাকে, তবে সেটিও বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির অধ্যাপক কৌশিক সাহা বলছিলেন, ‘আগের তুলনায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কিন্তু বেড়ে গেল। শিলিগুড়িতে ব্যাংয়ের ছাতার মতো বহুতল তৈরি হচ্ছে মূল রাস্তা থেকে অলিগলি, মর্জিমতো কাজ চলছে। জলাভূমির ওপর বিল্ডিং হচ্ছে। অথচ বহু জায়গার মাটি কিন্তু খুব বেশি শক্তিশালী নয়। পাহাড়ের ঢালে বাড়িঘর, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ তৈরির আগে ভাবতে হবে। ধস নামার সম্ভাবনা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত বর্ষাকালে এখানে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।’

পাহাড় মূলত ডালিং ও দামুদা সিরিজের হয়। ডালিং অর্থাৎ নবীন, ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু পাথর দিয়ে তৈরি পাহাড়। এগুলো প্রতিনিয়ত নিজের উচ্চতা পরিবর্তন করছে। হিমালয় পাহাড় এর অধীনেই পড়ছে, যা ইন্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটের ওপর দাঁড়িয়ে। এই প্লেট প্রতিবছর ইউরেশিয়ান প্লেটকে ধাক্কা মারছে। ফলে ইউরেশিয়ান পাঁচ সেন্টিমিটার করে পিছিয়ে ও ইন্ডিয়ান উত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুটো প্লেটের ঘর্ষণে মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় হয়ে ছোট ছোট আকারে ভূমিকম্প হচ্ছে।

এদিকে, সিসমিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালায়। ওই সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় সিসমিক গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। যার ফলে রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রায় ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। মূলত, এই কারণেই সংশ্লিষ্ট এলাকাকে ‘সিসমিক জোন ৬’-এ নথিভুক্ত করা হল।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জন রায়ের কথায়, ‘আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। সরকার, মানুষ- উভয়েরই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। জাপান, মালয়েশিয়ার মতো দেশও ‘রিং অফ ফায়ার’-এর মধ্যে রয়েছে। যখন-তখন সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে। তবুও কিন্তু জীবনযাপন থমকে নেই। উন্নয়নের কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে ওরা। এখানেও তেমন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা প্রয়োজন।’

বিপদ শিয়রে

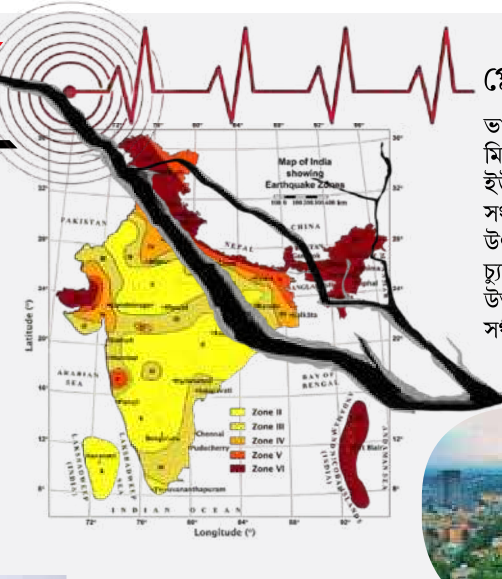

বিপদসীমার সর্বোচ্চ ধাপ

এই এলাকা বর্তমানে ভূমিকম্পে ঝুঁকির নিরিখে দেশের সর্বোচ্চ বিপজ্জনক তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর আগে এই অঞ্চল জোন ৫ (অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি) ও জোন ৪ (উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ) ছিল। জোন ৬ -এর মানে হল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৮ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্লেটের তীব্র সংঘর্ষ

ভারতীয় প্লেট প্রতি বছর প্রায় ৪৭ মিলিমিটার গতিতে উত্তর দিকে ইউরেশিয়ান প্লেটের নীচে ঢুকেছে। এই সংঘর্ষের চাপ ভূমিকম্পের শক্তির মূল উৎস। হিমালয়ের পাদদেশের সক্রিয় চ্যুতিরেখা, যেমন- মেইন ফ্রন্টাল থ্রাস্ট উত্তরবঙ্গের খুব কাছে অবস্থান ও শক্তি সঞ্চয় করছে।

জনঘনত্ব ও বিপদ

উত্তরের শহর- বিশেষত শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও পাহাড়ের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকটাই বেশি। বড় মাপের ভূমিকম্প হলে উদ্ধারকার্য ও হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির শঙ্কা।

‘সিসমিক গ্যাপ’

‘সিসমিক গ্যাপ’ হল প্লেট বা ফল্ট লাইনের একটি অংশ। যেখানে দীর্ঘদিন বড় ভূমিকম্প হয়নি, সেখানে বিপুল পরিমাণ চাপ সঞ্চিত হয়। এই অঞ্চলেও ‘সিসমিক গ্যাপ’ রয়েছে। সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

ভূমিধস ও তরলীভবন

এখানে ভূমিকম্প হলে পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন ব্যাপক ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে, তেমন সমতল বা তরাই অঞ্চলের নরম মাটিতে তীব্র কম্পনের ফলে তরলীভবন ঘটতে পারে। অর্থাৎ, মাটি তরলের মতো আচরণ করে। ফলে মজবুত কাঠামো ভেঙে পড়বে।

বিশেষজ্ঞদের মত

যে কোনও পরিস্থিতির জন্য যেন প্রস্তুত থাকে প্রশাসন। যোগাযোগের বিকল্প পথ তৈরি রাখা দরকার। নির্মাণে আরও কড়া গাইডলাইন তৈরি ও সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে সবুজায়নের ওপর জোর দেওয়া দরকার। উন্নয়নমূলক কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

নিয়মের লঙ্ঘন

পাহাড়জুড়ে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ, নদীমুখ ও বক্ষ আটকে দেওয়া, পাহাড় কেটে সড়ক ও টানেল তৈরি, নদীবাঁধ নির্মাণ ভূমিকম্পের প্রবণতাকে বাড়ায়।

রাজাডাঙ্গায় শিশু খুনে জড়িত বাবাও

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৪ ডিসেম্বর : একা মা নয়, মা-বাবা মিলেই সদ্যোজাতের গলা টিপে খুন করেছিলেন। ওই ঘটনার পর পরিকল্পনামাফিক ব্যবসার কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বাবা জিয়ারুল হক। স্ত্রী রেজিনাকে তিনি বলে যান, সন্তানের দেহটি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিতে। সেই কাজ করার সময়ই প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে যান রেজিনা। মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালধুরা এলাকায় এই ঘটনার পর আটক জিয়ারুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন তথ্য পাওয়ায় স্তম্ভিত ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশও। ঘটনার দু’দিন পর সন্তান খুনে অভিযুক্ত মা রেজিনা বেগমের খোঁজ পায়নি পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, বছর দেড়েক আগেও এই দম্পতির এক কন্যাসন্তান হয়েছিল। তাকেও পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি। তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় গ্রামবাসীরা মৌখিকভাবে সেই বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন। কিন্তু ওই দম্পতি তাঁদের আগের কোনও সন্তানকে খুন করেছেন কি না সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা।

জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, পেশায় সবজি বিক্রেতা জিয়ারুল ও স্ত্রী রেজিনা তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে সংসার টানতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ফের এক সন্তানের জন্মের কথা

ধৃত জিয়ারুল হক।

জানতে পেরে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে তাঁদের। স্বামী-স্ত্রী মিলে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে মেরে ফেলবেন তাঁরা। মঙ্গলবার ভোররাতেই সন্তান প্রসব করেন রেজিনা। বাড়িতে থাকা অন্য সন্তানদের নজর এড়াতে বাড়ির বারান্দায় সন্তানের জন্ম দেন তিনি। প্রসবের সময় স্বামী সাহায্য করেন। তারপর দুজনে মিলে গলা টিপে সন্তানকে মেরে ফেলেন বলে স্বীকার করেছেন জিয়ারুল। গোটা বিষয়টিতে প্রায় ভোর হয়ে যায়। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছ থেকে বিষয়টি লুকোতে অন্যদিনের মতোই কাজে বেরিয়ে যান জিয়ারুল। স্ত্রীকে তিনি বলে যান, বাড়ির পাশেই গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাটিকে পুঁতে দিতে। স্বামীর নির্দেশমতোই বাড়ির পাশে গর্ত করেছিলেন রেজিনা। তবে শিশুটিকে মাটি চাপা দিতে গিয়ে বিষয়টি প্রতিবেশীদের নজরে চলে আসে। গোলমাল শুরু হওয়ায় গা-ঢাকা দেন রেজিনা। নিজেদের পরিকল্পনামতোই রাতে বাড়ি ফেরেন জিয়ারুল। তখনই তাঁকে আটক করে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। জিয়ারুল পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, অভাবের জন্য এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি জানান, রেজিনার খোঁজ চলছে। এদিন ধৃত জিয়ারুলকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিএলএ-দের ‘উৎসাহ ভাতা’ দিচ্ছে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজে শিলিগুড়ির পারফরমেন্স ভীষণ খারাপ। ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে ২৯০ নম্বরে শিলিগুড়ি। তবে, প্রশাসনিক পর্যায়ে নয়, এখানে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ-২) এই পারফরমেন্স নিয়ে দলের রাজ্য স্তরে শোরগোল পড়েছে। যা নিয়ে প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ির নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত কাজ করার জন্য বিএলএ-২-দের ‘উৎসাহ ভাতা’ দিচ্ছে দল। দলের জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা জেলায় এসআইআর-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, ‘শিলিগুড়ি কিছুটা পিছিয়ে ছিল। গত দু’দিনে আমরা শিলিগুড়ির কাজ অনেকটাই এগিয়ে নিয়েছি। বিএলএ-২-দের টাকা দেওয়ার বিষয়টি আমার জানা নেই।’

এসআইআর পর্বে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের অনলাইন পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করছে। নির্বাচন কমিশনের বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একজন করে বিএলএ থাকতে পারেন। শিলিগুড়িতে তৃণমূল তিনটি বিধানসভাতেই প্রতিটি বুথে বিএলএ দিয়েছে। প্রতিটি বিএলএ-কে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের সমস্ত তথ্য পার্টির অনলাইন অ্যাপ ‘দিদির দূত’-এ আপলোড করতে হচ্ছে। এই পুরো কাজটি দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক পরিচালনা করছে।

শিলিগুড়িতে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকি শাসকদলের কিছু বিএলএ বিএলও-দের সঙ্গে থাকছিলেন না বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই তৃণমূল বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক করে তাঁদের প্রত্যেককে সতর্ক করে দিয়েছিল।

তথ্য আপলোডিংয়ে ২৯০ নম্বরে শিলিগুড়ি

কিন্তু তারপরেও শিলিগুড়িতে তাঁদের কাজের গতি বাড়েনি। এর আগে ভার্চুয়াল বৈঠকে আইপ্যাকের টিমের তরফে শিলিগুড়ি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়। শিলিগুড়ি বিধানসভার তথ্য সেভাবে পোর্টালে আপলোড হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ৩০ নভেম্বর ফের আইপ্যাকের তরফে দলের রাজ্য নেতৃত্বকে যে তথ্য পেশ করা হয়েছে সেখানে শিলিগুড়ির অবস্থান ২৯০।

রাজ্য থেকে শিলিগুড়ির পারফরমেন্স নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এবার নড়েচড়ে বসেছে জেলা নেতৃত্ব। বুধবার শিলিগুড়ি বিধানসভার ২৪৫টি বুথের বিএলএ-কে পার্টি অফিসে ডেকে বৈঠকের পাশাপাশি ১০০০ টাকা করে দিয়ে দ্রুত সমস্ত ভোটারের তথ্য অ্যাপে আপলোড করার জন্য বলা হয়েছে।

ভুয়ো এনআইএ কাণ্ডে নয়া মোড়

পুলিশ সেজে আলাপ জমান মিথিলেশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভুয়ো এনআইএ কাণ্ডে মূল চক্রী মানিক রায়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলেন মিথিলেশ। বুধবার রাতে শিবমন্দির এলাকা থেকে মিথিলেশকুমার সিংকে গ্রেপ্তারের পর এমনই তথ্য জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ভুয়ো এনআইএ কাণ্ডে জড়িত চতুর্থ ব্যক্তি মিথিলেশ এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া মানিক রায়, এহেসান আহমেদ ও রেহান বাবরদের কাছে নিজেকে পুলিশ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন মিথিলেশ। এমনকি মিথিলেশের প্রতিবেশীরাও তাঁকে পুলিশকর্তা হিসেবে চিনতেন।

বুধবার রাতে মিথিলেশকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা দপ্তর ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের যৌথ টিম। জেরায় পুলিশ জানতে পারে, মিথিলেশ বিএসএফে কর্মরত ছিলেন। বছর তিনেক আগে তিনি অবসর নেন। তিনি আদপে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে তিনি শিবমন্দিরের বিবেকানন্দপল্লিতে থাকতেন। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিথিলেশের সঙ্গে মানিক ও তাঁর দুই সঙ্গীর পরিচয় হয়েছিল সেবক রোডের এক চায়ের দোকানে। মিথিলেশ পুলিশের বোর্ড লেখা গাড়িতে প্রতিদিনই রাতে সেখানে আড্ডা দিতে আসতেন। প্রতিদিনই মানিকদের সঙ্গে মিথিলেশের গল্প হত। রেহান ও এহেসানের সঙ্গে যখন

প্রতারণার ফাঁদ

- মিথিলেশ বিএসএফ থেকে বছর তিনেক আগে অবসর নেন
- মানিক রায়, এহেসান আহমেদ ও রেহান বাবরদের কাছে নিজেকে পুলিশ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন মিথিলেশ
- এমনকি মিথিলেশের প্রতিবেশীরাও তাঁকে পুলিশকর্তা হিসেবে চিনতেন
- তিনি আদপে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা, তবে বর্তমানে শিবমন্দিরের বিবেকানন্দপল্লিতে থাকতেন
- মিথিলেশের সঙ্গে মানিক ও তাঁর দুই সঙ্গীর পরিচয় হয়েছিল সেবক রোডের এক চায়ের দোকানে

ভুয়ো এনআইএ সাজার পরিকল্পনা করছিলেন, সেসময়ই মিথিলেশের চেহারা দেখে ও কথাবার্তা শুনে তাঁকেও টিমে ঢোকানোর কথা মাথায় আসে মানিকের। মিথিলেশকে মানিকই এই চক্রে অংশীদার হওয়ার জন্য বার্তা দেন। মিথিলেশ তাতে রাজি হয়ে যান। মিথিলেশকে মূলত বলা হয়, এহেসানের সঙ্গে ভুয়ো এনআইএ কর্তা হিসেবে যাওয়ার জন্য।

এনআইএ কর্তা হিসেবে কথা বলার জন্য মিথিলেশকেই মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়। মিথিলেশ পুরো প্ল্যানিংকে আরও নিপুণ করার জন্য এনআইএ’র ভুয়ো কার্ড বানান। এমনকি জ্যাকেটেও ভুয়ো এনআইএ’র লোগো তৈরি করেন। এরপর ১৫ তারিখ এহেসানের সঙ্গে প্রতারিতর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসেন। মিথিলেশের দেওয়া হুমকির ভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কাজও হয়ে যায়। দুইবার টাকাও দিয়ে ফেলেন মানিকদের। যদিও তৃতীয়বার টাকা দেওয়ার আগে জালে ফেঁসে যাওয়ার বিষয়টা বুঝতে পারে ওই প্রতারিত পরিবার।

এদিকে, মিথিলেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, শিবমন্দিরে এসে বাড়ি বানানোর পর ফাঁসিদেওয়ায় ওই ব্যক্তি একটি গাড়ির শোরুম খোলেন। এমনকি পুলিশের বোর্ড লাগানো গাড়িতে ঘুরে ধমকে চমকে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসতে শুরু করেছে। যদিও পুলিশের বোর্ড লাগিয়ে গাড়িতে দাপিয়ে ঘুরলেও আগে কেন এই ব্যক্তি পুলিশের নজরে পড়লেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গাড়ি সাজিয়ে কন্যাসন্তান বরণ

চোপড়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ ডিসেম্বর : কন্যাসন্তান হওয়ায় কোথাও স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসে, আবার কোথাও শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনা সংবাদ শিরোনাম হয়। তখন ব্যতিক্রমী ছবি দেখা গেল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ও মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

কন্যাসন্তান হওয়ায় এদিন খুশিতে ভাসে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার একিব আলমের পরিবার। নার্সিংহোম থেকে ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে সদ্যোজাত কন্যা ও স্ত্রীকে চোপড়ার তিনমাইল রোড-গোয়াবাড়ির বাড়িতে আনেন একিব। ইসলামপুরের একটি নার্সিংহোমে ৩০ নভেম্বর তাঁর কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। দুই পুত্রসন্তানের পর ঘরে কন্যাসন্তান আসায় আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। অন্যদিকে, কন্যাসন্তান হওয়ার আনন্দে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ‘রথ’ সাজিয়ে ধুমধাম করে মা ও নবজাতককে নিয়ে গেলেন পরিবারের লোকজন। ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করতে এলাহি আয়োজন নজরে আসে।

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চলতি মাসের ২ তারিখ কন্যাসন্তান প্রসব করেন সুলতাননগরের বাসিন্দা সানজুরি খাতুন। তাঁদের ঘরে এটাই প্রথম সন্তান। সানজুরির স্বামী শেখ সামিউলের ইচ্ছে ছিল, তাঁর প্রথম সন্তান কন্যা হলে তিনি ধুমধাম করে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। সেই শখই এদিন পূরণ করেছেন তিনি। এদিন শিশু ও মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামিউলের পরিবার সহ দুই শতাধিক এলাকাবাসী জড়ো হন। আলোর মালায় সাজানো হয় একটি রথের মতো দেখতে গাড়ি। সেই গাড়ির পেছনে ছিলেন বাজনদাররা। গানবাজনায় তখন সেখানে যেন বড় কোনও উৎসবের আমেজ! নবজাতকের ঠাকুমা নাজরা বিবির কথায়, ‘ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। আনন্দ তো হবেই। মিষ্টিমুখ তো সকলকে করাতেই হবে।’

আর কন্যাসন্তানের বাবা শেখ সামিউল বলেন, ‘গ্রাম থেকে ২০০ লোককে নিয়ে এসেছি। আর সঙ্গে চার-পাঁচটা গাড়িও এনেছি। আমার বহুদিনের ইচ্ছে আজ পূরণ হয়েছে।’

চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য ১১টি বাস

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : আর ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ঝুলে স্কুলে যেতে হবে না প্রত্যন্ত চা বাগানের পড়ুয়াদের। স্কুলে যাতায়াতে এবার গাড়ির সমস্যা মিটতে চলেছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার, এই দুই জেলার প্রত্যন্ত চা বাগানগুলির পড়ুয়াদের জন্য সরকারিভাবে বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেজন্য ১১টি স্কুলবাস শিলিগুড়িতে চলে এসেছে। রেজিস্ট্রেশন, চালক নিয়োগ, পারমিট সহ আনুষঙ্গিক কাজ মিটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। বাসগুলি টি ডিরেক্টরেট চালাবে।

শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পটির উদ্বোধন করে দিয়েছেন। যে বাসগুলি এসেছে সেগুলিতে ভিনাইল পেস্টিং চলছে। এর অর্থ, স্কুলবাস সহ অন্য যা কিছু লেখা দরকার, সেগুলি করা হচ্ছে। দ্রুত সম্ভব বাসগুলি চালানো শুরু করা হবে।

১১টি বাসের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পাচ্ছে ৬টি। আলিপুরদুয়ার জেলায় দেওয়া হচ্ছে ৫টি বাস। জলপাইগুড়িতে ওদলাবাড়ির পাথরঝোরা, মেটেলির ইনগু, নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা এবং হিলা, ক্রান্তির যোগেশচন্দ্র, বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানে বাস পরিষেবা দেওয়া হবে। বাগানগুলি থেকে বাস ছেড়ে নির্দিষ্ট রুট ধরে ওদলাবাড়ির আদর্শ হিন্দি হাইস্কুল, ওদলাবাড়ি হাইস্কুল, মেটেলির রাষ্ট্রভাষা হাইস্কুল ও মেটেলি হাইস্কুল, নাগরাকাটার চ্যাংমারি টিই হাইস্কুল, ক্রান্তির রাজাডাঙ্গা পিএম হাইস্কুল, বানারহাটের বক্সা পরিমল হাইস্কুল, বানারহাট হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে যাবে।

দুর্ঘটনায় জখম

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন ট্র্যাক্টরচালক ও খালাসি। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের কাছে রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্র্যাক্টরটি আনারস বোঝাই করতে নকশালবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় স্থানীয় লক্ষ্মণসিংজোতের কাছে বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ট্র্যাক্টরটি। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ট্র্যাক্টরটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। জখমদের নাম, পরিচয় জানা যায়নি।

সমীক্ষা

চোপড়া, ৪ ডিসেম্বর : কালাজ্বর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সমীক্ষা চালানোর উদ্যোগ নিল ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। পাশাপাশি শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 40E 57701 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই পুরস্কারের টাকা পাওয়ার ফলে আমি আর্থিক নিরাপত্তার একটি শক্তিশালী ভিত্তি পেয়েছি। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে ভাগ্য এত অসাধারণভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। এই ব্যতিক্রমী সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সাবিত্রী ছেত্রি - কে 06.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ছাব্বিশের কথা

২০২৬-এর মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ধরে নিয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল জমানার সাড়ে ১৪ বছরের কাজের ‘রিপোর্ট কার্ড’ পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান- সবেতেই দারুণ রকমের উন্নতি হয়েছে রাজ্যের।

নির্বাচন এলেই মমতার অন্য রূপ। কার্যত একাই দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন তিনি। ২০১১-য় বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র ’১৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল কিছুটা চাপে পড়েছিল। বিজেপি অবশ্য ’২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে। বঙ্গ বিজেপিকে ২০০ আসন জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শা। শেষে ৭৭টি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় শুভেন্দু অধিকারীদের। সেই ৭৭-ও কমতে কমতে ৬৫-তে ঠেকেছে। ’২৪-এর লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল পায় ২৯ আসন, আর বিজেপি ১২।

এখন প্রশ্ন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কী হবে? পনেরো বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া নিশ্চয়ই বড় ফ্যাক্টর। তাছাড়া পরপর নারী নির্যাতনের ঘটনা। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদুনি, কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি, আরজি কর, কসবা, দুর্গাপুর... তালিকাটি দীর্ঘ। ঘটেছে বগটুইয়ের মতো গণহত্যাও।

আইনশৃঙ্খলার এই হালের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে চরম দুর্নীতি। দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থেকেছেন দুজন মন্ত্রী, কয়েকজন বিধায়ক-নেতা। রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প, কলকারখানা, কর্মসংস্থান নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দু’কোটি মানুষকে তাঁর সরকার চাকরি দিয়েছে। উন্নয়ন-রথ নাকি ছুটছে দ্রুত। যেমন, দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করা গিয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে, ছয়-ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ চলছে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, দেউচা-পাঁচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনিতে ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের আশা তৈরি হয়েছে, বাংলার সিলিকন ভ্যালিতে রয়েছে ২৮০০ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, অশোকনগর ওএনজিসি জোন ও কর্মদিগন্তে ৩৫০০০ কোটি লগ্নি।

মুখ্যমন্ত্রীর এইসব দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা প্রভৃতি সামাজিক প্রকল্পের দৌলতে শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র তৃণমূলের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। এইসব প্রকল্পে দুর্নীতি যে নেই, তা নয়। উপযুক্ত নজরদারির অভাবে সরকারি অর্থ নানাভাবে নয়ছয় হচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষ মাসে মাসে সামান্য টাকা হাতে পেয়েও খুব খুশি হন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২ কোটি ২১ লক্ষ উপভোক্তাকে মোট ৭৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আছে প্রতি বছর রাজ্যের হাজার হাজার ক্লাবকে পুজো অনুদান। ’২৪ সালে ৪৫০০০-এরও বেশি পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে। এনিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগ, রাজ্যে কারখানা নেই, শিল্প নেই, আর জনগণের করের টাকা উলটোপালটাভাবে নয়ছয় করা হচ্ছে।

কিন্তু বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, এইসব সামাজিক প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে রাজ্যের শাসকদল। পরিশেষে বলতেই হয় এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা। জাতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন। কমিশনকে দু’বার চিঠি পাঠানো, কমিশনে প্রতিনিধিদল পাঠানো, এসআইআর-এর জন্য মাত্র দু’মাস সময় অপর্যাপ্ত- সেকথা সকলকে বোঝানো, এসআইআর আতঙ্কে মৃত ও আত্মঘাতীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো-- এইসব পদক্ষেপ তৃণমূলকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

যদিও ভোটের ক্ষেত্রে কিছুই আগাম বলা যায় না। তবুও এরাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, নিষ্ঠার অভাব, বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আত্মঘাতী নীতি মমতার পক্ষে ছাব্বিশের ভোটে কিছুটা স্বস্তির কারণ তো বটেই।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

সহিষ্ণুতার অনুপস্থিতি আর আমরা

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে।

রুদ্র সান্যাল

এআই।

অসহিষ্ণুতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই আমরা সচরাচর ধর্মীয় বিভাজনের কথাই আগে মনে করি। সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম, রাজনৈতিক ভাষ্য এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক— সবই যেন ইঙ্গিত করে যে অসহিষ্ণুতার একমাত্র ক্ষেত্র ধর্ম। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। অসহিষ্ণুতা আজ সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে— পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা থেকে রাজনীতি, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরের নীতি পর্যন্ত। নতুন বৈষম্য, নতুন বিরোধ, নতুন ক্ষোভ— সবই মিলেমিশে এক বিস্তৃত সামাজিক সমস্যার রূপ নিচ্ছে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব ও আলোচিত সমস্যা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে সংঘাত বেড়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গিয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৫৭ শতাংশ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নানামুখী চাপ রয়েছে। ভারতেও বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর শিরোনামে এসেছে। কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই চিত্র সমাজের বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার কেবল একটি অংশ। আরও গভীর ও নীরব অসহিষ্ণুতা প্রতিদিন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ছড়িয়ে পড়ছে— যা অনেকসময় আলোচনায় আসে না, কিন্তু প্রভাব ফেলে আরও বিস্তৃতভাবে।

সমাজে মতের ভিন্নতা গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম আমাদের এমন বুদবুদে আটকে রাখে যেখানে আমরা কেবল নিজের মতের প্রতিধ্বনি শুনি। ফলে অন্য মতের প্রতি সহনশীলতা কমে যায়। একই ঘটনা দেখা যায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী মতের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা থাকা জরুরি। অথচ আজ রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে ভিন্নমতকে অনেকেই শত্রুতার চোখে দেখেন। যুক্তির বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আলোচনার বদলে বিদ্বেষ তৈরি হয়। ফলে সমাজ আরও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শিক্ষাঙ্গনেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, ক্যাম্পাসে মত প্রকাশের সীমাবদ্ধতা বা প্রতীকী স্বাধীনতার সংকট— এসবই নির্দেশ করে যে সহিষ্ণুতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষাঙ্গনই হওয়া উচিত মতের চর্চা, বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রশিক্ষণের জায়গা। সেখানে যদি অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধে, তাহলে ভবিষ্যৎ নাগরিকরা কীভাবে সহনশীলতার চর্চা করবে?

অসহিষ্ণুতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল অর্থনৈতিক জীবন— বিশেষ করে বেকার এবং চাকরিজীবীদের মধ্যেকার টানাপোড়েন। দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্ব ভারতের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র তথ্য অনুযায়ী, দেশে যুবসমাজের বেকারত্বের হার প্রায় ২০ শতাংশ ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতিতে চাকরি পাওয়া মানুষের প্রতি কিছু বেকারের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁরা মনে করেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছেন না, অথচ অন্যরা হয়তো ভাগ্য বা পরিচিতির কারণে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে চাকরিজীবীরাও নানা অসুরক্ষা ও সংকটের মধ্যে দিন কাটান— চাকরি হারানোর ভয়, কাজের চাপ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুল বেতন বৃদ্ধি সব মিলিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাঁরা চাপে থাকেন। ফলে তাঁরা অনেক সময় বেকারদের ক্ষোভকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেন, কিংবা নিজেদের অবস্থান রক্ষার চেষ্টায় আরও কঠোর হন।

এই দুই শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজে অদৃশ্য এক অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। পরিবার বা বন্ধুদের মধ্যেও দেখা যায়— একজন চাকরি পেলেই অন্যজনের মধ্যে হীনম্মন্যতা, বিরক্তি বা ঈর্ষা জন্ম নেয়। আবার চাকরিজীবীরা কখনো-কখনো বেকার বন্ধুদের ‘অক্ষম’ বা ‘অপরিশ্রমী’ ভাবতে শুরু করেন— যা সম্পূর্ণ অবিচার। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি সমাজে আর্থিক-মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বাড়ায়। অথচ, দুই পক্ষের বাস্তব সমস্যাই সত্য— একদিকে কর্মসংস্থানের সংকট, অন্যদিকে কর্মস্থলের চাপ। সমাধানও তাই একপাক্ষিক নয়; দরকার নীতিগত পরিবর্তন, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ, এবং সবচেয়ে বড় কথা— পারস্পরিক সহানুভূতি।

এই বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে আজ সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হল এসআইআর-(স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের প্রতি সমাজের মনোভাব। মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাজ করতে হচ্ছে এই কর্মীদের— অপর্যাপ্ত সময়, জনবল সংকট, প্রযুক্তিগত সমস্যা, অবিরাম আপডেট, আর প্রশাসনিক চাপ। অথচ সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ ঠাট্টা করে লিখছেন, ‘এতদিন ফাঁকি মেরে শরীরে জং ধরে গিয়েছে, তাই কাজ করতে পারছে না।’ কেউ ভাবছেন না যে, নথি যাচাই থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি ঘোরা— এই প্রতিটি দায়িত্বই কী কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের পালন করতে হচ্ছে। বরং তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা, কটাক্ষ এবং অপমানসূচক মন্তব্যই বেশি চোখে পড়ছে। এতে স্পষ্ট যে, সমাজে সহানুভূতির জায়গা ক্রমশ ছোট হচ্ছে, এবং অসহিষ্ণুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অন্যের পরিশ্রম, সমস্যা বা সংগ্রাম— কিছুই বোঝার প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে না।

পরিবারেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। প্রজন্মগত ব্যবধান, আর্থিক চাপ এবং সময়ের অভাব— সব মিলিয়ে পরিবারে কথা বলার জায়গা কমে যাচ্ছে। ছোটখাটো বিষয়েও বিরক্তি, উত্তেজনা ও তর্ক তৈরি হচ্ছে। আগের যুগে পরিবার ছিল মানসিক নিরাপত্তার জায়গা; আজ অনেকের জন্য সেটিও চাপের জায়গা হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনও এই অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা দ্রুতগতির জীবনে ধৈর্য হারাচ্ছি, দ্রুত বিচার করতে চাই, দ্রুত রাগ করি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই। ফলে সমাজে সহনশীলতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে। সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে।

সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে। শিক্ষা, পরিবার, প্রশাসন, মিডিয়া— সব জায়গায় সহিষ্ণুতা বাড়ানোর উদ্যোগ জরুরি। ব্যক্তিগত সম্পর্কেও আমাদের গভীর মনোযোগ দরকার— অভিযোগ নয়, বোঝার চেষ্টা; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; ঈর্ষা নয়, আন্তরিকতা।

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা যদি রোধ না করা যায়, তাহলে সামাজিক শান্তি, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং মানুষের মানসিক সুস্থতা— সবই হুমকির মুখে পড়বে। সহিষ্ণুতা দুর্বলতার লক্ষণ নয়; বরং সভ্যতার শক্তি। আমাদের সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমেই সহিষ্ণুতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে— নিজের ভিতরে, সমাজের ভিতরে, ভবিষ্যতের ভিতরে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫১

আজকের দিনে প্রয়াত হন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯২৫

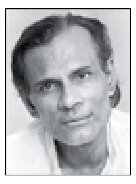

সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত। বুঝেছেন অমিত শা’র চালাকি? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দু’দিনের সফরে ভারতে এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর আসার আগে বারাণসীতে তাঁকে অভ্যর্থনার দৃশ্য ভাইরাল। টেবিলে পুতিনের ছবি রেখে কয়েকজন মহিলা প্রদীপ জ্বালিয়ে, ভক্তিমূলক গান করে ‘বরণ’ করছেন। পাশে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে কয়েকজন।

ভাইরাল/২

কেমন আছো? ‘আজ ভালো আছি!’ বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিমায় কথা কৌতুকাভিনেতা রাজপাল যাদবের। রাজপালের কথা শুনে হেসে কুটোপাটি মহারাজ। তাঁর ‘সেন্স অফ হিউমার’-এর প্রশংসা শোনা গেল মহারাজের গলায়। আপ্লুত রাজপাল নিজেও।

জনমন

জনমত

উন্নয়নের নামে নষ্ট জনগণের করের টাকা

সিমেন্ট, ইট, বালি, পাথর একবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই উন্নয়ন। সারা বাংলাজুড়ে এই উন্নয়নের ধারা বহাল রয়েছে। বাদ পড়েনি উত্তরবঙ্গের ছোট্ট অথচ খুব সুন্দর শহর ময়নাগুড়িও। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক আনুকূল্যে এবং ময়নাগুড়ি পুরসভার তত্ত্বাবধানে, বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা তৈরির শিলান্যাস হয়ে গেল।

এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তার কথা প্রায় প্রতি মাসেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় লেখা হত। কারণ শেষবার এই রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর রাস্তার গুণগতমান এমনই ছিল যে মাত্র ৬-৭ মাসের মধ্যেই তা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। উন্নয়নের চাপে এই বিষয় নিয়ে এজেন্সিকে চাপ না দেওয়ায় এলাকাবাসী সহ বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া গর্ভবতী মায়েরা প্রায় চার বছর হোঁচট খেতে খেতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমানে বহু এলাকায় পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য সরকারের একটা অদম্য ইচ্ছা চোখে পড়ছে। কিন্তু বিষয়টা হল, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওই রাস্তার নীচে জল সরবরাহের দুটি বড় আকারের পাইপলাইন আছে। যার সঙ্গে এলাকার প্রতিটি বাড়ির জলসংযোগও দেওয়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই রাস্তাটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাস্তাটি দিয়ে হামেশাই ভারী যানবাহন চলাচল করে। এই কারণে মাসে ২-৩ বার জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হওয়ার পর যদি এভাবে জলের পাইপ মাঝে মাঝেই ফেটে যায়, তাহলে কি রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত থাকবে?

পরিকল্পনাহীন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় না করে শুধুমাত্র ‘উন্নয়ন’-এর লক্ষ্যে জনগণের করের টাকা এভাবে নষ্ট হওয়ায়, আদতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে বলেই মনে করি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়

৩২০০০ শিক্ষকের চাকরি আপাতত বেঁচে গেল। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কিংবা সিবিআই প্রকৃত দোষীদের বা অযোগ্যদের শনাক্ত করতে পারেনি। সঠিক এবং প্রামাণ্য তথ্যও দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ মনে করেছে, সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। সিবিআইয়ের অক্ষমতার দায় কেন যোগ্য শিক্ষকদের ওপরে বর্তাবে? তাই হাইকোর্টের রায় সঠিক বলেই মনে হয়। এর আগে প্রায় ২৬০০০ চাকরিহারা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই রায় হওয়া উচিত ছিল, পুরো প্যানেল বাতিল করা ঠিক হয়নি।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

ডাক্তারবাবুরা পাশে, কিন্তু শিক্ষকমশাইরা?

আরজি করের ঘটনায় চিকিৎসকরা পথে নেমেছিলেন। চাকরি হারানো শিক্ষকদের জন্য সহকর্মীরা উলটো অবস্থানে।

রাহুল দাস

পাশে।। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকরা।

কোনও সমাজের নৈতিক শক্তি পরিমাপ করতে গেলে শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা প্রশাসনের দিকে তাকালে পুরো ছবি পাওয়া যায় না, দেখতে হয় শিক্ষক সমাজকে- যারা আগামী প্রজন্মের বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়বোধ গড়ে তোলে। সেই হিসেবে ‘হীরক রাজার দেশে’-র উদয়ন পণ্ডিত কেবল এক চরিত্র নন; তিনি সত্য, প্রতিবাদ ও মূল্যবোধের এক প্রতীক। অত্যাচারী রাজশাসনের মুখোমুখি হয়েও যিনি নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, শিশুদের শিখিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে ভাবতে। রাজ-রোষের পরোয়া তিনি করেননি। কিন্তু আজকের বাস্তবে দাঁড়িয়ে মনে হয়- এই উদয়ন পণ্ডিতরা যেন ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। গল্পের প্রতীকী প্রতিবিম্ব যেন সত্যি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে।

২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তার সর্বাধিক জ্বলন্ত উদাহরণ। সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার পর রাতারাতি প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারান। মিলেমিশে যায় ‘যোগ্য-অযোগ্য’-র খেলা। চতুরতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা কোনও উপন্যাসের কায়দায়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, যোগ্যতার সার্টিফিকেট-সবই মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায় যোগ্যদের। আন্দোলনের মাঝে, ব্রেনস্ট্রোকে সুবল সোরেনের মৃত্যু যেন সেই অবিচারের সবচেয়ে নির্মম দলিল। কিন্তু এঁদের পাশে দাঁড়ালেন কতজন সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা? যাঁরা চাকরি হারালেন না, তাঁরা কি খুব বেশি সংখ্যায় তাঁদের সহকর্মীদের হয়ে সোচ্চার হলেন? অভিজ্ঞতা বলছে- না! দাঁড়ালেন না। মুখ খুললেন না।

এটাই সবচেয়ে উদ্বেগজনক। সমাজের মেরুদণ্ড বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, সেই শিক্ষক সমাজের এক বড় অংশের নীরবতা প্রশ্ন তোলে-তাদের নৈতিক অবস্থান কি সত্যিই তা-ই, যা আমরা ধরে নিতে ভালোবাসি? নাকি বাস্তবের চাপ, সুবিধা ও নিজস্ব নিরাপত্তাবোধ তাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সত্য উচ্চারণের শক্তিটুকুও ক্ষয়প্রাপ্ত?

এই প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যে এসআইআর নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা যেন আরও একটা দ্বিচারিতার প্রতিচ্ছবি। দেশের বহু রাজ্যে একই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চললেও পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক, অভিযোগ, অসন্তোষের বিচিত্র মিশ্রণ। অধিকাংশ বুথ লেভেল অফিসাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কিছু বিএলও অসুস্থ হলে দাবি উঠছে-দায়িত্বের চাপ তাঁদের ভেঙে দিচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ অসুস্থ হন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কিছু জায়গায় যেসব বিক্ষোভ হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে, সেখানে অংশগ্রহণকারীদের এক বড় অংশই স্বীকার করছে- তারা বিএলও নয়! তাদের যুক্তি, ‘সহকর্মীদের জন্য পথে নেমেছি।’

সহানুভূতির এই প্রদর্শন অবশ্যই ভালো, তবে প্রশ্নটা তখনই তীব্র হয়ে ওঠে- যখন সহকর্মীরা দুর্নীতির চাপে চাকরি হারালেন, সুবল সোরেনের মতো মানুষ প্রাণ হারালেন-তখন এই সহানুভূতি কোথায় ছিল? যেখানে প্রয়োজন ছিল ন্যায়বোধের, সেখানে নীরবতা। যেখানে প্রয়োজন ছিল প্রতিবাদের, সেখানে নিরাপদ দূরত্ব। অতএব, প্রশ্ন উঠতেই পারে- এই শিক্ষক সমাজই কি আগামীর সচেতন নাগরিক তৈরির দায়িত্ব বহন করবে? যারা নিজেরাই অন্যায় দেখেও নিশ্চুপ, তারা কি নতুন প্রজন্মকে সাহস, যুক্তি আর নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে? উত্তরটা বোধহয় জটিল নয়।

সবশেষে বলতে দ্বিধা নেই যে আরজি করের নিকৃষ্টতম ঘটনায় ডাক্তারবাবুরা, নার্সরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন, জোট তৈরি করেছিলেন, কর্মবিরতির মতো পদক্ষেপ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ তার সিকিভাগও করতে পারল না। অথচ শিক্ষক সমাজের অবদান হওয়া উচিত ছিল আরও বেশি তীব্র।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। কোকো থেকে তৈরি মাদক ৩। পুরুষ জাতীয় প্রাণী ৫। উপহার বা নজরানা ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। রীতি বা আচরণবিধি ১০। রামায়ণের সঙ্গে এই মুনির সম্পর্ক আছে ১২। দোষ ত্রুটি ১৪। চার বেদের একটি ১৫। ভিজে হাতে-পায়ে যে ক্ষত তৈরি হয় ১৬। জ্ঞানময় সত্তা।

উপর-নীচ : ১। শালুক ফুল ২। ইংরেজি বছরের মাস ৪। বিচারের জন্য আদালতে দাখিল করা ৭। এই বন্য প্রাণীর পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে ৯। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি পর্দা ১০। ঘোড়ার লেজ বা কাঁধের চুল ১১। গাছের কচি সবুজ পাতা ১৩। মীমাংসা বা সমাধান।

সমাধান ■ ৪৩০৯

পাশাপাশি : ১। গাবর ৩। আকবর ৪। সুবল ৫। জিগমিষা ৭। কাচা ১০। তিমি ১২। আচমকা ১৪। দেয়ালা ১৫। শূর্পণখা ১৬। দাবনা।

উপর-নীচ : ১। গাছপালা ২। রসুন ৩। আলজিভ ৬। মিনতি ৮। চামচ ৯। পাকা দেখা ১১। মিহিদানা ১৩। আলাদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পথ দুর্ঘটনা

উত্তরপ্রদেশে বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হল কুলটির এক পরিবার। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বাকি ৬। বিহারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।

দেহ উদ্ধার

গিরিশ পার্কের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক শিক্ষানবিশ পাইলটের ঝুলন্ত দেহ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সময় বদল

রবিবার ৭ ডিসেম্বর ওয়েস্টবেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিলিমিনারি এগজামিনেশনের জন্য মেট্রো পরিষেবার বদল আনল কর্তৃপক্ষ। ওই দিন ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে স্বাভাবিক সময়ের আগে থেকে মেট্রো চলবে।

ধার্মিক চোর

চুরি করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার আগে চোর গীতার ওপর রেখে গেলেন ৫০ টাকা। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় চোরের এই কীর্তিতে তাজ্জব স্থানীয়রা। তবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মমতার

এসআইআর, ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৪ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের স্টেডিয়ামে সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়ন, এসআইআর ছাড়াও আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে মুর্শিদাবাদে শূন্য করার ডাক দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে জেলার সাগরদিঘিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে বলে জানান মমতা। সেখানে যে সুপার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বানানো হয়েছে, তা থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ১০ ডিসেম্বর সেই মেগা ইউনিট চালু করা হবে। এই প্রকল্প তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৪,৫৬৭ কোটি টাকা।

এদিন মমতা জানান, এই প্রকল্পে ২৬ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।এদিন বহরমপুর সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মমতা হাজির হন স্টেডিয়ামের সভামঞ্চে। জনতার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে একের পর এক ইস্যুতে বোমা ফাটান নেত্রী। শুরুতেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।' এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনারা বুঝেছেন অমিত শা-র চালাকি! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন মমতা। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, 'কেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? অসম, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সীমান্ত নেই? সেখানে কেন এসআইআর হবে না? বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে?' মুর্শিদাবাদবাসীর উদ্দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। বলেন, 'মুর্শিদাবাদের মানুষ অশান্তি পছন্দ করেন না। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবেন, এটাই নিয়ম।' সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে নাম না করে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, 'ধুলিয়ান-জঙ্গিপুরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় জাকির হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। স্থানীয় কাউন্সিলরকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, আপনারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিন। হিন্দুরা যাতে নির্যাতিত না হন। এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি।' জেলার ভাঙনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রকে দোষারোপ করে বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন রোধ করা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে।'

> এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দলীয় কর্মীসভা থেকে কেন্দ্রকে হুংকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বহরমপুরে।

ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ কমিশনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এসআইআর পর্বে এরাজ্যেই প্রথম এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকাকে ডুপ্লিকেট ভোটারমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। ভোটে কারচুপি করতে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় কয়েক লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার রেখে দিয়েছে তৃণমূল। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু সিইও-র কাছেই নয়, এই ইস্যুতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও দরবার করেছিল বিজেপি। সেই নিরিখে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকায় সংশোধনের পরেও বিএলওদের চাপ দিয়ে ইআরওদের একাংশ ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকায় রেখে দিচ্ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি। এসআইআরের প্রথম দফায় বিলি করা ফর্ম ডিজিটাইজড হয়ে ফেরার পর সেই তালিকা ফের খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে কমিশন। বৃহস্পতিবারই এই সফটওয়্যারকে কাজে লাগিয়ে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করা শুরু করে দিয়েছেন ইআরওরা। নিজেদের বিধানসভার মধ্যে এধরনের ডুপ্লিকেট ভোটার থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারবেন ইআরওরা। বিধানসভার বাইরে কিন্তু একই জেলার মধ্যে হলে সেই কাজ করতে পারবেন ডিইওরা। এবং রাজ্য পর্যায়ে সন্দেহজনক ভোটারকে চিহ্নিত করতে পারবেন সিইও। কমিশনের দাবি এই বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটারদের বাদ দেওয়া সম্ভব হবে।

সিইও দপ্তরে বিক্ষোভ বিএলও-দের

ভরসা প্রযুক্তি

- এসআইআর-এর গণনাপত্রের রিপোর্ট সব বিএলএ-দের নিয়ে থানায় বসে করতে হবে বিএলও-কে
- ফর্ম ফেরার পর পুনরায় যাচাই শুরু করেছে কমিশন
- তালিকায় একই ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে

এখনও পর্যন্ত অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৫৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩০৩ জন ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মিলেছে। কিন্তু এর বাইরে রয়েছে প্রায় ৭ কোটি ভোটার। সেই তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের হদিস পেতে এই প্রযুক্তি বিশেষ সহায়ক হবে বলে দাবি করেছে কমিশন। সিইও দপ্তরের লক্ষ্য ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করার কাজ শেষ করা।

অসংগৃহীত এসআইআরের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। আবার দুই কলকাতার মধ্যে উত্তর কলকাতা প্রথম। এখনও পর্যন্ত ২৩ শতাংশের বেশি এসআইআর ফর্ম ফেরত আসেনি। সব থেকে কম পূর্ব মেদিনীপুরে। মৃতহীন যে ২২০৮টি বুথকে চিহ্নিত করেছিল কমিশন, সেই বুথের সংখ্যা এদিন কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭-এ। বুথে কোনও মৃত নেই এই তথ্য সংশোধনের জন্যে এদিনও ফের বিএলও, ইআরওদের সতর্ক করে সিইও বলেছেন, '১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময় পাচ্ছেন তাতে কোনওরকম ভুলভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে নিন। এরপরেও মৃত, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম যদি তালিকায় থাকে তাহলে তার দায়িত্ব নিতে হবে বিএলওদেরই।'

সিইওর এই সতর্কবার্তার দিনেই দপ্তরের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছে 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ সিইও দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। তার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত বিকেল ৪টে নাগাদ কমিটির প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করেন। মূলত, এসআইআরের সময়বৃদ্ধি, মৃত বিএলও কর্মীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পথে নতুনরা, নবম-দশমে বাড়ছে না শূন্যপদ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ফের পথে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অভিযান করেন তাঁরা। তবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। একইসঙ্গে এদিন এসএসসি জানিয়েছে, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও শূন্যপদ বাড়ানো হবে না। শিক্ষা দপ্তর থেকে পাঠানো সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা অপরিবর্তিতই রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আগামী সোমবার প্রকাশিত হতে পারে এই স্তরের ইন্টারভিউ তালিকা। নবম-দশমের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট আপলোড করার পরিকল্পনাও করছে এসএসসি। এদিনই শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

আদালতের জটিলতায় যথেষ্ট নাকানিচোবানি খাচ্ছে কমিশন। তাই নবম-দশমের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর এসএসসিকে পরামর্শ দিয়েছে, অন্যান্য পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট দেখার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করা হোক। বারবার আদালতের নির্দেশে ওএমআর দেখাতে গিয়ে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে কমিশনের। এমনকি মোট ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ জনের ওএমআর প্রকাশ করার জন্য কোনও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেই শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর। এক মাস ওয়েবসাইট চালাতে হলে যে বিপুল অঙ্কের খরচ হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তাই বিকল্প পথ ভাবতে হচ্ছে এসএসসিকে। তবে নিজের ওএমআর বিনামূল্যেই দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। এদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা মিছিল শুরু করলেও তাঁদের আটকায় পুলিশ। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় তাঁদের পাঁচ প্রতিনিধি বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। তাঁরা জানিয়েছেন, মন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে অস্বীকার করেছেন তাঁরা। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

ফের কমিশনকে আক্রমণ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ২০২৫ সালের নতুন বিধি নিয়ে ফের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসসি মডেল আনসার কি-তে গরমিল সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।' পরিবেশবিদ্যার একটি ভুল প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন?' বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ওই ভুল প্রশ্নে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তা আদালতে জানাবে কমিশন। পাশাপাশি সংস্কৃতেও একটি প্রশ্ন ভুল নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আবেদনকারীরা সরকার-স্বীকৃত বইয়ে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেই উত্তর দিয়েও নম্বর পাননি বলে অভিযোগ করছেন। রাজ্য সরকার স্বীকৃত বই, অথচ কমিশন ভিন্ন মন্তব্য করছে।'

পরিবেশবিদ্যায় ভুল প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত অভিযোগ করেন, 'প্রাথমিক ও চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-র মধ্যে গরমিল রয়েছে। অথচ আবেদনকারীদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে না।' কমিশনের যুক্তি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী, চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-তে অন্য অপশনকে সঠিক উত্তর বলা হয়েছে। তাঁদের মতামত কমিশনকে মানতে হবে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'প্রশ্ন তৈরি করেন কারা?' কমিশনের উত্তর, রুল অনুযায়ী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কী ধরনের প্রশ্ন সেট করেন? এবার কি আদালত বিশেষজ্ঞদের ওপরও বিশেষজ্ঞ বসাবে? একটি প্রশ্নের তিনটি সঠিক উত্তর হলে ধরে নিতে হয় প্রশ্নে গোলমাল রয়েছে।' আদালত এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে কি না, মন্তব্য করতেই বিচারপতি রুল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'পেপার চেকার হিসেবে যে অধ্যক্ষদের নিযুক্ত করা হয়, তা প্রশ্নের বাইরে নয়।' তাই যে প্রশ্ন সেটআপ করা হয়েছে তা দ্রুত বিবেচনা করে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। আবেদনকারীরা অংশও নিতে পারবেন। সংস্কৃতে প্রশ্ন ভুল মামলায় রেফার করা বইগুলি সরকার স্বীকৃত কি না, তা কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে।

> আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন? আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।
>
> **অমৃতা সিনহা**
> *বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট*

পায়ে পড়ি বাঘ মামা... বৃহস্পতিবার আলিপুর চিড়িয়াখানায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সিমেস্টার নিয়ে ব্রাত্য-শুভেন্দু সংঘাত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিমেস্টার ব্যবস্থায় ধার্য ফি নিয়ে সংঘাতে জড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে কটাক্ষ করে লেখেন, 'শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনও না কোনওভাবে ফন্দি এঁটে ছাত্রছাত্রীদের থেকে ঠিক পয়সা উশুল করার ধান্দা করবেই করবে।' এই পোস্টকে 'অপপ্রচার' বলে দাগিয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পালটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর ফি'র তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, 'বিরোধী দলনেতা তাঁর চিরাচরিত ঢঙে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

সম্প্রতি প্রতিটি সিমেস্টারে বসার জন্য ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে সংসদ। উদ্দেশ্য, স্কুলগুলি যাতে পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ফি চেয়ে তাদের বিভ্রান্ত না করতে পারে। সংসদের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিমেস্টার পিছু পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ টাকা করে নিতে পারবে স্কুলগুলি। এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর 'সর্বশিক্ষা অভিযান' কর্মসূচিতে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের প্রসঙ্গ তুলনা রূপে তুলে ধরেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে বলেন, 'রাজ্যে হাজার হাজার সরকারি স্কুল রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, তখন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ফি বাড়িয়ে নিজেদের দলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের লাভবান করে দিচ্ছেন।' আর এই লাভের ফলেই মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মান কিংবা জাপান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি'লিট পান বলে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। পালটা সিবিএসই-র ফি তালিকা তুলে ধরে তুলনা টেনেছেন ব্রাত্যও। একইসঙ্গে সংসদের বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরে তিনি প্রমাণ দেন, সিমেস্টার ব্যবস্থায় অতিরিক্ত খরচ চালানোর জন্য সংসদকে শিক্ষা দপ্তর প্রায় ১১ কোটি টাকা বার্ষিক অনুমোদন দিয়েছে। ব্রাত্য লেখেন, 'রাজ্য সরকার বিনামূল্যেই সকলের পড়াশোনা চালায়।'

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ বিএলও-দের। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

শুভেন্দুর দাবি খারিজ কমিশনের তথ্যে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিনদিনে ১ কোটি ২৫ লক্ষ নাম তোলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। বিএলওদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সংস্থা আইপ্যাক ভোটার তালিকায় এই দুর্নীতি করেছে। এই অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি সিইও দপ্তরে দরবার করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কমিশনের তথ্যই বলছে বিরোধী দলনেতার দাবি সঠিক নয়।

শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে এসআইআর-এ বিএলওরা ১ কোটি ২৫ লক্ষ তথ্য ডিজিটাইজড করেছেন। যেটা বাস্তবে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নাম তোলা আসলে আইপ্যাকের চক্রান্ত। ওই তিনদিনে রাজ্যের ভোটার তালিকায় ডিজিটাইজড হওয়া ভোটারের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষে পৌঁছেছিল। আচমকা এই বৃদ্ধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কমিশনের অধীনে অডিট ও প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত দাবি করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিহার এসআইআর সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, ৮ জুলাই থেকে ১১ জুলাইয়ের ব্যবধানে বিহারে ডিজিটাইজড হয়েছে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ফর্ম। শতাংশের হিসেবে যা এরাজ্যের থেকে ৮৫ শতাংশ বেশি। শুধু তাই নয়, কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মতে, ১১ থেকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে বিহারে বিএলওরা মোট ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজড করেছেন। এর মধ্যে শুধু ১২ জুলাই ডিজিটাইজড হওয়া ফর্মের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা ও পরিকাঠামো ঠিকঠাক থাকলে তিনদিনে এরাজ্যের বিএলওরাও যথেষ্ট ভালো কাজ করতে পারতেন।

সিইও দপ্তরের সুরক্ষা, জরুরি বার্তা দিল্লির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দপ্তরের নিরাপত্তা একশো ভাগ নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আগেও সতর্ক করেছিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারও দিনভর বিএলও মঞ্চের বিক্ষোভ ছিল। এদিনের বিক্ষোভ ও গোলমালের রিপোর্ট দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই কমিশন সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে এখানকার দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আবারও রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়। উদ্বিগ্ন কমিশনের এই জরুরি বার্তা সম্পর্কে এদিন নবান্নে এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, 'এসআইআর-এর চলতি প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যে লাগাতার বিক্ষোভ ও গোলমাল নিয়ে এবার রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন। কমিশনের জরুরি বার্তাতেই স্পষ্ট আভাস মিলেছে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ কোনওমতেই পিছোতে চায় না কমিশন। তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে প্রশাসনকে।'

কমিশনের জরুরি বার্তার পরই আবার টনক নড়েছে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের বাইরে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্ত করতে এদিনই সন্ধ্যায় প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা জরুরি বৈঠকে বসেন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কেউই অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি।

'নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএম-কে নয়'

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কলমের এক খোঁচায় ২০২৩ সালের ১২মে চাকরি গিয়েছিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। তারপর দীর্ঘ আড়াই বছরের লড়াই। এরই মধ্যে কেউ হারিয়েছেন প্রিয়জনকে। চাকরি যাওয়ার টানাপোড়েনের মধ্যে দুর্বিষহ কেটেছে এক একটি রাত। অবশেষে চাকরি ফিরিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টই। কিন্তু তাঁদের এই কয়েক বছরের যন্ত্রণার দায় কে নেবে? এর নেপথ্য কারিগর হিসেবে বামেদেরই দুষছেন বামপন্থী ও বাম মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশ। বঞ্চিত প্রার্থীদের হয়ে মামলায় সওয়াল করেছিলেন বাম ও বিজেপিপন্থী তাবড় আইনজীবীরা। যার ফলে চাকরি বহাল থাকার পরেও বামেদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশের। কেউ বাম ঘরানার, আবার কেউ বামেদের শিক্ষক সংগঠনের অংশ। কেউ বামেদের হয়ে খেটেছেন শ্রমজীবী ক্যান্টিনে, কেউ আবার দেওয়াল লিখেছেন। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যদের সওয়াল বদলে দিয়েছে তাঁদের মানসিক পরিস্থিতি। যদিও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে যাঁরা এই মন্তব্য করেন, আমি তাঁর উত্তর দিইনা। তাঁরা আদৌ বামপন্থী কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ বামপন্থীরা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিক্ষক অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার বাবা আরএসপি নেতা ছিলেন। ছোট থেকে বামপন্থী রীতি রেওয়াজ দেখেই বড় হয়েছি। নিজে রেভলিউশনারি ইউথ ফ্রন্ট করেছি। চাকরি যাওয়ার দু'মাসের মধ্যে বাবাকে হারিয়েছি। ওই দিনগুলি ভুলব না। ভবিষ্যতে নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএমকে নয়।' বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী উত্তর ২৪ পরগনার আব্বাস উদ্দীন বলেন, 'আমাদের নেতা বিকাশবাবুরা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে গিয়ে মামলার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছিলেন। আমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিশ্বাস করি। তবুও এই ব্যবহারিক কার্যকলাপের বিরোধী আমি। দলের অনেকে বিকাশবাবুকে বলেছেন, সকলকে দুর্নীতিগ্রস্ত না বলতে। কিন্তু উনি শোনেননি।'

ক্ষুব্ধ বাম শিক্ষকরা

বাবা ছিলেন লোকাল কমিটির সদস্য। অথচ চাকরি যাওয়ার পর দলীয় নেতারাই সরে যান পাশ থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরামবাগের এক শিক্ষিকা বললেন, 'কতবার স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে গিয়ে বলেছি, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে বলেছে। কেন মানব? এটাও বুঝিয়েছি, আপনারা যা করছেন, তা ঠিক নয়। আমাকে চটিচাটা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ওই মতাদর্শ থেকে পুরো পরিবার সরে এসেছে।' শিক্ষক অর্পণ রায় বলেন, 'শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যে আদর্শ নিয়ে বামপন্থীরা চলে, তার থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এখন। তাই সরে এসেছি। সিপিএমকে আর ভোট নয়। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এখন পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়াদের দাসত্ব করছেন। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মামলা লড়ছেন।' শিক্ষিকা মৌমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'চাকরি বহাল থাকার পর দেখলাম সবথেকে বেশি ওনাদের কষ্ট হয়েছে। অথচ এই বামেদের শিক্ষক সংগঠনের জন্য কতবার শোকজ হয়েছি। কত লড়াই করেছি। খারাপ লাগে।' দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষিকা প্রগতি সাহার মন্তব্য, 'একজনের জন্য গোটা দলকে দুষব না। তবে যাঁরা কলঙ্কিত করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করব।'

ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বিকাশবাবুরা। এদিকে ক্যাভিয়েট দাখিল করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন শিক্ষকরাও। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সাবধানি পা ফেলছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। মামলা লড়ার সিদ্ধান্ত দলীয় সাংসদের ওপর সেরেছেন মহম্মদ সেলিমরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান, সবটাই বিকাশবাবুর ব্যক্তিগত বিষয়। তবে এতে দলের ভাবমূর্তিতে যে প্রভাব পড়তে পারে তার আশঙ্কা এড়াচ্ছেন না শীর্ষ নেতারা।

১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে সামনে রেখে পথে নামল বিজেপি। ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে পথসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে আগামী ১০ দিন রাজ্যের ১৩০০ 'শক্তিকেন্দ্রে' ১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি। শুক্রবার রাজ্যের এই কেন্দ্রগুলিতেই পথসভা করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার পর বর্ষশেষের দিনকয়েক ছাড় দিয়ে নতুন বছরে ১৫ জানুয়ারির পর থেকে বিধানসভাওয়াড়ি নির্বাচনি প্রচার সভা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই বিধানসভাওয়াড়ি ওই সভার নির্ঘণ্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে বিজেপির এই নির্বাচন প্রস্তুতির পথে সবথেকে বড় বাধা দলের রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত না হওয়া। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পর পাঁচ মাস কেটে গেলেও কেন রাজ্য কমিটি এখনও চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে দলে।

রাজগঞ্জের কুণ্ডু চা বাগানে চলছে মেশিনে পাতা তোলা। ছবি ঃ বাপ্পা রাহা

‘সবুজের হাতছানি’ নিয়ে তৎপর নিগম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ‘সবুজের হাতছানি’ নিয়ে ফের নড়েচড়ে বসেছে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম। ঘোষণার সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এই পরিষেবা শুরু না হওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে এবার পরিষেবা চালু করতে তৎপর হয়েছে নিগম। সেইমতো বুধবার নিগমের অবসরপ্রাপ্ত দুজন কর্মীকে নিয়ে ‘সবুজের হাতছানি’ পরিষেবা নিয়ে একটি বৈঠক করেন শিলিগুড়ি ডিভিশনের কর্তারা। সেই বৈঠকে কোন কোন রুট ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই সংক্রান্ত একটি একটি তালিকা তৈরি করা হয়। বৃহস্পতিবার সেই তালিকা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনের কর্তারা।

নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশন সূত্রের খবর, তালিকায় থাকা ছ’টি রুটে পরিষেবা শুরু করতে সবুজ সংকেত দিয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এমনকি সবুজের হাতছানির জন্য একটি নন-এসি বাসও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও কবে থেকে সেই পরিষেবা চালু হবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারেননি।

নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেন, ‘একদিনের ট্যুর, এক রাত-দু’দিনের ট্যুর হিসেবে ইতিমধ্যেই কয়েকটি রুট ঠিক হয়ে গিয়েছে। দ্রুতই এই পরিষেবা চালু করার চেষ্টা করছি।’

জানা গিয়েছে, পাহাড়-ডুয়ার্সের পরিচিত স্পটগুলিকে কেন্দ্র করে রুট ঠিক করা হয়েছে। একদিনের রুট হিসেবে রাখা হয়েছে শিলিগুড়ি-ঝালং, শিলিগুড়ি-বিন্দু ও শিলিগুড়ি রকি আইল্যান্ড রুট। এক রাত-দু’দিনের রুট হিসেবে ঠিক করা হয়েছে শিলিগুড়ি-লাভা, শিলিগুড়ি-জলদাপাড়া ও শিলিগুড়ি-জয়ন্তী। যাত্রী হিসেবে একটি রাফ ভাড়াও ঠিক করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে, একদিনের ট্যুরে ভাড়া থাকবে এগারো থেকে বারোশো টাকার মধ্যে। অন্যদিকে, এক রাত-দু’দিনের ট্যুরে ভাড়া থাকবে দু’হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে।

ট্যুরের প্যাকেজে সকালের চা, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চের পর সন্ধ্যায় চা, টিফিনের পাশাপাশি ডিনারের ব্যবস্থাও করা হবে। এক রাত-দু’দিনের ট্যুরে রাতে থাকার জন্য হোটেলেরও ব্যবস্থা করা হবে। নিগম সূত্রে খবর, ভবিষ্যতে চারদিনের ট্যুরের পরিকল্পনা করছে নিগম। হিসেবে সুন্দরবন ও ভুটানের মতো জায়গা তালিকায় রাখা হয়েছে। তবে আপাতত একদিন ও এক রাত-দু’দিনের রুট চালু হোক চাইছেন নিগমের কর্তারাও।

মমতার সভা বয়কটের ডাক জীবনের

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : এবার কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা বয়কট করার ডাক দিলেন কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বিষয়টি ঘোষণা করেন। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে রাসমেলা মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রয়েছে। তার পাঁচদিন আগে কেএলও সুপ্রিমোর এমন ঘোষণায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও মমতার সভা বয়কট করা নিয়ে জীবনের এমন হুংকারকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ঘাসফুলের দাবি, ওই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। বিজেপি তাঁকে দিয়ে যা বলাচ্ছে, তিনি তাই বলছেন।

এদিকে, এই ঘটনায় জীবনকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, ‘ওঁর নাম জীবন সিংহ। কিন্তু উনি আসলে শিয়াল। হুক্কা হুয়া করে ছোট বনের মধ্যে থাকে। ওঁর ক্ষমতা থাকলে রাস্তায় বেরিয়ে রাজনীতির কথা বলুক। মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করুক।’

দেশজুড়ে চলা ইন্ডিগো বিপর্যয়ের প্রভাব

যাত্রী ক্ষোভ বাগডোগরায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ ডিসেম্বর : হঠাৎ করেই দেশজুড়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। মঙ্গলবার থেকে এখনও পর্যন্ত সারাদেশে এই সংস্থার দু’শোরও বেশি বিমান বাতিল হয়েছে। দেরিতে ওঠানামা করছে একাধিক বিমান। ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। দেশব্যাপী এই সমস্যার প্রভাব এসে পড়েছে বাগডোগরাতেও। যা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। অনেকে ইন্ডিগোর বিমানের টিকিট বাতিল করে অন্য সংস্থার বিমানে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন।

বাগডোগরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোজদিন ইন্ডিগোর ১২টি বিমান ওঠানামা করে। যারমধ্যে কলকাতা-বাগডোগরা রুটে ৩টি, হায়দরাবাদ-বাগডোগরা রুটে ২টি, দিল্লি-বাগডোগরা রুটে ৩টি, বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা রুটে ১টি, মুম্বই-বাগডোগরা রুটে ১টি, চেন্নাই- বাগডোগরা রুটে ১টি এবং দুর্গাপুর-বাগডোগরা রুটে ১টি বিমান ওঠানামা করে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার তিনটি বিমান বাতিল হয়েছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা

> সকাল ৮টা ৪০-এর বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট কেটেছিলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম কলকাতার বিমান বাতিল করা হয়েছে।
>
> **জৌনুন সাংমা**
> ইন্ডিগোর যাত্রী

দেরিতে চলছে একাধিক বিমান। তবে রাত পর্যন্ত সেগুলি বাতিল হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। বিমান বাতিল ও দেরিতে চলা নিয়ে ইন্ডিগোর বাগডোগরা বিমানবন্দের ম্যানেজার দীপক অ্যান্টনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম বলেন, ‘এটা ইন্ডোগোর সমস্যা। অন্য উড়ান সময়মতো চলছে।’

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল, সময়ে বিমান না আসা এবং বাতিল হওয়া নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। জৌনুন সাংমা নামে এক যাত্রী বললেন, ‘সকাল ৮টা ৪০-র বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট কেটেছিলাম। কলকাতা থেকে আইজল যাওয়ার বিমানের টিকিট করা ছিল। এখানে এসে জানতে পারলাম কলকাতার বিমান বাতিল করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে টিকিট বাতিল করলাম।’ তিনি জানান, সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।

চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিল ধূপগুড়ির বাসিন্দা অমিত দাসের। তিনি জানালেন, বুধবার টিকিট ছিল। বিমানবন্দরে এসে জানতে পেরেছিলেন বিমান বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর টিকিটটি বৃহস্পতিবার করে দেওয়া হয়। বুধবার ধূপগুড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ফের ধূপগুড়ি থেকে বাগডোগরায় আসেন। তবে এদিনও বেঙ্গালুরুর বিমান বাতিল হয়েছে বলে জানানো হয় তাঁকে। পরপর দু’দিন হয়রানির শিকার হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন অমিত। তিনি বলেন, ‘বারবার গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভাড়ার টাকা কে দেবে?’

হয়রানির শিকার হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের (ডিজিসিএ) তরফে বিমানের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে পাইলট এবং ক্রু মেম্বারদের ডিউটির অতিরিক্ত সময় কমানোর জন্য এফডিটিএল সংশোধন করা হয়। সেই সংশোধনে বলা হয়, একজন বিমানকর্মী দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজ করবে। সূত্রের খবর, এই নিয়ম কার্যকর করতে গিয়েই ফ্যাসাদে পড়েছে ইন্ডিগো। কেননা এমনিতেই কর্মীসংকটে ভুগছে সংস্থাটি।

এরই মধ্যে বুধবার বিবৃতি দিয়ে ইন্ডিগো জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, বিমানকর্মীদের সংশোধিত কাজের সময়সূচি অর্থাৎ ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) সহ একাধিক কারণে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা মেটাতে কাজ চলছে বলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

ঐতিহ্যের কাশ্মীরি শিকারা এবার ভোপালে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

ট্রেনে কাটা

খড়িবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : দিদির বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম মদন দেবনাথ। বয়স ৩৬ বছর। তিনি ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ দিদির বাড়ির পাশে থাকা খড়িবাড়ি থানার জোরপাকড়িজোতের ধুরভাঙ্গা গ্রামে রেললাইনে দাঁড়িয়ে হেডফোনে গান শুনতে গিয়ে কাটা পড়েন ওই তরুণ।

চিকেন নেকে

প্রথম পাতার পর

টাকার সামগ্রী পাচারের ছক বিএসএফ রুখে দিয়েছে। প্রায় ৬০০ জনকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসআইআর শুরু হওয়ার পর দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশিরা ওপার বাংলায় ফিরে যাচ্ছেন। তবে, তাঁদের বড় অংশই বৈধ পথে এদেশে আসেননি। বিএসএফ অবশ্য দাবি করেছে, এই সংখ্যা উত্তরবঙ্গে কম। গত চার মাসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে এমন প্রায় ১৫০ জনকে বাংলাদেশে ফেরার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁদের বিজিবি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আইজি এদিন বলেন, ‘এসআইআর শুরুর আগে থেকে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশে ফিরছেন। এঁদের অনেকে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতেন। কিন্তু কাজ চলে যাওয়ায় এঁরা ফিরছেন। এঁদের সঙ্গে এসআইআর-এর যোগ নেই বলেই মনে হয়।’ তবে প্রত্যেকের আঙুলের ছাপ সহ ডিজিটালি তথ্য বিএসএফ নিয়ে রাখছে।

বাহিনীর জওয়ানরা যাতে হানি ট্র্যাপে না পড়েন সেইজন্য অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোনে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা বা অজানা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাসপেন্ড হুমায়ুন, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

প্রথম পাতার পর

‘সব ধর্মেই কুলাঙ্গার থাকে, গদ্দার থাকে। বিজেপি এদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রাখে। টাকা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ফান্ডিং করায়। তা হবে না। নির্বাচনের আগে টাকা খেয়ে কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে, এরা দেশের শত্রু। পচা শামুকদের সরিয়ে দেবেন। একটা ধান পচে গেলে সরিয়ে দিতে হয়, নাহলে সব ধান পচে যায়। কিছু পোকামাকড় থাকবেই, কিন্তু এদের আমরা সরিয়ে দিই। তেমনই এদেরও সরিয়ে দিন।’ হুমায়ুন দীর্ঘদিন ধরেই নানা মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করছিলেন।

কয়েকবার দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ ও সতর্কও করে। কিন্তু তিনি থামেননি। সভা শুরুর আগেই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করা হলে বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল ছাড়েন। তাঁর দাবি, দল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে এখনও চিঠি দেয়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৩৫টি আসনে লড়াই করবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ বলেন, ‘তিনি তো ভরতপুরের বিধায়ক। হঠাৎ বেলডাঙ্গায় মসজিদ করতে চাইছেন কেন? আসলে ওই স্পর্শকাতর এলাকায় তিনি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে বিজেপিকে সাহায্য করতে চাইছেন।’ পালটা হুমায়ুনের উত্তর, ‘যে ফিরহাদ হাকিম আমাকে সাসপেন্ড করেছেন, তাঁকে আমি নেতাই মানি না।’ হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, ‘তোলাবাজ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দল তৈরি করব। বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ তৈরি আটকানোর ক্ষমতা কারও থাকলে রুখে দেখাক। শুধু হেনস্তা নয়, আমি খুনও হতে পারি, নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলে হাইকোর্টে যাব।’

বাবরি মসজিদ তৈরির এই প্রস্তাব সংবিধানবিরোধী বলে অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, ‘গোটা বিষয়টির ওপর রাজ্য নেতৃত্ব নজর রেখেছিল। সবটাই তাদের সিদ্ধান্ত।’ হুমায়ুনকে ২০১৫ সালেও দল থেকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০১৬ সালে রেজিনগরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। তারপর কংগ্রেসে ফিরে যান। আবার ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপিতে যোগদান করে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন। আবার ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে ফিরে রেজিনগরের বদলে ভরতপুরে প্রার্থী হয়ে বিধায়ক পদ পান।

এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রই হল কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। এই হুমায়ুনকে ব্যবহার করেই মুখ্যমন্ত্রী ভোটে আমায় হারিয়েছিলেন। এখন ও বোঝা হয়ে গিয়েছে বলে ছুড়ে ফেলে দিলেন।’ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘পুরোটাই নাটক। এর আগে যখন হুমায়ুন হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ ছিলেন? উনি এখানে বাবররাজ কায়েম করতে চাইছেন।’

নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

প্রথম পাতার পর

বিহার ও নেপাল থেকে যে সমস্ত মহিলারা শিলিগুড়িতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ভাগ্যে এমন বঞ্চনা জুটেছে। শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন আরও ছোট শহরগুলোতে আসা বিহারি বা নেপালি তরুণীদের কী দুরবস্থা! শাসক ও বিরোধী কোনও পার্টির নেতাদের কাছেই এমন খবর ছিল না, তাঁরা সবাই এখন এতটা জনবিচ্ছিন্ন।

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনদের জোর করে নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশে। আর দেশে ঘরের অভ্যন্তরে রেখে যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীদের কাছ থেকে। নারী দিবস ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে এত লেখালেখির কোনও মানে আছে তাহলে? বহু সাধারণ ভারতীয় মহিলা আজ বিখ্যাত সেলেব নারীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অকারণ গালাগাল দিয়ে নিজস্ব তৃপ্তি পেতে পারেন। কেউ অশ্লীল রিলস বানাতে পারেন নিঃসংকোচে। আজকের মেয়েদের স্বাধীনতা কি তা হলে শুধু এসবই?

আমাদের বাংলায় বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, যত হইচই করছেন কেন্দ্রের বাবুরা, তার এক ফোঁটা হইচই হচ্ছে না নেপাল থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে। কারণ দুর্বোধ্য। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা অনুপ্রবেশকারীই। সে মুসলিমই হোক, হিন্দুই হোক। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, রাজু বিস্ট, শংকর ঘোষরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার, বেআইনি পথে আসা নেপালিদের নিয়ে আদৌ নন। অথচ শিলিগুড়ি সহ পাহাড়ের বিভিন্ন শহরে নেপালি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রচুর। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই কেন?

শিলিগুড়িতে বিহার বা নেপাল থেকে আসা মহিলাদের অধিকার যেমন নির্লজ্জভাবে নাকচ করে দিচ্ছে পরিবারের পুরুষ, এরকম পরিস্থিতি কলকাতা, মালদা, আসানসোল বা বর্ধমানে হতেই পারে। রাজ্য সরকারের উচিত এ ব্যাপারে বিস্তৃত খোঁজ নেওয়া। এসআইআর-এর দৌলতে অর্চনা বা লক্ষ্মীদের ভোটার কার্ডটি হতে পারে। তবে সমাজে তাঁদের যা প্রাপ্য, তার পুরোটা কি তাঁরা পাবেন? সমানাধিকার কি ফিরিয়ে দেবে বাড়ির পুরুষ?

সোনালিকে, সোনালিদের রাতের অন্ধকারে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে যেভাবে মুখ পুড়ল ভারতের, তারপরে কোনও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। গোটা বিশ্ব হাসবে! আমেরিকা সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এখন এভাবে দাদাগিরি দেখাচ্ছে। নিজের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের। সেখানে কখনও শোনা যায়নি যে নিজের দেশের লোকদেরই ভুল করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও শোনা যায়নি, ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে সব পার্টি কোনও না কোনও সময় অন্য দেশের মানুষকে নাগরিকত্বের কার্ড দিয়ে দেয়।

সোনালির ঘটনাটা প্রথম নয়, শেষও নয়। এর আগে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার অনেক ভারতীয় মুসলিমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশে। গত মে মাসে অসমের বরপেটায় ১৪ জন ভারতীয়কে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভারত সরকার ভারতীয়দেরই সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে বেশি। বিবিসিকে এক ইন্টারভিউতে ৫৮ বছরের সোনা বানু বলেছিলেন, ‘পুলিশ ও বিএসএফ আমাকে বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমি মশা আর জোঁকে ভরা জঙ্গলে হাঁটুজলে দুইদিন খাবার ও জল ছাড়াই কাটিয়েছি’!

বাংলাদেশে তাঁদের জায়গা হয় জেলে! তারপর ফেরত পাঠানো হয় ভারতের গ্রামে। এই অপমান, এই যন্ত্রণা কি তাঁদের প্রাপ্য ছিল? ছিল না। তেমনই শিলিগুড়ির গৃহবধূদের ওরকম অপমানও প্রাপ্য নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিষ বাংলায় এখনও নেই। সেই বিষ যদি বিহার বা নেপাল থেকে এসে ছড়ানো হয়, তাহলে শুরুতেই সেই বিষদাঁতগুলো ভেঙে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারই তো আমাদের শিখিয়েছে, ‘বিষধর’-দের আশ্রয় দিয়ে কোনও লাভ হয় না।

সরকারকে কোথায় পাব আমরা?

এখন যাঁর জন্মশতবর্ষ বাংলায় হইচই করে পালন হচ্ছে, সেই সলিল চৌধুরী কবে তাঁর বিখ্যাত গানে বলে গিয়েছেন, ‘‘সবাই বলছে দায়ী সরকার/কিন্তু তাকে চিনতে পারা দরকার/ ভাবি, ধরে আচ্ছা করে প্যাঁদাই/কিন্তু কিছুতেই তাকে চিনতে পারি না/আসল কথা বলতে মানা/ ওই শুয়োরের বাচ্চাদের ডানা/ (আরে রোজ গজাচ্ছে, আমি নিজের চোকে দেকেছি!)/ কিন্তু উড়ে যায়, তাই ধরতে পারি না’’

ওরা উড়ে যাক যেখানে খুশি। সোনালি-লক্ষ্মীরা ডানা মেলে উড়ে যাক স্বাধীনতার মানচিত্রে।

পৃথিবীর পাঠশালা

৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন আবিষ্কার

ফ্রান্সের মোসেল অঞ্চলের মাটির নীচে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন-এর এক বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রিন বা গ্রে হাইড্রোজেনের চেয়ে আলাদা এই ‘সাদা হাইড্রোজেন’ প্রাকৃতিকভাবে মাটির নীচে পাওয়া যায়, যার জন্য শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি কম খরচের, শূন্য-কার্বন জ্বালানি উৎস। আনুমানিক ৯,২০০ কোটি ডলার মূল্যের এই ভাণ্ডারটি বিশ্বের বার্ষিক গ্রে হাইড্রোজেন উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে এবং তা পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করেই। এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী জ্বালানি কৌশল বদলে দিতে পারে। ফ্রান্স এখন ক্লিন এনার্জি অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

ক্যানসার ধরতে প্রস্রাব পরীক্ষা

এখন থেকে প্রস্রাব পরীক্ষা করেই ক্যানসার নির্ণয় করা যাবে। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন প্রস্রাব পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা প্রস্রাবে থাকা ক্যানসার সম্পর্কিত অণুগুলি চিহ্নিত করে অগ্ন্যাশয় এবং প্রস্টেট ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। প্রস্রাবে যেহেতু অনেক বিপাকীয় যৌগ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই এটি পরীক্ষার জন্য আদর্শ মাধ্যম। এই নতুন পরীক্ষার জন্য ‘সারফেস-এনহ্যান্সড রমন স্ক্যাটারিং’ নামের এক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একটি টেস্ট স্ট্রিপ এবং একটি হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার তৈরি করেছেন যা প্রস্রাবের মধ্যে ক্যানসারের সূচকগুলি চিহ্নিত করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় এই পদ্ধতিটি প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগী এবং ক্যানসারমুক্ত ব্যক্তিদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে। এই দ্রুত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাটি ক্যানসার শনাক্তকরণে এক বড় ধরনের অগ্রগতি।

বডি বিল্ডার থেকে ট্রান্স মডেল

বেলা লংগুইনহো একজন ট্রান্সজেন্ডার মডেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তিনি নিজের রূপান্তরের গল্প অকপটে তুলে ধরেন। নিয়মিত ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন তাঁর অতীত আর বর্তমানের। যা তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। ‘বেলা’ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল ‘জে’। তখন তিনি ছিলেন একজন বডি বিল্ডার। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজের আসল পরিচয় মেনে নেন এবং তা প্রকাশ্যে জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। এখন বিশের কোঠায় থাকা বেলা তাঁর অনলাইন উপস্থিতি ব্যবহার করে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর মতোই আরও পাঁচজনকে। তাঁর এই জয়যাত্রা প্রমাণ করে, নিজের প্রতি সৎ থেকে সাহসের সঙ্গে জীবনযাপন করা সম্ভব।

বিলিয়নিয়ারদের চোখে বুড়ো হওয়ার বিকল্প

এআই চালিত বার্ধক্য গবেষণা থেকে শুরু করে জিন-এডিটিং থেরাপি পর্যন্ত, বহু ধনকুবেরের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোম্পানিগুলি বার্ধক্যের গতিতে রাশ টানতে, তাকে একেবারে থামিয়ে দিতে, এমনকি উলটোদিকে ঘুরিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। কেউ কেউ মানুষের আয়ু বাড়ানোর জন্য জোর দিচ্ছেন কোষের পুনর্জন্ম, তরুণ প্লাজমা দেওয়া, ন্যানোমেডিসিন এবং জিনের ওপর কারিকুরি করার বিশেষ প্রযুক্তি ‘ক্রিস্পার’ (সিআরআইএসপিআর)-এর ওপর। এই প্রযুক্তিগুলি এখনও পরীক্ষার পর্যায়ে থাকলেও কোষের মেরামতিকে উন্নত করা এবং জৈবিক বার্ধক্যকে ধীর করার মতো আশাব্যঞ্জক লক্ষণ দেখাচ্ছে। একটি বিষয় স্পষ্ট, অ্যান্টি-এজিং বিজ্ঞান আর কল্পবিজ্ঞান নয়- এটি বাস্তবে ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল, এটি কি শুধু সুস্থ দীর্ঘ জীবন দেবে নাকি বুড়ো হওয়াটাকেই একটা বিকল্প করে তুলবে।

জোড়া কাঁটায় বিদ্ধ এনবিইউ

প্রথম পাতার পর

আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদলকে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরবার করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।’

ভাস্কর তৃণমূলের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রাক্তন সভাপতি। শিক্ষাবন্ধু সমিতির পূর্বের আন্দোলনে তাঁর সমর্থনের কথা অজানা নয় কারোরই। প্রতিশ্রুতি দিয়েও আইনি গেরোয় এখন তা পূরণ করতে না পারায় ফাঁপরে পড়েছেন তিনি। অন্যদিকে শিক্ষাবন্ধু সমিতির সভাপতি রণজিৎও ভাস্করের তালে তাল মিলিয়ে বিপাকে পড়েছেন। বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় সংগঠনের সদস্যরা তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনে নামা ছাড়া রণজিতের সামনে অন্য কোনও রাস্তা খোলা ছিল না। এদিন শিক্ষাবন্ধু সমিতির কয়েকজন নেতা আন্দোলনে অনুপস্থিত ছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই রণজিৎ অভিযোগ করেন, ভাস্কর তাঁদের সংগঠনে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছেন। সবমিলিয়ে দুই পক্ষের সখ্যে চিড় ধরায় তার প্রভাব পড়েছে ক্যাম্পাসে।

বেতন বৃদ্ধির চাইতেও বড় হয়ে উঠেছে পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, বেশ কয়েক বছর ধরে একটি বেসরকারি সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে।

> ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে। তিনিই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।
>
> **- শংকরী চক্রবর্তী**
> সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক
> উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪-এর মাঝামাঝি তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। নতুন করে যে টেন্ডার হয় তাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাই সবথেকে কম টাকায় কাজের দরপত্র পেশ করেছিল। তবে প্রশাসনিক ডামাডোলে নতুন করে এখনও তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। পড়ুয়াদের কথা ভেবে ওই সংস্থাকেই চিঠি দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন তৎকালীন রেজিস্ট্রার। সংস্থার এক আধিকারিকের দাবি, কাজ চালিয়ে গেলেও বর্তমানে তাঁদের বকেয়ার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। সম্প্রতি সেই টাকা মেটানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিও পাঠিয়েছেন তাঁরা। তাতে সাড়া না মেলায় স্নাতকোত্তরের পরীক্ষার কাজকর্ম করা তাঁদের পক্ষে যে সম্ভব নয় সেকথা ইতিমধ্যেই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ওই আধিকারিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক শংকরী চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে। তিনিই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।’ বৃহস্পতিবারের বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি বলেই জানিয়েছেন উপস্থিত একাধিক সদস্য। জানুয়ারি থেকেই স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা শুরু হবে। এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কাজ বন্ধ করে দিলে অথই জলে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সিদ্ধান্ত খারিজ

প্রথম পাতার পর

৬৪ পাতার রায়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতারণা, ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে অসফল প্রার্থীরাও মামলা করতে পারেন। তাই মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না থাকার যুক্তিতে খারিজ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আদালতের যুক্তি, মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না। এতে সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ন্যায় ও সমানাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। আদালতের মতে, রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মানুযায়ী নতুন শূন্যপদ নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ওই রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার এমন নীতি নিতে পারবে না যা অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচারী, নিয়মের পরিপন্থী।

আমার শহর

ফাইনের জেরে ফেরত ব্যাগ

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : পলিউশন সার্টিফিকেট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় একটি গাড়িকে জরিমানা করা হয়েছিল। আর এই সূত্রেই একটি পরিবার গাড়িতে ফেলে দেওয়া ব্যাগ ফিরে পেল। কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা ওই পরিবার বৃহস্পতিবার সিকিম থেকে সেবক মোড়ের একটি হোটেলে আসছিল। চেকপোস্ট এলাকায় ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের অভিযান চলাকালীন ওই গাড়িটিকে দাঁড় করানো হয়। পলিউশন সার্টিফিকেট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গাড়িটিকে ফাইন করা হয়। পরে গাড়িটি পরিবারের সদস্যদের সেবক মোড়ে নামিয়ে দেয়। হোটেলে ওঠার পর পরিবারের সদস্যদের খেয়াল হয়, ওই গাড়ির মধ্যেই তাঁরা ব্যাগ ফেলে এসেছেন।

এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় তা তাঁদের মাথায় আসছিল না। হঠাৎ করে তাঁদের সেই ফাইনের বিষয়টি মনে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা সেইমতো চেকপোস্টে চলে যান। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের বিষয়টা জানানো হয়। ফাইন করতে তাঁরা আগে যে কাগজপত্র ব্যবহার করেছিলেন সেটি ঘেঁটে গাড়িটির তথ্য বের করে সংশ্লিষ্ট নম্বরে ফোন করেন। গাড়ির মালিকের কাছে ফোন যাওয়ার পর খবর যায় গাড়িচালকের কাছে। এরপর সেই গাড়ি নিয়ে চালক ফের চেকপোস্টে চলে আসেন। ওই ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের হাতে।

বর্জ্য পাহারায় পুলিশ কেন?

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পুলিশ পিকেটিং বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার সরব হলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা থেকে শাসকদলের নেতারা। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তাঁরা এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অনেকে আবার মেয়রকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দেহরক্ষীদেরও একদিন ওই এলাকায় পিকেটিং-এর জন্য ডাকা হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে হইচই শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিএসপি মনোজ চক্রবর্তী নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এই বিষয়ে পোস্ট করে প্রতিবাদ জানান। তাঁর সেই পোস্টে আরও এক প্রাক্তন ডিএসপি মন্তব্য করেছেন। মনোজ বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এই নির্দেশিকাকে খণ্ডন করি। প্রয়োজন হলে, বেকার তরুণদের নিরাপত্তারক্ষীর কাজ দেওয়া হোক।' এদিন মনোজকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি যা পোস্ট করেছি সেটাই আমার বক্তব্য। পুলিশকে কি এবার আবর্জনা পাহারা দিতে হবে? পুলিশের কাজ মানুষের সম্পত্তি এবং জীবন পাহারা দেওয়া। পুলিশকে তো এত নীচে নামানো যাবে না!'

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য মেলেনি।

উত্তরবঙ্গ বইমেলার উদ্বোধনী দিনে স্টলে কৌতূহলী পাঠকরা। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

প্রবেশমূল্য ছাড়াই 'রাঘব লাইভ'

উদ্বোধনী দিনে প্রস্তুতিও

উত্তরবঙ্গ বইমেলা ৪৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। এদিন অনেকেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। আবার কেউ মেলা ঘুরে বইয়ের কী সম্ভার এসেছে তা দেখার চেষ্টা করলেন। তবে বেশিরভাগ স্টলে কাজ চলায় অনেকেই শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই মনোযোগ দেন। আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বইপ্রেমীদের কাছে বইমেলা একটা আবেগের জায়গা। কবে বইমেলা শুরু হবে, সারা বছর সেই দিকেই তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। এবার উত্তরবঙ্গ বইমেলা ৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। তবে বৃহস্পতিবারই তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক অমর মিত্র। উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি সত্যম রায়চৌধুরী, মেয়র গৌতম দেব। উদ্বোধনী দিনে যা হয়, ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। কেউ স্টলে বই সাজাচ্ছেন, আবার কেউ স্টল তৈরি করছেন, আবার কতগুলি স্টল সেজে একদম প্রস্তুত। আর এই সবের ফাঁকে মঞ্চে চলছে উদ্বোধনী সংগীত। এছাড়া এদিন শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সুরে মাতলেন সকলে।

গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় উত্তরবঙ্গ বইমেলা এবার ৪৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। এদিন অনেকেই এসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। আবার কেউ মেলা ঘুরে দেখার চেষ্টা করলেন বইয়ের কী সম্ভার এসেছে। তবে বেশিরভাগ স্টলের কাজ চলায় অনেকেই শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই উপভোগ করলেন।

প্রতি বছরই মেলা শুরুর একদিন আগেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। সাধারণ মানুষ যাতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আনন্দ নিতে পারে তাই এদিন কোনও প্রবেশমূল্য ছাড়াই ঢোকার ব্যবস্থা ছিল। বইমেলায় এবার বাংলা, হিন্দি ইংরেজি সব মিলিয়ে ৯৪টি স্টল এবার থাকছে। উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মধুসূদন সেন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে এই মেলা আবেগ ও ভালোবাসার। এবারও অনেক প্রকাশনী সংস্থা এসেছে। তবে জেন জেড অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের পছন্দের অনেক প্রকাশনী এসেছে।' এদিন বান্ধবীর সঙ্গে এসেছিলেন মধুশ্রী দত্ত। বলছিলেন, 'বইমেলা যে ক'দিন চলে প্রায় প্রতিদিনই আসি। আজ অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি, কাল থেকে বই দেখতে আসব।' ১৫ ডিসেম্বর অবধি চলবে এবারের বইমেলা।

প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন সাহিত্যিক অমর মিত্র। ছবি : সূত্রধর

নতুন প্রজন্মের পছন্দই টার্গেট

- বইমেলায় এ বছর বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব মিলিয়ে ৯৪টি স্টল থাকছে
- তবে নতুন প্রজন্মের পছন্দকে টার্গেট করে অনেক প্রকাশনী সংস্থা এসেছে

মগ্ন খুদে পড়ুয়া। বইমেলার উদ্বোধনী দিনে। ছবি : সুশান্ত পাল

পিপিপি মডেলে হাসপাতাল রেলের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে পিপিপি মডেলে নতুন হাসপাতাল তৈরি করবে রেল। তবে সেই হাসপাতালে যে শুধু রেলের কর্মী ও আধিকারিকরা চিকিৎসার সুযোগ পাবেন এমন নয়। রেলের তৈরি হওয়া নতুন হাসপাতালে কম খরচে সাধারণ মানুষও চিকিৎসা করাতে পারবেন।

ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে থাকা পরিত্যক্ত আবাসনগুলির মধ্যে বেশকিছু ভেঙে ফেলছে রেল। আরও বেশ কয়েকটি দ্রুত ভেঙে ফেলা হবে। সেই জায়গায় তৈরি হবে ৯৯টি নতুন আবাসন। পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহরে রেলের জমিতে তৈরি হবে পিপিপি মডেলের অত্যাধুনিক হাসপাতাল। এমনকি তিনবাত্তি থেকে এনজেপি যাওয়ার যে রাস্তা হবে সেটার কাজও দ্রুত শুরু করবে রেল। ইতিমধ্যে রাস্তার কাজের জন্যে টাকাও বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে বলে রেল সূত্রে খবর।

বিষয়গুলি নিয়ে এনজেপি'র এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'নতুন অবাসনের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পিপিপি মডেলের হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব এসেছে। সেটা নিয়েও কাজ হচ্ছে।'

> নতুন আবাসনের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পিপিপি মডেলের হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব এসেছে। সেটা নিয়েও কাজ হচ্ছে।
>
> **অজয় সিং** *এডিআরএম*

পুরনিগম এলাকায় রেলের যে সমস্ত রাস্তা রয়েছে সেগুলিতে পোস্টার টাঙিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে বলে দিনকয়েক আগেই জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। রেলের ওই রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে পড়ে থাকলে পুরনিগমের ঘাড়ে দোষ চাপছে বলে দাবি করেছিলেন মেয়র। এই ঘটনার পর বুধবার এনজেপি'র এডিআরএমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ডঃ শংকর ঘোষ। তিনবাত্তি থেকে এনজেপি'র রাস্তা কবে ঠিক করা হবে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেন বিধায়ক। শংকরের দাবি, এডিআরএম জানিয়েছেন ওই রাস্তা তৈরির জন্যে টাকা বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই টেন্ডার ডেকে কাজ শুরু করা হবে।

বিধায়ক বলেন, 'তিনবাত্তি থেকে এনজেপি'র রাস্তা শীঘ্রই ঠিক করে দেবে রেল। এর বাইরে রেলের আরও বেশ কিছু নতুন কাজ হবে এখানে।' দীর্ঘদিন ধরেই অম্বিকানগর, বাগরাকোট সহ একাধিক এলাকায় রেলের পরিত্যক্ত আবাসন পড়ে রয়েছে। ওই আবাসনগুলিতে নেশার আসর বসে এবং বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম হয় বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আবাসনগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত প্রস্তাব রেল বোর্ডে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে সবুজ সংকেত আসার পর কাজ শুরু করেছে রেল।

কাছারি রোডে অভিযান

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ফুটপাথ দখলদারির বিরুদ্ধে ফের অভিযানে শিলিগুড়ি পুলিশ। বৃহস্পতিবার অন্য আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে আসরে নামলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। কাছারি রোডে ফুটপাথ দখল করে দোকানের সামগ্রী সাজিয়ে রাখা দীর্ঘদিনের সমস্যা। এদিন কিছু পরিমাণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন তিনি। তবে সামগ্রীগুলি পরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রাস্তায় বিপজ্জনকভাবে পার্ক করে রাখা কয়েকটি বাইকের চালানও কাটা হয় এদিন।

এর আগেও অবশ্য একাধিকবার অভিযান হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি আবার আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। এবার কী হুঁশ ফিরবে? ডিসিপি (ট্রাফিক) বললেন, 'এটি আমাদের কনটিনিউয়াস প্রসেস। ফের ফুটপাথ দখল করা হলে ফের অভিযান হবে।'

অন্যদিকে, বুধবার ইস্টার্ন বাইপাসে অভিযানের পর এদিন কড়া মনোভাব ছিল ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীদের মধ্যে। বেলা বাড়তেই ট্রাফিক গার্ডের তরফে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ট্রাফিক পুলিশকে আসতে দেখে তড়িঘড়ি পসরা ফুটপাথ থেকে সরিয়ে ফেলেন বহু ব্যবসায়ী। ফুটপাথের মধ্যে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে লোহার খুঁটিতে আটকানো দোকানের সাইনবোর্ডগুলি গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে নিয়ে যায় তারা। পথচলতি মানুষের কথায়, এমন অভিযান নিয়মিত চললে তবেই ছবিটা বদলাবে।

শিলিগুড়িতে কাজ করতে এসে ধর্ষিতা তরুণী

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তাঁর সহকর্মীর বিরুদ্ধে। ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি কারখানার কর্মী ওই তরুণী মেয়েকে নিয়ে থাকতেন সেখানকার কোয়ার্টারে। ওই কারখানারই এক কর্মী তাঁকে ধর্ষণ করেছে বলে তরুণীর অভিযোগ। তরুণীর দাবি, পুরো ঘটনা জানার পর তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এমনকি টাকার প্রলোভন দেওয়া হয়। যদিও চুপ না থেকে ওই তরুণী মেয়েকে নিয়ে ভক্তিনগর থানায় পৌঁছে অভিযোগ দায়ের করেন। বুধবার রাতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত রাজু দত্তকে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শিলিগুড়ি শহরের নারী নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। বুধবার সকালেই এক মহিলা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহায্য চাইতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভক্তিনগর থানায়। তাঁর অভিযোগ ছিল, কাজের ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক আত্মীয়ের বান্ধবী তাঁকে শালুগাড়ার বাড়িতে এনে প্রবীণ বাবার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওই ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার আরও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ঘটনা সামনে এল। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িতে কাজ করতে এসে ধর্ষিতা হলেন এক তরুণী। তিনি জানান, খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তিনি কাজের খোঁজে আসেন শিলিগুড়িতে। শালুগাড়া এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে কাজের খোঁজ শুরু করেন। ওই এলাকাতেই একটি কারখানায় তিনি ও তাঁর মেয়ে কাজ পান। কারখানার কোয়ার্টার থাকায় দুজনে সেখানে থাকতে শুরু করেন। ওই তরুণীর বক্তব্য, 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। যদিও রাজু বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। অশ্লীল প্রস্তাব দিতেও শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি। মেয়ের নাইট শিফটিংয়ে কাজ ছিল। আমি দরজা বন্ধ করেই শুয়েছিলাম। হঠাৎ রাজু জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ধর্ষণ করে বসে।'

তাঁর অভিযোগ, 'কারখানা কর্তৃপক্ষকে সমস্ত কিছু জানানোর পরেও কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। বরং ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। টাকার পরিবর্তে মুখ বন্ধ রাখার জন্যও চাপ সৃষ্টি করা হয়।' তবে কাজ ছেড়ে বুধবার রাতে মেয়েকে নিয়ে সোজা চলে যান ভক্তিনগর থানায়। ওই তরুণী বলেন, 'আমরা কোথাও না কোথাও কাজ পেয়ে যাব। তবে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ থেকে সরে আসব না।'

শহরের ধুলোয় দমবন্ধ, বাঁচতে ভরসা মাস্ক

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : যেন ধুলোর চাদরে মুড়েছে শহর। রাস্তায় চলতে গিয়ে কুয়াশা বা ধোঁয়া ভেবে ভুল হয়ে যেতে পারে যে কারও। ভুল ভাঙবে যখন একহাত দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরতে হবে।

বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় চলাই দায়। প্রধান সড়ক হোক বা শহরের ভেতরের রাস্তা, কয়েক ঘণ্টার চলাচলের পর কারও চোখের পাতা ধুলোয় সাদা হয়ে যাচ্ছে, কারও হাঁচি শুরু হয়ে যাচ্ছে। কারও গলার সমস্যা শুরু হচ্ছে। অ্যালার্জির সমস্যাও হচ্ছে। ফলে আবার মাস্কের কাছে না ফিরে উপায় নেই।

সেবক রোডের দুই মাইল থেকে কোর্ট মোড়ের দিকে বাইকে করে ফিরছিলেন প্রহ্লাদ কর। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে বাঁধছিলেন। কেন? এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'ধুলোর জ্বালায় তো হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যাচ্ছে।'

শহরে ভাঙাচোরা রাস্তাও যেমন প্রচুর রয়েছে তেমন নানা কাজের জন্য রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়িও চলছে। সেইসঙ্গে গাড়ির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, গাছ কাটা পড়ছে। সে সবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধুলোর পরিমাণ। চিকিৎসকরা বলছেন ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা, হৃদরোগের সমস্যা যাদের রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এমন পরিবেশে সমস্যাটা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

বিশিষ্ট চিকিৎসক পিডি ভুটিয়া বলছিলেন, 'সকালে এবং রাতে ধুলো বেশি থাকে। এই সময়টায় সাধারণত প্রবীণ নাগরিকরা হাঁটতে বেরোন। এই সময়গুলোয় প্রবীণরা হাঁটতে না বেরিয়ে সময়টা পালটে নিতে পারেন। যাদের ধুলোয় থাকার অভ্যাস নেই তাদের সর্দি লেগে যাচ্ছে, সহজে কমছে না।' তাঁর পরামর্শ, সেক্ষেত্রে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। যাদের ডায়াবিটিস, ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা, হৃদরোগ, কিডনির সমস্যা রয়েছে তাদের ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও পথেঘাটে বেরোনোর সময় অবশ্যই মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করতে হবে।

মাসখানেক ধরে সেই করোনাকালের মতো আবার মাস্কের ব্যবহার করতে শুরু করেছেন দেশবন্ধুপাড়ার ভাস্কর বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আমার এত সর্দি লেগে গিয়েছে যে মাস্ক ছাড়া উপায় নেই। ধুলোবালির জন্যই এই সর্দির শুরু। মাস্ক ছাড়া বেরিয়ে সর্দি কমেনি বরং আরও বেড়েছে। হাকিমপাড়ায় চিলড্রেন পার্কের সামনে দিয়ে রোজ অফিস যাই। ওখানে রাস্তায় কিছু কাজ চলছে। ধুলোর জেরে মাস্ক ছাড়া রাস্তায় চলাই দায়।'

চিকিৎসক দ্বৈপায়ন ঘোষ বলছিলেন, 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স তো বেড়েই চলেছে। শীতের সময় উনুনের রান্না, কাঠ পোড়ানো, আগুন জ্বালানো সহ আরও নানা কাজের জন্য ধোঁয়া, ধুলোর সমস্যা অনেকটা বেড়ে যায়।'

নির্মাণকাজ চলছে এমন জায়গা থেকে বেরোনো আল্ট্রা পার্টিকুলেট ম্যাটার, পলিউশন ফেল থাকা গাড়িগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া এসব জিনিসগুলো শরীরের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। শ্বাসনালি দিয়ে একদম শরীরের ভেতরে ঢুকে শরীরের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। বাড়িতে বই, জামাকাপড়েও ধুলো জমতে দেওয়া উচিত নয়। পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

শহরের সেবক রোড, হিলকার্ট রোড, ইস্টার্ন বাইপাস, হাকিমপাড়ার বিভিন্ন রাস্তা, সুভাষপল্লির কিছু এলাকা, নৌকাঘাট, গেটবাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় মুখে মাস্ক পরে ঘুরতে দেখা গেল বহু মানুষকে। কারণ জিজ্ঞেস করলে সরাসরি ধুলোকেই দায়ী করেছেন তাঁরা।

ধুলোর জন্য মাস্ক পরে গন্তব্যে যাত্রী। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

উদ্বেগের কারণ

- শহরে ভাঙাচোরা রাস্তা প্রচুর রয়েছে
- সেইসঙ্গে নানা কাজের জন্য রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়িও চলছে
- গাড়ির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে
- নগরায়ণে গাছ কাটা পড়ছে
- পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধুলোর পরিমাণ

বাঁধের উপর দখলদারি

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগরে বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় দখলদারি চলছে। কোথাও বাঁধের একাংশে ঘেরা দেওয়া হয়েছে, কোথাও আবার বাঁধের উপর নির্মাণ করা হয়েছে বাড়ি। পুরনিগমের নজরদারির অভাবে দখলদারি চলছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বোর্ড মিটিংয়ে বলেছি। তবে কোনও কাজ হয়নি।' যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদের লিখিত আকারে জানানো হোক। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

প্রশ্ন হচ্ছে, বাঁধের উপরের অংশে এভাবে দখলদারির অনুমতি কে দিল? কিছুটা এগোতে আবার দেখা গেল, বাঁধ দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে দোকান। সেখানে আবার সুযোগ বুঝে চলছে মদ্যপানও। ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজয় দাস বললেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বাঁধের উপরের অংশ দখল করা শুরু করেছেন। কেউ দোকান তৈরি করছেন, কেউ আবার জায়গা ঘেরা দিয়ে রাখছেন। দখলদারি থামার নাম নেই।'

কাজ দেখলেন মেয়র

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির দ্বিতীয় পানীয় জল প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কেমন তা খতিয়ে দেখলেন মেয়র গৌতম দেব। ফুলবাড়িতে পাইপলাইনের কাজের পাশাপাশি নতুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ দেখেন তিনি। এদিন গৌতমের সঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও পুরনিগমের বাস্তুকাররা ছিলেন। কাজ পরিদর্শনের পর তাঁরা পুরনিগমে ফিরে আসেন। এরপর সেখানে আধিকারিকদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সারেন মেয়র। বৈঠক শেষে গৌতম বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত কাজ পরিকল্পনামাফিকই চলছে। রাজ্য সরকার আমাদের জলপ্রকল্পের জন্য ৬৭ কোটি টাকা দিয়েছে। সেই টাকা আমরা কীভাবে খরচ করব, তা নিয়ে আলোচনা হল।'

মোরা চলব একসঙ্গে... পুতিনকে নিয়ে ৭ লোককল্যাণ মার্গে নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

আলিঙ্গন-করমর্দন-এক গাড়িতে সফর

মোদি-পুতিন সখ্যে দৃঢ় ভারত-রুশ মৈত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ‘কুছ তো লোগ ক্যাহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যায় ক্যাহেনা...’

মস্কোর থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রক্তচক্ষু ও শুল্ক তোপের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের মাটি ছুঁল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান। নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী যে ব্যক্তিগতভাবে পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন সেই খবর অবশ্য সরকারিভাবে ছিল না ক্রেমলিনের কাছে। রাশিয়ার সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে নিজে উপস্থিত থাকবেন পালাম বিমানবন্দরে এ সম্পর্কে তাদের কাছে আগাম কোনও বার্তা ছিল না, এটা তাদের কাছে একটা মধুর চমক। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনই নয়, তাঁর সঙ্গে ভারতে উপস্থিত আছেন রাশিয়ার সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকরাও। বিমান থেকে নেমে আসতেই পুতিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথমে করমর্দন তারপর উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানান মোদি।

রুশ প্রেসিডেন্টের আতিথেয়তায় পালাম বিমানবন্দরে বিশেষ সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন ও মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মোদির সঙ্গে একটি সাদা ফরচুনারে চেপে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে পৌঁছোন পুতিন। সেখানেই দুই রাষ্ট্রনেতা নৈশভোজের বৈঠকে বসেন। প্রসঙ্গত, এর আগে চিনে এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বুলেটপ্রুফ লিমুজিনে চড়েছিলেন মোদি। সেই প্রসঙ্গে ভারতে আসার আগে একটি সংবাদমাধ্যমকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে গাড়িতে চেপে ভ্রমণ করাটা আমারই ভাবনা ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের প্রতীক ছিল ওই সফর।’ বৃহস্পতিবার মোদির সাদা ফরচুনারে পুতিনের সফরের পর বন্ধুত্বের সেই বৃত্তটাই যেন সম্পূর্ণ হল।

> আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে মোদি এক্সে লিখেছেন, ‘আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।’ বাস্তবিকই তাই। ঠান্ডাযুদ্ধের সময় থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ-যাবতীয় ঝড় সামলে নয়াদিল্লি-মস্কো সখ্যের বাঁধন ক্রমশ মজবুত হয়েছে। মোদি-পুতিন ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেই বাঁধনকে আরও দৃঢ় করেছে।

এদিকে পুতিনের ভারতে আসার আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের বাইরে অভিযোগ করেন, ‘বাজপেয়ী জমানায়, মনমোহন সিংয়ের জমানায় বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাতের পুরোনো পরম্পরা চালু ছিল। কিন্তু এখন যদি ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা আসেন কিংবা আমি বিদেশে যাই তাহলে সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দেয়। শুধু সরকার নয়, আমরাও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি।’

রাহুলের এই বক্তব্য অবশ্য খণ্ডন করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে অন্তত চারজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাহুল বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর ২০২৪ সালের ১০ জুন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওই বছর ২১ অগাস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, চলতি বছরের ১৮ মার্চ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সোন এবং গত ১৬ সেপ্টেম্বর মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, বিদেশি অতিথিরা সরকারের বাইরে আর কার সঙ্গে দেখা করবেন সেটা তাঁরা ঠিক করেন। সরকারের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই।

নিজামের প্রাসাদ স্বাগত জানাবে ভ্লাদিমির পুতিনকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ২৩ তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার দু-দিনের সফরে ভারতে এলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক চুক্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই সবের মাঝেই পুতিনের এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউস। কারণ, এটি শুধু একটি বৈঠকের স্থান নয়, ভারতের ঐশ্বর্যশালী ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল।

হায়দরাবাদের শেষ নিজাম মীর উসমান আলি খানের দিল্লির প্রাসাদটিই বর্তমানে হায়দরাবাদ হাউস হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তি। ১৯২০-র দশকে হায়দরাবাদ হাউস তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১৭০ কোটি টাকা। হিরেমুক্তোর মালিক নিজাম চেয়েছিলেন ভাইসরয়ের ভবনের কাছাকাছি একটি জমকালো প্রাসাদ তৈরি করতে। সেই ইচ্ছাপূরণ করতে এগিয়ে আসেন ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স। তৈরি করেন প্রজাপতি আকৃতির প্রাসাদটি। এর মাঝখানে রয়েছে গম্বুজ, দু’দিকে ছড়ানো ডানা— দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের নিদর্শন বয়ে চলা ৩৬ কক্ষের হায়দরাবাদ হাউস ছিল সেই সময়কার নয়াদিল্লির সবচেয়ে রাজকীয় প্রাসাদ।

স্বাধীনতার পর প্রাসাদটি ভারত সরকারের হাতে আসে। ১৯৭৪ সাল থেকে এটি বিদেশমন্ত্রকের অধীনে। একসময় প্রাসাদ ছিল রাজকীয়তার প্রতীক, আজ তা বিশ্ব কূটনীতির শক্তিশালী মঞ্চ। বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ থেকে শুরু করে ভ্লাদিমির পুতিন— সবাই এসেছেন এই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে। নিজামের ব্যক্তিগত সম্পদ এখন ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যে ভবন একসময় নিজামের চরম ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল, আজ সেই ১, অশোকা রোডস্থিত ৩৬ কক্ষের, হায়দরাবাদ হাউস আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্র।

১০ লাখির রাজকীয় ঠিকানা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আইটিসি মৌর্য হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট এখন রাজধানীতে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ‘চাণক্য স্যুইট’ নামে পরিচিত। এখানেই দু’দিন থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। স্বভাবতই হোটেলের চারপাশে নিরাপত্তাকর্মীদের ভিড়। বিলাসবহুল এই রাজকীয় ঠিকানার প্রতি রাতের ভাড়া ১০ লাখ টাকা। ৪,৬০০ বর্গফুটের স্যুইটটিতে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনায়কেরা থেকেছেন। এখানে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি বসার ঘর, অফিস স্পেস, ১২ আসনের ডাইনিং রুম, মিনি স্পা ও জিম।

দেওয়ালগুলি সিল্কের প্যানেলে মোড়া। তাতে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা। এখানে থেকেছেন বিল ক্লিনটন, জো বাইডেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো বিশ্বনেতারা। স্বভাবতই চাণক্য স্যুইটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পুতিনের আগমন উপলক্ষ্যে গোটা হোটেলটিকে দুর্গের মতো কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

বিএলও’র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্যগুলি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান-সর্বত্রই ছবিটা এক। লাগাতার বিএলও আত্মহত্যার জন্য বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে। বিএলওদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। কিন্তু বিএলও-দের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকেই দায়ী করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

তাদের পর্যবেক্ষণ, ‘এসআইআরের কাজে যেখানে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের।’ যে সমস্ত বিএলও কাজে অব্যাহতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করার পাশাপাশি বিকল্প বিএলও নিয়োগ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, যদি ভোটের কাজে অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়, তাহলে রাজ্য সরকার সেই কর্মী জোগান দিতে বাধ্য। যদি ওই স্বস্তিটুকু দেওয়া না হয়, তাহলে বিএলও-রা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

যা নির্দেশ

- এসআইআরের কাজে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের
- বিএলওরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যারা অসুবিধার জন্য কাজে অব্যাহতি চাইলে তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে
- প্রয়োজনে নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে

তামিল অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকের তরফে বিএলও-দের মৃত্যু নিয়ে কমিশনকে দায়ী করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, কমিশন জোর করে বিএলও-দের ওপর কাজ চাপাচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করে ভয় দেখানো হচ্ছে। ওই ধারায় কর্তব্যে গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। টিভিকের অভিযোগ, এই আতঙ্কেই বিএলও-দের মৃত্যু হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মৃতদের অনেকেরই বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। তাঁদের আইনজীবীর সওয়াল, উত্তরপ্রদেশে বিএলও-দের বিরুদ্ধে ৫০ মামলা দায়ের হয়েছে। টিভিতে এসব দেখানো হচ্ছে। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন বিএলও-রা। কমিশনের আইনজীবী অবশ্য টিভিকের অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে পালটা অভিযোগ করেছেন। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, বিএলও-রা রাজ্য সরকারের কর্মী, কমিশনের নয়। কাজের জন্য আরও লোকের প্রয়োজন হলে রাজ্য নিয়োগ করতে বাধ্য।

সংসদে তামাক শুল্ক বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সংসদে পাশ হয়ে গেল ‘কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) বিল, ২০২৫’। তামাক ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর উচ্চ আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য এই বিল আনা হয়। বৃহস্পতিবার শীতকালীন অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সেই বিলে অনুমতি দিয়েছে সংসদ। জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস শেষ হওয়ার পর এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। বিলটি লোকসভায় বুধবারই পাশ হয়েছিল।

এদিন অধিবেশনের শুরুতে বিরোধী শিবিরের মধ্যে স্পষ্ট ফাটল চোখে পড়ে। একদিকে তৃণমূল সাংসদরা বাংলার বকেয়ার দাবিতে বিজয় চক থেকে সংসদ পর্যন্ত হেঁটে প্রতিবাদ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল সংসদের মকরদ্বারের সামনে দিল্লির দূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে।

রাজ্যসভায় বিল নিয়ে আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, তামাক চাষের পরিবর্তে কৃষকদের অন্যান্য লাভজনক ফসল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১০টি রাজ্যে ১ লক্ষ একরের বেশি জমিতে এই পরিবর্তন চলছে।

সংসদজুড়ে এদিন রাজনৈতিক নাটকীয়তা ছিল চরমে। বিল আলোচনার সময় নির্মলা বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তৃণমূল সাংসদদের বকেয়া সংক্রান্ত দাবিগুলি সত্য নয়।

অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদরা ‘পয়েন্ট অফ অর্ডার’ উত্থাপন করতে চান। কারণ তাঁদের অভিযোগ, অর্থমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন সংসদকে। কিন্তু চেয়ারম্যান তাঁদের অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। এই ঘটনায় তৃণমূলের সঙ্গে ডিএমকে, সপা এবং আপের সাংসদরাও ওয়াকআউট করেন। তৃণমূলের অভিযোগ, এইসময় কংগ্রেস সাংসদরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন।

লোকসভায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সেস বিল আলোচনার সময় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং অর্থমন্ত্রীর মধ্যে ভাষা নিয়ে তর্জা শুরু হয়। অর্থমন্ত্রীর হিন্দিতে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে সৌগত রায় আপত্তি জানিয়ে বলেন, ‘আমরা বাঙালি, আমরা এতটা হিন্দি বুঝি না।’

জবাবে নির্মলা বলেন, অনুবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যরা যে কোনও ভাষায় বক্তব্য শুনতে পারেন। সৌগত পালটা বলেন, ‘আমরা বাঙালি এবং বাঙালিই থাকব।’ সভাপতি তখন তাঁকে সতর্ক করে বলেন, ‘আপনি বাঙালি, কিন্তু হিন্দি সম্পর্কে এভাবে বলতে পারেন না।’

তুঝে দেখা তো... লন্ডনের একটি অনুষ্ঠানে পর্দার রাজ-সিমরন জুটি।

আমেরিকা থেকে ফেরত ৩০০০

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : বেআইনিভাবে বসবাসের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বহিষ্কারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মোট ৩,২৫৮ জন ভারতীয় নাগরিককে মার্কিন সরকার দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

তিনি জানান, ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮,৮২২ জন ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ফেরত পাঠানোর ঘটনা অবৈধ অভিবাসন এবং মানব পাচারের মতো গুরুতর সমস্যাগুলির ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, সরকার নির্বাসিত নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে কড়া ভাষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে হাতকড়া বা শিকল ব্যবহারের মতো অমানবিক আচরণের বিষয়ে ভারত তার আপত্তির কথা জানিয়েছে।

জেহাদি সাহিত্য নিষিদ্ধ অসমে

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : জঙ্গিবাদের মূলে আঘাত করল অসম সরকার। চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদে তরুণ সমাজকে মগজধোলাই করার চক্রান্ত রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। সবরকমের জেহাদি সাহিত্য প্রকাশ, মুদ্রণ, বিক্রি ও ডিজিটালভাবে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ৯৮ ধারা প্রয়োগ করে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট ও সাইবার নজরদারি থেকে জানা গিয়েছে, জেহাদি সংক্রান্ত লেখাপত্র, ডকুমেন্ট ও ডিজিটাল কনটেন্টগুলি রাজ্যের তরুণ, তরুণীদের উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করছে। জঙ্গিবাদের আদর্শগত প্রবাহ বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালেদাকে

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : চিকিৎসকদের পরামর্শে বিএনপির চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর কিংবা শুক্রবার ভোরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের একথা জানান খালেদার চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন। পরে বিএনপির মহাসচিব গুলশানের দলীয় কার্যালয়ে জানান, কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে দলনেত্রীকে।

বিএনপির একটি সূত্রের খবর, খালেদার সঙ্গে লন্ডনে যাবেন তাঁর পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী সহ মোট ১৪ জন। খালেদার চিকিৎসক জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১২ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি বলে জানা গিয়েছে। বুধবার খালেদা জিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ভারত-মার্কিন চুক্তি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফর শুরুর আগেই ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়ে গেল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ ওই চুক্তির ফলে ভারতীয় নৌসেনার হাতে আসছে ২৪টি অত্যাধুনিক এমএইচ-৬০ আর সি-হক হেলিকপ্টারের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ কবচ। এর মূল্য ৭,৯৯৫ কোটি টাকা। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি উল্লেখ করেছে। ভারতীয় নৌসেনার শক্তিবৃদ্ধিতে চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ভারত মহাসাগরে চিনের মোকাবিলায় নজরদারি আরও বাড়াতে পারবে নৌবাহিনী। পুতিনের সফরে ভারতের লক্ষ্য এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা। তার আগেই আমেরিকার সঙ্গে বড় মাপের চুক্তি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

লকহিড মার্টিন নির্মিত হেলিকপ্টারগুলি দীর্ঘকালীন অপারেশনের পক্ষে উপযুক্ত। চুক্তিতে রয়েছে, কপ্টারের খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের মেরামত ও প্রতিস্থাপন সবই দেবে আমেরিকা। এই হেলিকপ্টার নৌসেনার সামুদ্রিক ক্ষমতা বাড়াবে। ডুবোজাহাজ-বিধ্বংসী যুদ্ধ, সারফেস-বিধ্বংসী মিশন, নজরদারি ও উদ্ধার অভিযানে ব্যাপকভাবে কার্যকর এই হেলিকপ্টারগুলি।

প্রয়াত সুষমার স্বামী স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : চলে গেলেন মিজোরামের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল। প্রয়াত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বিশিষ্ট আইনজীবীর কন্যা, নয়াদিল্লির বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বাবার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান। তিনি জানিয়েছেন, বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁকে চটজলদি এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাঁশুরি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বাবা, তোমার চলে যাওয়া আমার কাছে গভীরতম বেদনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি এখন শান্তিতে মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছো। তোমার স্নেহ, সারল্য, নিয়মশৃঙ্খলা, দেশাত্মবোধ ও অপরিসীম ধৈর্য আমার জীবনের আলো। সেই আলো কোনওদিন নিভে যাবে না।’

শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের

নয়া বিধিনিষেধের ধাক্কায় জেরবার ইন্ডিগো পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : দিনের পর দিন শয়ে শয়ে বিমান বাতিল। গোটা নভেম্বর ধরলে বাতিলের সংখ্যা ১,২৩২। বদল বহু উড়ানের সময়সূচিতেও। এর জেরে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। বুধবার প্রায় ২০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবারও নতুন করে অন্তত শ’তিনেক বিমান নির্ধারিত সময়ে উড়তে পারেনি বা বাতিল করতে হয়েছে। লাগাতার বিমান পরিষেবা বিপর্যয়ের জেরে হাজার হাজার যাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন।

নজিরবিহীন সমস্যার মূলে একটি নতুন বিধি। সম্প্রতি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা নতুন ‘ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন’ বা এফডিটিএল নির্দেশিকা জারি করে। বিমানচালক ও কেবিন ক্রুদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা মাথায় রেখে নতুন এই কঠোর বিধিগুলি চালু করা হয়েছে। এতে কর্মীদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সময় কমানো হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময় বাড়ানো হয়েছে, যা মূলত বিমানকর্মীদের সুরক্ষা এবং সামগ্রিক বিমান নিরাপত্তার কথা ভেবেই করা হয়েছে।

উড়ান বিভ্রাটের কারণ

- **নতুন নিয়ম :** নিয়ন্ত্রক সংস্থার নতুন ‘ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন’ বিধি, যা বিমানচালক ও কর্মীদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্রামের সময় বাড়িয়েছে
- **কর্মীর অভাব :** নতুন নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী ইন্ডিগোর হাতে নেই
- **কঠোর রোস্টার :** ইন্ডিগোর ‘টাইট রোস্টার’ এবং ‘অপারেশনাল কাঠামো’, যা নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ
- **সমন্বয়ের অভাব :** কর্মীর কাজের সময় পালটে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কর্মীদের রোস্টার পুনর্বিন্যাস করতে না পারা

কিন্তু এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে গিয়েই সমস্যায় ইন্ডিগোর মতো সংস্থা। খুব কম খরচে বিমান পরিষেবা দেয় ইন্ডিগো। এই পরিষেবা দিতে গিয়ে কঠোর সময়সূচি-ভিত্তিক অপারেশনাল মডেল অনুসরণ করতে হয় সংস্থাকে। তাদের কর্মীদের রস্টার বা কাজের তালিকা সাধারণত খুবই ‘আঁটসাঁট’ হয়, যাতে বিমানকর্মীদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকে ন্যূনতম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর এই ‘টাইট রস্টার’ বা কঠোর কর্মপ্রক্রিয়ার কারণেই সংস্থা বেকায়দায় পড়েছে। নতুন ও নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক এফডিটিএল বিধি মেনে চলতে গিয়ে তাদের তড়িঘড়ি বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত বিমানচালক ও ক্রুর প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে সংস্থার হাতে নেই। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকাতেই ইন্ডিগোকে বাধ্য হয়ে ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থা হাজার হাজার যাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সফর ও পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে।

দেশজুড়ে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটার কারণে গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের গ্রাহকদের (দৈনিক প্রায় ৩.৮০ লক্ষ) কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রক্ষা করতে পারিনি। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।’

আত্মঘাতী আইটি কর্মী

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : দুই পড়শি, পুর আধিকারিকদের হয়রানি ও ঘুষের জুলুমে আত্মঘাতী হলেন বেঙ্গালুরুর বছর ৪৫-এর প্রাক্তন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এমনই অভিযোগ। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বৃহস্পতিবার নাল্লুরাহাল্লির এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে মুরলী গোবিন্দ রাজু নামে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ মিলেছে। পরিবারের অভিযোগ, পুর আধিকারিকরা তাঁর ওপর জমি, বাড়ি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে লাগাতার মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। হয়েছে আর্থিক অত্যাচারও। মৃতের স্ত্রী, দুই সন্তান ও মা রয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ১০ পাতার সুইসাইড নোটে মুরলী লিখেছেন, ‘একটি নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আমার দুই পড়শি শশী, ঊষা নাম্বিয়ার ও গ্রেটার বেঙ্গালুরু অথরিটির (জিবিএ)-র আধিকারিকরা আমার কাছে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। টাকা দিতে না পারায় হয়রানি করা হচ্ছিল। চাপ ও হয়রানির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম।’ ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

জামিন হানি বাবুর

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : বহু-আলোচিত এলগার পরিষদ-মাওবাদী যোগ মামলায় অভিযুক্ত দিল্লির প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক হানি বাবুর জামিন মঞ্জুর করল বম্বে হাইকোর্ট। দীর্ঘ পাঁচ বছর চার মাস ধরে তিনি বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি ছিলেন। মূলত এই ‘প্রলম্বিত কারাবাসের’ যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি অজয় এস গড়করি এবং রণজিৎ সিনহা, আর ভোঁসলের ডিভিশন বেঞ্চ।

সুপার কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

লড়াই গোয়ার সঙ্গে

ইস্টবেঙ্গল-৩ (রশিদ, সিবিলে ও সাউল)
পাঞ্জাব এফসি-১ (র‍্যামিরেজ-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মতো হেভিওয়েট দলকে টপকে গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে। ফ্লুকে নয়, যোগ্য হিসাবেই যে তাঁরা শীর্ষে থেকে নকআউটে, সেটা বোঝানোর চ্যালেঞ্জ ছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের কাছে। আর সেই চ্যালেঞ্জে লাল-হলুদ বাহিনী একশোয় একশো।

গ্রুপ লিগ শেষের প্রায় এক মাস পর হচ্ছে সুপার কাপের নকআউট পর্ব। ছন্দ হারিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে এরকম ক্ষেত্রে। সুখের কথা, এবার অস্কার ব্রুজোঁর দল অনেক বেশি লক্ষ্যে স্থির। বহুদিন পর যেন বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে দেখছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এর বড় কারণ, সঠিক দল গঠন। বাকি কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্সে কেভিন সিবিলে ও মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ ও আক্রমণে মিগুয়েল ফিগুয়েরার অন্তর্ভুক্তি দলের মধ্যে অসম্ভব গভীরতা ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এতটাই যে এদিন হামিদ আহদাদের চোটের ফলে স্কোয়াডে না থাকা খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথম একাদশে ছিলেন না জয় গুপ্তাও। তাঁর জায়গা দিব্যি সামলালেন লালচুংনুঙ্গা। বাকিরাও যথাযথ বলেই শুরু থেকে চাপ রেখে খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। যার ফসল মাত্র ৯ মিনিটের গোল। বিপিন সিংয়ের ছোট কর্নার ধরে মিগুয়েলের ক্রসে বক্সের মধ্যে হিরোশি ইবুসুকির ভুল হেডে বেরিয়ে আসা বলে রশিদের জোরালো মাপা শট একাধিক পায়ের জঙ্গল এড়িয়ে গোলে ঢুকে যায়। ভিড়ের মধ্যে মুহিত সাব্বির বল দেখতেই পাননি। এদিন নিজে গোল না পেলেও সবকয়টা গোলে মিগুয়েল অবদান রেখেছেন। তাঁর কর্নারে দর্শনীয় হেডে ২-১ করেন কেভিন।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে লাফ কেভিন সিবিলের।

প্রথম গোলের পর খেলা কিছুটা ঢিমেতালে চলছিল। এই সময়েই ইস্টবেঙ্গল বক্সে বিনীত রাইয়ের একটা হেড বিপিনের হাতে লেগে যাওয়ায় পেনাল্টি দেন রেফারি অশ্বীন। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল ড্যানিয়েল র‍্যামিরেজের। এই পেনাল্টি দেওয়া থেকেই অসন্তোষ শুরু অস্কার ব্রুজোঁর। এরপর বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে সিবিলের গোলের আগে চতুর্থ রেফারির সঙ্গে তর্ক করে তিনি হলুদ কার্ড দেখার পর আবার চতুর্থ রেফারির মুখের সামনে গিয়ে গোলের উৎসব পালন করতেই তাঁকে মার্চিং অর্ডার দেন রেফারি। এর ফলে ফাইনালেও তিনি ডাগআউটে থাকতে পারছেন না। তবে তাঁর এদিনের না থাকার সুযোগ দ্বিতীয়ার্ধে নিতে ব্যর্থ পাঞ্জাব এফসি। সম্ভবত পাঞ্জাবের ঠান্ডা থেকে এসে গোয়ার প্রবল গরম সহ্য হয়নি লিও অগাস্টিন-নিখিল প্রভুদের। ৭২ মিনিটেই মিগুয়েলের পাস থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন সাউল ক্রেসপো। ম্যাচের শেষদিকে বেদে ওসুজি গোলমুখ খোলার চেষ্টা করলেও সফল হননি। এই নিয়ে তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল।

এদিনের সহজ জয় ফাইনালের আগে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে এফসি গোয়ার মতো হেভিওয়েট দলের কাজটা সহজ হবে না আশা করতেই পারেন সমর্থকরা। এদিন গোয়া ২-১ গোলে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। গোয়ার হয়ে গোল করেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ ও ডেভিড টিমর। মুম্বইয়ের গোলস্কোরার ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, সিবিলে, নুঙ্গা (জয়), মহেশ (এডমুন্ড), সাউল, রশিদ, বিপিন (বিষ্ণু), মিগুয়েল (ডেভিড) ও হিরোশি।

ফাইনালে ওঠার পর সেলফিতে তিন গোলস্কোরার মহম্মদ বসিম রশিদ, কেভিন সিবিলে ও সাউল ক্রেসপো। বৃহস্পতিবার ফতোরদায়।

রোমাঞ্চিত সাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সুপার কাপ ফাইনালে উঠে রোমাঞ্চিত ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো। তবে কাজ এখানেই শেষ নয়। কথাটা সাউল নিজে যেমন মাথায় রাখছেন, তেমনই মনে করিয়ে দিচ্ছেন সতীর্থদেরও। ফাইনালের মঞ্চটা তাঁর কাছে নতুন নয়। ২০২২-'২৩ মরশুমে ওড়িশা এফসি-র হয়ে প্রথমবার সুপার কাপ জয়। পরের মরশুমে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দলেও ছিলেন সাউল। শুধু ছিলেনই না, ফাইনালে গোলও করেছিলেন তিনি। ওই চ্যাম্পিয়ন দলের বিদেশিদের মধ্যে সাউলই একমাত্র ফুটবলার যিনি এবারও ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন। কাজেই লাল-হলুদ সমর্থকদের চাহিদার কথা তাঁর কাছে অন্তত অজানা নয়।

জানেন, এইটুকুতেই খুশি হবে না ইস্টবেঙ্গল জনতা। পাঞ্জাব এফসি-কে সেমিফাইনালে হারানোর পর মাঠে দাঁড়িয়েই সাউলকে বলতে শোনা গেল, 'আরও একটা ফাইনালে খেলব আমরা। সেজন্য রোমাঞ্চিত। ফাইনালের গুরুত্ব আমরা জানি। বিশেষত সমর্থকদের জন্য ট্রফিটা জিততেই হবে।' ফাইনালের প্রতিপক্ষ তখনও নিশ্চিত হয়নি। তবে সাউল জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যেই হোক, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। বরং নিজেদের নিয়ে ভাবছেন তাঁরা। পাঞ্জাবের বিপক্ষে জয়টা এতটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেডের। সাউলের কথায়, 'ফাইনালের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবছি না। আমরা তৈরি।'

বন্দরনগরীতে পৌঁছে গেল দুই দল

কোচ গম্ভীর-কোহলির কাছে কৃতজ্ঞ রুতুরাজ

ভাইজ্যাগ, ৪ ডিসেম্বর : ভরসা দেখিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠে ব্যাটিংয়ের সময় তাঁকে সাফল্যের দিশা দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি।

গম্ভীর-কোহলির ভরসা ও আস্থা পেলে একজন ক্রিকেটার কী করতে পারেন, গতকাল রায়পুরের মাঠে করে দেখিয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চার নম্বরে ব্যাটিং করে একদিনের ক্রিকেটে প্রথম শতরান করেছেন। যদিও তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া পরাজিতর দলে। চলতি একদিনের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা সমতা ফিরিয়েছে। ১-১ অবস্থায় থাকা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের গতিপথ আপাতত ভাইজ্যাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে দুই দলই রায়পুর থেকে ভাইজ্যাগে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচকে কেন্দ্র করে বন্দরনগরীতে উত্তেজনার পারদও চড়তে শুরু করেছে।

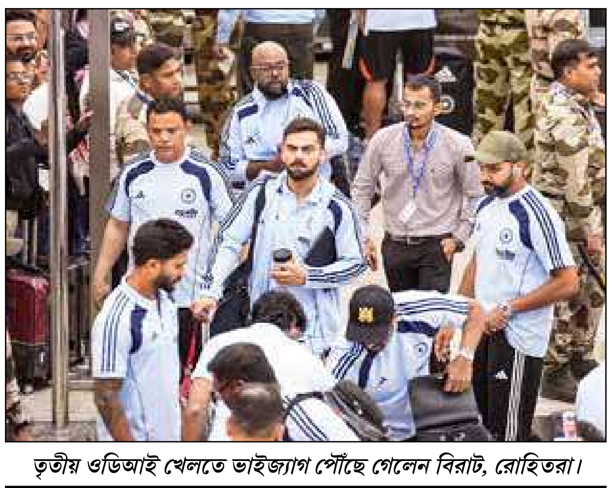
তৃতীয় ওডিআই খেলতে ভাইজ্যাগ পৌঁছে গেলেন বিরাট, রোহিতরা।

শ্রেয়স আইয়ার ফিট থাকলে হয়তো রুতুরাজের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে জায়গাই হত না। রাঁচিতে প্রথম সুযোগে চার নম্বরে ব্যাট করে হতাশ করেছিলেন রুতুরাজ। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে ছবিটা বদলে গিয়েছে। রুতুরাজের সঙ্গে বিরাটও শতরান করেছিলেন। কিন্তু ভারত জেতেনি ম্যাচ। বোলারদের ব্যর্থতার পাশে জঘন্য ফিল্ডিংয়ে মুখ পুড়েছে টিম ইন্ডিয়ার। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রুতুরাজ বলেছেন, 'বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের স্বপ্ন ছিল আমার। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। বিরাটভাই অনেক পরামর্শ দিয়েছে, সাহায্য করেছে ব্যাটিংয়ের সময়। যা আমার চিরকাল মনে থাকবে।' শুধু বিরাটভাই নন, রুতুরাজে আস্থা রেখেছিলেন কোচ গম্ভীরও। সিরিজ শুরুর আগে তাঁকে জানিয়েছিলেন, যাই হয়ে যাক, তিনি চার নম্বরেই ব্যাটিং করবেন। অতীতে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোচের আস্থা আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল রুতুরাজকে। তাঁর কথায়, 'গোতিভাই সিরিজ শুরুর আগে আমায় বলেছিল, যাই হোক না কেন, আমি চার নম্বরেই ব্যাটিং করব। কোচের ভরসা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ব্যাটিংয়ে।'

এদিকে, জোড়া শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হারের পর সমাজমাধ্যমে বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন জোরে বোলার প্রসিধ কৃষ্ণা। তাঁকে পাকিস্তানের হ্যারিস রউফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের হ্যারিস থাকলে ভারতেরও প্রসিধ রয়েছে। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে দুইটি উইকেট পেলেও ৮.২ ওভারে ৮৫ রান দিয়েছেন প্রসিধ। তাঁকে বল হাতে কখনোই স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। তাই প্রসিধকে সরিয়ে মহম্মদ সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরানোর দাবিও উঠে গিয়েছে নতুনভাবে।

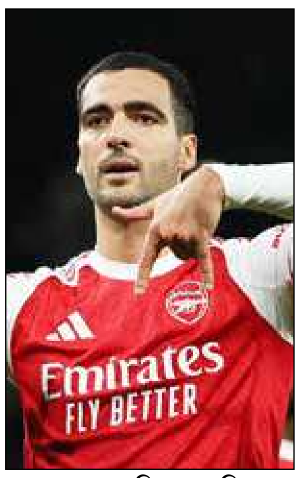
গোলের পর মিকেল মেরিনো।

ড্র লিভারপুলের, জয়ী আর্সেনাল

লন্ডন, ৪ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বুধবার রাতে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ১১ মিনিটে গানারদের এগিয়ে দেন মিকেল মেরিনো। ম্যাচের সংযুক্তি সময় বুকায়ো সাকার গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা।

একইদিনে আরও একবার পয়েন্ট খোয়াল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৭ মিনিটে গোল হজম করে লিভারপুল। ৮১ মিনিটে সান্ডারল্যান্ডের আত্মঘাতী গোলে শেষপর্যন্ত কোনওক্রমে এক পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা। অন্যদিকে লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল চেলসি।

হাসপাতালে অমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রথমে প্রবল জ্বর। তারপর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপরই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা-অভিভাবকদের জোরাজুরিতে সোমবার রাতে শিলিগুড়ির বিশিষ্ট টেবিল টেনিস কোচ অমিত দামকে শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তবে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে অ্যাকাডেমির সূত্রে জানা গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শুক্রবার অমিত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন।

গোলাপি বলে রঙিন টক্কর স্টার্ক-রুটের

ইংল্যান্ড-৩২৫/৯
(প্রথম দিনের শেষে)

ব্রিসবেন, ৪ ডিসেম্বর : প্রথম দিনেই জমে গেল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড গোলাপি বলের টেস্ট। ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াই। দিনভর সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। হাফডজন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে দ্বৈরথে নেতৃত্ব দিলেন মিচেল স্টার্ক।

জো রুটের অপরাজিত শতরানের সুবাদে পালটা জবাব ইংল্যান্ডের। দুই মহাতারকার আকর্ষণীয় টক্কর উত্তাপ ছড়াল গোলাপি টেস্টে। পারথে প্রথম টেস্ট দুইদিনেই শেষ হয়। বোলারদের একচেটিয়া দাপটের মুখে পড়তে হয়েছিল ব্যাটারদের। বৃহস্পতিবার শুরু দিনরাতের ব্রিসবেন টেস্টে ভিন্ন ছবি।

স্টার্ক বনাম রুটের উপভোগ্য ক্রিকেটীয় যুদ্ধের ফল অজি বোলারদের ঝোলায় নয় শিকার। জবাবে দিনের শেষে ৩২৫ তুলে পালটা চ্যালেঞ্জ থ্রি লায়ন্সের। টসে জিতে এদিন ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। যদিও প্রথম ওভারেই বেন ডাকেটের (০) উইকেট খোয়ায় তারা। গোলাপি বলে বরাবর বিপজ্জনক স্টার্কের ঝোলায় ইংরেজ ওপেনার।

ডাকেটকে দিয়ে শুরু। তারপর একে একে ওলি পোপ (০), হ্যারি ব্রুক (৩১), উইল জ্যাকস (১৯) সহ হাফডজন উইকেট প্রাপ্তি। যার সুবাদে বাঁহাতি পেসার হিসেবে সর্বাধিক উইকেট শিকারে কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামকে (১০৪ টেস্টে ৪১৪ উইকেট) পিছনে ফেলে নতুন নজির স্টার্কের (১০২ টেস্টে ৪১৫ উইকেট)।

কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার বেন স্টোকস (১৯)। কভারে ঠেলে দিয়ে ১ রান নিতে গিয়ে রানআউট। রুট না বলে দেন। কিন্তু ইংল্যান্ড অধিনায়ক ক্রিজে ফেরার আগে সরাসরি থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন জোশ ইনগ্লিস।

এর আগে জ্যাক ক্রলি-রুট অবশ্য স্টার্কের দাপটের মাঝে তৃতীয় উইকেটে ১১৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। যার সুবাদে ৫/২ স্কোর থেকে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছিল ১২২/২ স্কোরে। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ পেসারের কেউই সেভাবে বিব্রত করতে পারেননি ক্রলি-রুটকে। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের। ক্রলির (৭৬) আউটের পর ইনিংসে ফের ধস।

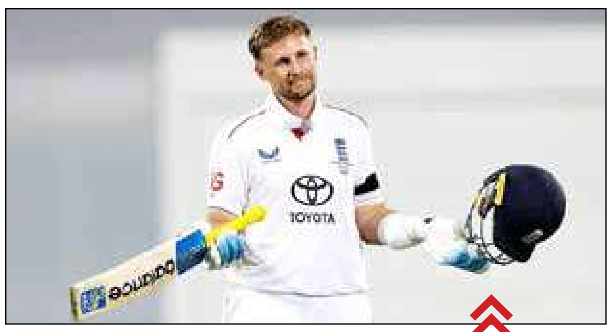
অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট শতরানের পর ইংল্যান্ডের জো রুট। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে।

৬ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ওয়াসিম আক্রামের রেকর্ড ভাঙলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক।

গাব্বার দিনরাতের টেস্ট

রুটকে যদিও টলানো যায়নি। অস্ট্রেলিয়া সফরে সেভাবে সাফল্য নেই। সেঞ্চুরির স্বাদ পাননি কখনও। সর্বাধিক ৮৯। ২০২১-'২২ সালের সফরে ব্রিসবেনে যে ইনিংস খেলেছিলেন। গোলাপি বলের টেস্টের প্রথম দিনেই সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটিয়ে নিলেন রুট।

২৬৪ রানে নবম উইকেট পড়ার পর এগারো নম্বর ব্যাটার জোফ্রা আর্চারকে নিয়ে ৬১ রান যোগ করেন রুট। অবশ্য এরমধ্যে দুইটি ছক্কা ও একটি চারের সাহায্যে ২৬ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন আর্চার। আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রুট ৪০তম সেঞ্চুরি পূরণ করে অপরাজিত ১৩৫-এ। সর্বাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় রুটের সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক কালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)।

ভাইজ্যাগ-দ্বৈরথ নিয়ে হুংকার বাভুমার

রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর : টেস্ট সিরিজের পর এবার কি ওডিআই সিরিজ জয়ের পালা? বুধবার ৩৫৯ রানের জয়লক্ষ্যে ভারত-বধের পর সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গলায়।

রাঁচিতে উত্তেজক ম্যাচে ভারত ১৭ রানে জিতেছিল। রায়পুরে গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পালটা জবাবে সিরিজ ১-১ করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ ভাইজাগে। রায়পুর থেকে বন্দরনগরীর উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার আগে নির্ণায়ক যুদ্ধ নিয়ে কার্যত হুংকার বাভুমার।

বাভুমার কথায়, সিরিজ জমিয়ে দিয়েছেন। এবার লক্ষ্য শনিবারের দ্বৈরথ। ফের ভারতকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে সিরিজ জয়ই পাখির চোখ। প্রোটিয়া অধিনায়ক জানান, যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াই, প্রোটিয়া ব্রিগেডের মন্ত্র। ৩৫৯ বড় লক্ষ্য হলেও ঘাবড়ে যাননি তাঁরা। শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলেন।

দলের কথা মার্করামের মুখে

লক্ষ্যপূরণ। টেস্ট সিরিজ জয় দলকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। ওডিআই সিরিজে তারই প্রতিফলন। তবে কাজ শেষ হয়নি। ভাইজ্যাগের নির্ণায়ক ম্যাচ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না।

দুরন্ত শতরানে ম্যাচের নায়ক আইডেন মার্করামের কাছে আবার প্রতিটি ম্যাচ নতুন কিছু শেখার মঞ্চ। বলেছেন, 'প্রতি ম্যাচ থেকে শেখার চেষ্টা করছি আমরা। প্রথম ম্যাচের (রাঁচি) অভিজ্ঞতা এদিন কাজে লাগিয়েছি। শুরুর দিকে বল সুইং করবে। তাড়াহুড়োর পথে তাই হাঁটিনি। মারার জন্য সঠিক বলের অপেক্ষা করেছি। জানতাম, টিকে থাকতে পারলে এই পিচে রান আসবে।'

বাভুমার সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। মার্করামের কথায়, 'বাভুমার সঙ্গে আমার জুটি ভিত গড়ে দেয়। দুজনেই চেয়েছিলাম নিজেদের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। লক্ষ্য বড় হলেও বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করিনি। দলের বাকিরাও ভালো খেলেছে। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। যে মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়।'

দুরন্ত হ্যাটট্রিক নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ৪ ডিসেম্বর : চোট নিয়েই দুরন্ত হ্যাটট্রিক করলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে নেইমারের দাপটে জুভেন্তুদেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্যান্টোস। ৫৬ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ৬৫ মিনিটে ইগর জেসুসের ক্রসে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান নেইমার। ৭৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। সামনেই ২০২৬ বিশ্বকাপ। তার আগে নেইমারের দুরন্ত পারফরমেন্স আশা জাগাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের।

শিল্ডে বিএসএল চ্যাম্পিয়নরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) প্রথম সংস্করণ ১৪ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র। বিএসএলের চ্যাম্পিয়ন দলকে আগামী বছর আইএফএ শিল্ডে খেলার আমন্ত্রণ জানানোর ভাবনা বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। বিএসএলের প্রথম সংস্করণের উদ্বোধন হবে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্টেডিয়ামে। অংশ নিতে চলেছে আটটি দল।

বাংলাকে জেতালেন 'ব্রাত্য' সামি

সার্ভিসেস-১৬৫ বাংলা-১৬৭/৩ (৭ উইকেটে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিনি উপেক্ষিত। তিনি ব্রাত্য। কিন্তু তাতে কী? মহম্মদ সামি (১৩/৪) লড়াই করতে জানেন। আর সেই লড়াইয়ের মধ্যে বরাবরই থাকে নতুন কিছু করে দেখানোর তাগিদ। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে সামি আজ ফের প্রমাণ করলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে যাই ভাবুন না কেন, তিনি ফেরার লড়াই চালিয়ে যাবেন। মূলত সামি ম্যাজিকে ভর করেই আজ সার্ভিসেসকে উড়িয়ে দিল বাংলা। প্রথমে ব্যাটিং করে দুরন্ত ছন্দের সামির পেস, সুইংয়ের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। সামির পাশে আকাশ দীপও (২৭/৩) আজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। সামি-আকাশের দাপটে সার্ভিসের ১৮.২ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে করণ লাল (০) শুরুতেই ফিরলেও অভিষেক পোড়েল (২৯ বলে ৫৬) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৩৭ বলে ৫৮) দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার।

বাংলার জার্সিতে লাল বলের রনজি ট্রফি থেকে জাতীয় দলে ফেরার মূল লড়াইটা শুরু করেছিলেন সামি। রনজির প্রথম পর্বের পর মুস্তাক আলির আসরে সাদা বলের ক্রিকেটেও সামির সেই লড়াই চলছে। আজ সামির বোলিং দেখার জন্য মাঠে অজিত আগরকারদের কেউ হাজির ছিলেন না। থাকলে দেখতেন, সামি আছেন সামির মতোই। তাঁর ক্রিকেট স্কিলে মরচে ধরেনি একেবারেই। গতি, সুইংয়ের পাশে বল রিভার্স করানোর স্কিলটাও রয়েছে আগের মতোই। সঙ্গে রয়েছে পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নেওয়ার দক্ষতাও। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামিকে নিয়ে নতুন কিই বা বলব। রোজ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চলেছে ও। এরপরও জাতীয় দলে সুযোগ না পেলে বুঝতে হবে ওকে নিয়ে ভিন্ন ভাবনা রয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের।' স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরাও হয়েছেন সামি। তাঁর দাপটে সার্ভিসেসের দখল নেওয়ার দিনই বাংলার ক্রিকেট সংসারে এসেছে সুখবর। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের মেয়ে হয়েছে। সার্ভিসেস ম্যাচ তিনি না খেললেও বৃহস্পতিবার বেলার দিকে তিনি হায়দরাবাদ ফিরছেন। ফলে শনিবারের পুদুচেরি ম্যাচে শাহবাজের খেলা নিয়ে সমস্যা নেই।

এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার সঙ্গে সেলিব্রেশনে কিলিয়ান এমবাপে।

রিয়ালের জয়ে নায়ক এমবাপে

মাদ্রিদ, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় তিন ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে রিয়াল মাদ্রিদ। জয়ের কারিগর অবশ্যই ফরাসি গোলমেশিন কিলিয়ান এমবাপে। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল। জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক এমবাপে। ৭ মিনিটে দুইজনকে কাটিয়ে একক প্রচেষ্টায় রিয়ালকে এগিয়ে দেন তিনি। ৪২ মিনিটে এমবাপের থেকে বল পেয়ে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। ৫৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে যান ফরাসি গোলমেশিন। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বার্সেলোনা।

রোকোর সঙ্গে পাঙ্গা নিও না, হুমকি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির হয়ে এবার ব্যাট হাতে আসরে নেমে পড়লেন রবি শাস্ত্রী। শুধু ব্যাটিং বললে ভুল হবে, রীতিমতো বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। রোকোর সমালোচকদের প্রতি সোজাসাপটা হুমকি, সতর্কবার্তা প্রাক্তন হেডকোচের। বিরাট-রোহিতদের ভুল করেও খোঁচাতে যেও না, ভ্যানিশ হয়ে যাবে!

২০১৭ থেকে ২০২১-লম্বা সময় ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্ব সামলেছেন শাস্ত্রী। সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল অধিনায়ক বিরাটের সঙ্গে কোচ শাস্ত্রীর সম্পর্কের রসায়ন। আজও তা অটুট। বরাবর বিরাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এদিন মুখ খুললেন রোকোকে নিয়ে চলতি টানাপোড়েন, বিতর্ক নিয়ে। নাম না বললেও ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী শাস্ত্রীর মূল লক্ষ্য বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। সতর্কবাণী, বিরাটদের খোঁচানোর ফল ভালো হবে না। ব্যক্তিগত অভিসন্ধি পূরণের জন্য অনেকে রোকোকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আদপে তাঁরা নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে।

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে খেলতে ইচ্ছুক বিরাট-রোহিত। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির ভাবনা এর বিপরীত। যুক্তি, ২ বছর রোকোকে 'বয়ে' বেড়ানো ভুল হবে। তরুণদের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যদিও মাঠের পারফরমেন্সে উলটো কথা বলছে। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন বিরাট-রোহিতরাই।

যেদিকে ইঙ্গিত করে এক পডকাস্টে শাস্ত্রী বলেছেন, 'বিরাট, রোহিত হল ওডিআই ক্রিকেটের দৈত্য। ওদের মতো তারকাদের ভুল করেও খোঁচাতে যাবেন না। কেউ কেউ এসব করে বেড়াচ্ছে। তাদের সবাইকে বলতে চাই, ওরা (বিরাট, রোহিত) যদি সুইচ অন করে সঠিক বোতাম টিপে দেয়, তখন পালিয়েও কূল পাবেন না। স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

বিরাটদের পাশে হরভজনও

একই সুর হরভজন সিংয়ের গলাতেও। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি দুজনের মধ্যে। কিন্তু তারপরও চাপ তৈরি হচ্ছে। আর এটা করছে তাঁরা, যাঁরা ক্রিকেটীয় সাফল্যে বিরাটদের ধারেকাছে আসে না। অবাক গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অবস্থানেও। রোকোর ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কেন এত দোলাচল তৈরি করা হচ্ছে, বোধগম্য নয় ভাজ্জির।

৪১৭ টেস্ট উইকেটের মালিক হরভজন বলেছেন, 'আমাদের মাথায় ঢুকছে না। এই পরিস্থিতি কেন হচ্ছে, কোনও সদুত্তরও নেই আমার কাছে। অতীতে আমার অনেক সতীর্থের সঙ্গে এসব হয়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। এনিয়ে আলোচনা করতেও আমার বাধে। তবে এটুকু বলব, কোহলি যেভাবে খেলছে, সেটা আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যাদের কোনও সাফল্য নেই, তারাই কিনা বিরাটদের ভাগ্য ঠিক করবে?'

রোকোকে নিয়ে হরভজন আরও বলেছেন, 'দুইজনে বরাবর রান করে এসেছে। ব্যাটার, লিডার হিসেবে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। এখনও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে। দলের তরুণ প্রজন্মের কাছে উদাহরণ তৈরি করছে। এর জন্য বিরাট, রোহিতের প্রশংসা প্রাপ্য। সাবাস রোকো।'

ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মাঠে নেমে পড়লেন। হাতে তুলে নিলেন ব্যাট। শুরু করে দিলেন নেটে ব্যাটিং চর্চা।

মহিলাদের বিশ্বকাপ জয়ের পর কেটে গিয়েছে এক মাস। মাঝের সময়ে বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের জীবনই বদলে গিয়েছে। সেই দলে রয়েছেন বাংলার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষও। পুরস্কারের বন্যায় ভেসে যাওয়ার মাঝে গতকালই রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরিও পেয়ে গিয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলেন তিনি। প্রথমে নেটে নকিং করলেন কিছুটা সময়। পরে নিলেন থ্রো ডাউন। আর সবশেষে ব্যাট হাতে নেটে নেমে ফিরে পেতে চাইলেন নিজের ক্রিকেটীয় ছন্দ। জানা গিয়েছে, রিচা শিলিগুড়িতে নয়, রাজ্য পুলিশের চাকরি করবেন কলকাতাতেই। রিচার কথায়, 'বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে অনুশীলন করা হয়নি। আজ নেমে পড়লাম মাঠে। সামনেই মহিলাদের আইপিএল রয়েছে। সেই লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলাম। শুধু মহিলাদের আইপিএল কেন, জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ফের মাঠে নামার লক্ষ্যেও অনুশীলন শুরু করলাম আজ।' রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন রিচা। আরসিবি তাঁকে রিটেইন করেছিল এবার। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা মহিলাদের আইপিএলে এবার কিছু করে দেখাতে চান রিচা। তাঁর কথায়, 'বিশ্বজয়ের আগে ও পরের ছবিটা আলাদা। এখন আমাদের নিয়ে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সেই প্রত্যাশাপূরণের দায়িত্বও এখন আমাদের। আসন্ন মরশুমে সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে আমি তৈরি।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলনে রিচা ঘোষ।

জয়ী মহানন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ১০ রানে হারিয়েছে ওয়াইএমএ-কে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে মহানন্দা ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দানিশ রায় ৭৩ ও রাহুল মণ্ডল ২৯ রান করেন। সুরজ সিং ও মণীশ প্রসাদ ৪২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ওয়াইএমএ ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২১২ রানে আটকে যায়। দেবাশিস সরকার ৪২ ও দেবরাজ সিনহা ৩৭ রান করেন। মৈনাক রায় ৩৮ ও হিরণ্ময় রায় ৩৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। শুক্রবার খেলবে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

সোনা শ্রীদাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে টেবিল টেনিসে পাঞ্জাবের চিৎকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে দলগত বিভাগে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির শ্রীদাত্রী রায়। তিনি ছাড়াও চিৎকারার দলে ছিলেন প্রীতি ভার্তিকার, বংশিকা ভার্গব, সুহানা সাইনি ও লক্ষ্মীতা নারাং। শ্রীদাত্রীরা ফাইনালে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছেন।

উত্তরের খেলা

সনাতনের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৫-১ গোলে চূর্ণ করেছে তরুণ তীর্থকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সনাতন কর্মকার হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি দুই গোলস্কোরার রাহুলকুমার পাসোয়ান ও মহীতোষ রায়। তরুণ তীর্থের গোলটি সাদিশ রাইয়ের। ম্যাচের সেরা হয়ে সনাতন পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। শুক্রবার খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শুভঙ্কর দাস (বাঁয়ে) ও অখিল। বৃহস্পতিবার।

শুভঙ্করের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ১৩৮ রানে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। সিয়াম কলেজের মাঠে টসে জিতে ফ্রেন্ডস ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৬ রান তোলে। শুভঙ্কর দাস ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন। শাহিদ আফ্রিদি ৪৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে নবোদয় ২২.২ ওভারে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। সিতেশ মিত্র ২৬ রান করেন। পঙ্কজ দাস ৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন জয়দীপ পাল (৩/২) ও শুভঙ্কর পুরকায়স্থও (৮/২)।

অন্য ম্যাচে নবীন সংঘ ১৩৭ রানে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে নবীন ৩৯ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯০ রান তোলে। রৌনক আগরওয়াল ৭৫ ও অর্ঘ্যদীপ সাহা ৫৩ রান করেন। সৌরভ শ্রীবাস্তব ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সরোজিনী ৩৫.১ ওভারে ১৫৩ রানে অল আউট হয়। সৌরভ ৬৬ রান করেন। প্রতীক দত্ত ২৫ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা অখিলও (২৮/২)। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও স্বস্তিকা যুবক সংঘ।